চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 48 Wednesday, 17 January, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা ✱ ২ মাঘ, ১৪৩০, বুধবার, ১৭ জানুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

রাস্তার পিচ ঠালা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পিচে হাত দিলেই উঠে চলে আসছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি হুগলির গোঘাটের ভাদুর পঞ্চায়েত এলাকার। ...বিস্তারিত পাতা ৩

সংবাদ পত্রে কোপাই নদীর পাড় দখলের খবর প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসলো প্রশাসন। কোপাই নদী বাঁচাতে সরেজমিন তদন্তে হাজির হয় জেলা প্রশাসন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

রামমন্দিরের উদ্বোধনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাহুল গান্ধির দাবি, রামমন্দিরকে নির্বাচনী অনুষ্ঠানে পরিণত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ...বিস্তারিত পাতা ৬

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে বিশ্ব ক্রমতালিকায় ৩২ নম্বরে থাকা আলেকজান্ডার বুবলিককে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নিলেন সুমিত নাগাল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সন্দেশখালি-কাণ্ডের তদন্তের মাঝেই সরানো হল বসিরহাটের ডিএসপি সানন্দা গোস্বামীকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ সন্দেশখালি-কাণ্ডে ১১ দিন পরও খোঁজ নেই শাহজাহান শেখের। আদালত থেকে রাজভবন, সর্বত্রই পুলিশের দিকে উঠছে আঙুল। শাহজাহানের খোঁজ না দিতে পারায় পুলিশের গাফিলতির প্রশ্নই সামনে আসছে। প্রায় হাজার খানেক লোকের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসারদের আক্রমণ করার অভিযোগ উঠলেও, এখনও পর্যন্ত মাত্র চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেই তদন্তের মাঝেই সরানো হল বসিরহাটের ডিএসপি সানন্দা গোস্বামীকে। বনগাঁ জেলা পুলিশের ডিএসপি দীপেন্দ্র তামাং-কেও সরানো হয়েছে বনগাঁর ডিএসপি পদ থেকে। এই দুজন সন্দেশখালি-কাণ্ড ও বনগাঁর ঘটনার তদন্তের নেতৃত্বে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে শুধুমাত্র এই দুই

অফিসারকে নয়, রাজ্যে মোট ১১৬ জন ডিএসপি-কে সরিয়ে অন্য জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বসিরহাটের ডিএসপি সানন্দা গোস্বামীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি পদে। আর বসিরহাটের নতুন ডিএসপি হলেন কৃষ্ণেন্দু ঘোষ দস্তিদার। বনগাঁর ডিএসপি দীপেন্দ্র তামাং পাচ্ছেন মালদহের ডিএসপি পদ। এই দুই অফিসারকে সন্দেশখালির ঘটনার পর একাধিকবার সিজিও কমপ্লেক্সে প্রবেশ করতে দেখা গিয়েছে। তবে এই বদলির সঙ্গে তদন্তের কোনও সম্পর্ক নেই বলেই জানিয়েছে রাজ্য। রুটিন বদলির জন্যই সরানো হচ্ছে ১১৬ জন অফিসারকে। উল্লেখ্য, সন্দেশখালির ঘটনার পর একাধিক এফআইআর দায়ের হয়। এর মধ্যে একটি এফআইআর করেছিলেন ইডি-র ডেপুটি ডিরেক্টর। তাঁর বয়ান নিতে একাধিকবার সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন সানন্দা গোস্বামী ও দীপেন্দ্র তামাং। অন্যদিকে, ঘটনার পর একটি স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর দায়ের করে পুলিশ ও একটি এফআইআর দায়ের করেন শাহজাহান শেখের কেয়ারটেকার। শেষের এফআইআর-এর বয়ানে বিস্তর ফারাক থাকায় হাইকোর্টে ভর্ৎনার মুখে পড়তে হয়েছে পুলিশকে। শুধু তাই নয়, হাইকোর্টে ঘটনার তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে ইডি।

এক্স হ্যান্ডেলের কভার পিকচার বদলে ফেলল তৃণমূল কংগ্রেস

মমতা-অভিষেক রসায়ন অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ গত প্রায় এক মাসের বেশি সময় ধরে তৃণমূলের মধ্যেই সন্দেহের মেঘ তৈরি হয়েছে। চব্বিশের ভোট আসছে। তার আগে কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নিলেন! লোকসভার বিষয়আশয়ে ঢুকবেনই না? আগেই লেখা হয়েছিল যে, জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় থেকে ক্রমশ আগের মতই সক্রিয় দেখা যেতে পারে অভিষেককে। সম্ভবত সেটাই হতে চলেছে। সন্দেহের মেঘ কাটিয়ে অবশেষে সামনে এলেন অভিষেক। সোমবার সংক্রান্তির পর উত্তরায়ণ শুরু হয়েছে। এক সময়ে অটলবিহারী বাজপেয়ী বলতেন, এই শুভ মুহূর্ত বড় পরিবর্তনের সময়। বাজপেয়ী এই উত্তরায়ণের মুখে সাহস করে ভোটও এগনোর ঘোষণা করেছিলেন। সে যাক। মঙ্গলবার ১ মাঘ দেখা গেল, শাসক দল তাদের সমস্ত সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে কভার পিকচার বদলে ফেলেছে। সেই ছবিতে সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাঁর ঈষৎ পিছনে অভিষেক। তৃণমূল থেকে মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারীরা বেরিয়ে যাওয়ার পর দলীয় রসায়নে এই এক ও দু'নম্বরের এই সমীকরণটাই ছিল। দেখা গেল, সেটাই রয়েছে। এবং অক্ষতও। অর্থাৎ মমতা ও অভিষেকের মধ্যে দ্বন্দ্বের যে খবর চাউর হয়েছিল, তা অতীতের মতই এবারও সম্ভবত ক্ষণস্থায়ীই ছিল। অভিষেক যে নিজেকে শুধু ডায়মন্ড হারবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না সেই ইঙ্গিত তিনি সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবারে এক সভাতেই দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, লোকসভা ভোটে তিনি নিজে প্রার্থী থাকবেন, তাই কিছুটা সময় তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রে দিতেই হবে। তার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন নির্দেশ দেবেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করবেন তিনি। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, মমতা ও অভিষেকের মধ্যে একটা মতান্তর তৈরি যে হয়েছিল তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মতান্তর খুবই স্বাভাবিক। এত বড় দল চালাতে গেলে দুজনের মধ্যে কখনও কখনও মতের অমিল হতেই পারে। তবে ইতিবাচক ইঙ্গিত, যে, মেঘ কেটে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ হল, লোকসভা ভোটে প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে কৌশল নির্ধারণে অভিষেকের অন্যতম ভূমিকা থাকতে পারে। সম্ভবত সেই সব শর্তেই হয়তো বরফ গলেছে।

সশরীরে হাজির হতে হবে, ফ্ল্যাট 'প্রতারণা' মামলায় নুসরতকে নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় অভিনেত্রী নুসরত জাহানকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে আলিপুর জজ কোর্ট। এর আগে একাধিকবার মামলার শুনানিতে হাজির হননি নসরত। তাঁর আইনজীবীকে পাঠিছেন। এবার আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আদালতকক্ষে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদকে। 'সেভেন সেন্সেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড' একটি সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন নুসরত ২০১৪-২৫ সালে। সে সময় ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে ব্যাঙ্কে কর্মীদের কাছ টাকা নেয় সংস্থাটি। ৪০০-র বেশি প্রবীণ নাগরিকের থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ করে টাকা নেয় এই সংস্থাটি। বদলে তাঁদের ১ হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু পরে সেই ফ্ল্যাট তাঁরা পাননি। এর পর তাঁরা আলিপুর আদালতে মামলা করেন। বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা এই ব্যাঙ্ক কর্মীদের নিয়ে ইডির দফতরে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে নুসরত পাম অ্যাভিনিউয়ে একটি ফ্ল্যাট কেনেন। ব্যাঙ্ককর্মীরা গড়িয়াহাট থানায় নুসরতের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশ এবং ইডির গোয়েন্দারা। ফ্ল্যাট 'প্রতারণা'র অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৃণমূল সাংসদকে ডেকে পাঠায় ইডি। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে সিজিও কমপ্লেক্সে নুসরতকে প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। ওই জিজ্ঞাসাবাদের পর পরই কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন নুসরত। তিনি জানান, অভিযোগ ওঠার অনেক আগেই তিনি সংশ্লিষ্ট সংস্থা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও তিনি জানান, কয়েক কোটি টাকা তিনি সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। সেই ঋণের টাকা তিনি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দিয়েছেন। আলিপুর জজ কোর্ট ব্যাঙ্ক কর্মীদের করা মামলাটিও চলতে থাকে। সেই মামলায় আদালতে নিজে না হাজির হয়ে তাঁর আইনজীবীকে পাঠান নুসরত। কিন্তু এবার আদালত তাঁকে সশরীরে হাজির হতে বলেছেন বিচারক।

'রক্ত থাকতে দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক ভাঙতে দেব না'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক ভাঙার জন্য রাজ্যের কাছে জানিয়েছে রেল। সেই নিয়ে এবার কড়া প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে বসে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ''আমাক রক্ত থাকতে, আমি দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াক ভাঙতে দেব না।'' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ৮-১০টি বৈঠক করে অনেক কষ্ট করে তাঁর সরকার এই স্কাই ওয়াক বানিয়েছে। ওই এলাকায় অনেক হকার ছিলেন। তাঁদের সকলকে বুঝিয়ে, বিকল্প ব্যবস্থা করে তারপর এই স্কাই ওয়াক তৈরি করা হয়েছে। বললেন, এসেছে রাজ্যের। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সাফ জানিয়ে দিলেন, সরকার বডি গার্ড লাইনসও ভাঙতে দেবে না। তবে মুখ্যমন্ত্রী এও জানালেন, মেট্রো বা রেলের থেকে যদি তাঁর থেকে বিকল্প রুটের বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়, সেই বিষয়ে তিনি সাহায্য করবেন। বললেন, ''সরকার যদি বলে, রুট বানিয়ে দিতে। আমি রুট বানিয়ে দেব। কিন্তু এগুলিতে আমি হাত দিতে দেব না।'' তিনি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন যেভাবে গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করেছেন, সেই কথাও তুলে ধরেন। জানালেন, তিনি সেদিন না থাকলে দিল্লি মেট্রোও হত না। তাঁর সাফ বার্তা,

''এই স্কাই ওয়াক আমার হৃদয়ের একটা মণি-মুক্তোর মতো।'' কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে বললেন, ''এদের ঔদ্ধত্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। হাত দিচ্ছে কোথায়! হাত দিচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে।'' মুখ্যমন্ত্রী রেলমন্ত্রী থাকাকালীন কী কী কাজ করেছেন, সেই খতিয়ানও তিনি তুলে ধরেন। বললেন, ''মেট্রো রেলের যত প্রজেক্ট, প্রত্যেকটা আমার করা। দক্ষিণেশ্বর-নোয়াপাড়া আমি উদ্বোধন করে এসেছিলাম। নোয়াপাড়া-দমদম আমার করা।'' ২০০৯ সালে তিনি এই প্রকল্পগুলির কথা বলার পরও কেন এতদিন সময় লেগে গেল কাজ করতে, তা নিয়েও প্রশ্ন মমতার। শুধু দক্ষিণেশ্বরেই নয়, আলিপুর বডিগার্ড লাইনসেও মেট্রোর সঙ্গে জমি সংক্রান্ত ইস্যুতে দ্বন্দ্ব উঠে ''যেটা সহযোগিতা করার মতো, তেমন কিছু চাইলে সরকার সব সময় হাত বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু যদি দীর্ঘদিনের মূল্যবান হেরিটেজ ভেঙে ফেলার চেষ্টা হয়, সেটা আমি করতে দেব না। দক্ষিণেশ্বর আজকের নয়। দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াকে হাত দিতে হলে, বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণের কথা মনে করতে হবে। কিছুতেই ভাঙতে দেব না।'' এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকের সময়ে পিছনে জাতীয় পতাকা সরিয়ে রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''আমার দুটো পদ রয়েছে। আমি যেমন মুখ্যমন্ত্রী। তেমনই শাসক দল তৃণমূলের সভানেত্রী। সব সময়ে বাইরে গিয়ে বলা তো সম্ভব হয় না। তাই এখানে বসেই রাজনীতির কথা বলছি।'' এর পরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বিজেপি কিনা আমাদের বিরুদ্ধে চোর স্লোগাল তুলছে। ওদের চোরগুলো এজেন্সির প্রোটেকশনে রয়েছে। ওদের সব বড় বড় চোর, বড় বড় ডাকাত, বড় বড় ক্রিমিনাল।'' মুখ্যমন্ত্রী এর পরই বোঝাতে চান, শাসক দলে কেউ যে দুর্নীতি করেননি তা তিনি বলতে চাইছেন না। তাঁর কথায়, ''একশ জনের মধ্যে...হাতের পাঁচটি আঙুলের মধ্যে একটি কাটা যেতেই পারে। তা হলে চা খেয়ে কোথাও দাম দিইনি কেউ বলতে পারবে না।'' মুখ্যমন্ত্রী এর পর অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রসাধনের কথা তুলে ধরেন। তিনি যে সাংসদ হিসাবে মাসে দেড় লক্ষ টাকা পেনশন নেন না, কিংবা অতীতে যে ভাতা নিতেন না সে কথা জানান। রাজ্য সরকার এশিয়ান গেমস ও জাতীয় প্যারা অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় জয়ী ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, আগামী ২৫ জানুয়ারি এই দুই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদক পাওয়া ৩২২ জন ক্রীড়াবিদকে আর্থিক পুরস্কার মূল্য সহ সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের ছয় কোটি টাকা খরচ হবে। সাধারনের সুবিধায় জাতিগত শংসাপত্র সহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প নিয়ে অভাব অভিযোগের নিস্পত্তিতে রাজ্য সরকার বুথ স্তরে বিশেষ কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আজ নবান্নে সাংবাদিকদের বলেন, আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি বুথে প্রস্তাবিত এই জনসংযোগ কর্মসূচীতে তিনজন করে আধিকারিক থাকবেন। লক্ষীর ভান্ডার, কৃষক ভাতা, রেশন, মৎস্যজীবী দের ক্রেডিট কার্ড এর মত ক্ষেত্রে যে সব অভিযোগ জমা পড়েছে এই শিবির থেকে তা সমাধান করা হবে বলে তিনি জানান। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে লক্ষীর ভান্ডার ও বিধবা ভাতার জন্য যে সব আবেদন জমা পড়েছে তাদের কিছুদিনের মধ্যে টাকা দেওয়া হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

রামমন্দির উদ্বোধনের দিন হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস 'সম্প্রীতি মিছিল' মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের মেগা উদ্বোধন। গোটা দেশে সেদিন অকাল দীপাবলি পালনের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর এবার পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কলকাতার রাজপথে মেগা সংহতি মিছিলের ডাক দিলেন মমতা। মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা ঘোষণা করেন তিনি। যেদিন অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন হবে, সেদিন সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন মমতা। আর তারপর কলকাতার রাজপথে মেগা সংহতি মিছিলে হাঁটবেন তৃণমূল নেত্রী। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস ময়দান পর্যন্ত এই মিছিল হবে বলে জানালেন তিনি। মিছিল শেষে বক্তব্য

রাখবেন মমতা। শুধু শহর কলকাতাতেই নয়, সেদিন গোটা রাজ্যজুড়ে সংহতির বার্তা নিয়ে এই সম্প্রীতি মিছিল করবে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, ২২ জানুয়ারি কলকাতার পাশাপাশি প্রত্যেক জেলায় প্রতিটি ব্লকে সবাইকে নিয়ে সম্প্রীতি মিছিল করতে তৃণমূল। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের মুখে রাম মন্দির উদ্বোধন বিজেপির পালে কতটা হাওয়া দেবে, তা নিয়ে চর্চা চলছে বিভিন্ন মহলে। রাম মন্দির উদ্বোধন ঘিরে তৃণমূলের অবস্থান বেশ কিছুদিন আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তৃণমূলের বক্তব্য ছিল, ভগবান রামের প্রতি সকলেরই ভক্তি-শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু ভগবান রামকে 'নির্বাচনের এজেন্ট' হিসেবে ব্যবহারে আপত্তি তৃণমূলের। আর এবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দিলেন, সেদিন কলকাতার রাস্তায় সম্প্রীতি মিছিল করবে তৃণমূল এবং সেই মিছিলে হাঁটবেন দলনেত্রী স্বয়ং। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, ''আমাকে বিভিন্ন মন্দির নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে। আমার এই নিয়ে কোনও কিছু বলার নেই। আমি বার বার বলি ধর্ম যার যার উৎসব সবার। ২২ জানুয়ারি আমি নিজে একটি মিছিল করল। প্রথমে আমি নিজে কালী মন্দিরে যাব। ওখানে সবাই যাবে না। আমি মা কালীকে পুজো দিয়ে হাজরা থেকে সর্বধর্মের মানুষকে নিয়ে মিছিল করে পার্ক সার্কাস ময়দানে গিয়ে আমরা একটা সভা করব।'' তাঁর কথায়, ''আমি সাধুসন্তদের সম্মান করি। তাঁরা কী বলছেন আমি শুনছি।''

বেলেঘাটায় দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, ২৯ যাত্রীকে পাঠানো হল এনআরএস-এ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ বেলেঘাটা মেইন রোডে দুটি বেসরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘটনায় আহত হন ২৯ জন যাত্রী। আহতদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। আহতদের এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রানি রাসমনি বাজারের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিয়ালদহ থেকে ধামাখালির দিকে যাচ্ছিল ৪৪/১ রুটের একটি বাস। সেসময়ে বেলেঘাটার থেকে শিয়ালদহগামী বাসের ওপর একটি বাস ধাক্কা মারে। দুটি বাসেরই সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, দুটি বাসেরই গতিবেগ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ছিল। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা থাকায় হু হু করে ছুটছিল বাস দুটি। রানি রাসমনি বাজারের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন একটি বাসের চালক। লেন পরিবর্তন হয়ে যায়। তাতেই উল্টো দিক থেকে আসা বাসটির সামনে নিয়ে ধাক্কা মারেন চালক। গতি বেশি থাকায় অপর বাসের চালকও পাশ কাটাতে পারেননি। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। দুটি বাসে ৫০-৬০ জন যাত্রী ছিলেন। প্রচণ্ড অভিঘাতে আসন থেকে ছিটকে পড়েন তাঁরা। কারোর কপালে, কারোর মাথায়, কারোর ঠোঁট ফেটে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাই ছুটে এসে প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরাও। দ্রুত আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে এনআরএস

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কমবেশি প্রায় জনা চল্লিশেক যাত্রী আহত হয়েছেন। ২৯ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস দুটিকে এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বাসচালকদের আটক করেছে পুলিশ।

২০ গুণ বেশি মানুষ মারবে এক্স ভাইরাস
করোনার থেকে ভয়ঙ্কর বলছে হু

দাভোস, ১৬ জানুয়ারিঃ করোনা মহামারীর আতঙ্ক এখনও ম্লান হয়নি। আতঙ্ক নিয়ে দিনের পর দিন ঘরবন্দি হয়ে থাকা, মাস্ক পরে রাস্তায় বেরোনো, মানুষের থেকে দূরে থাকার সেই দিনগুলি আজও অন্ধকারের মতো মনে হয়। ২০২০-২১ সালে তো করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা রীতিমতো ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। বলা যায়, বিভিন্ন দেশে মৃত্যু-মিছিল দেখা দিয়েছিল। মৃতদেহ পোড়ানোর লোকও পাওয়া যাচ্ছিল না। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অধ্যাবসায়, একনিষ্ঠতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অবশেষে কোভিড ভ্যাকসিনের হাত ধরে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাওয়া গিয়েছে। তবে আতঙ্কের প্রহর এখনও শেষ হয়নি। আবার ফিরে আসতে পারে সেই ভয়াবহ দিন! এমনই আশঙ্কা-বার্তা শোনালেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তবে এবার কোভিড নয়, আসন্ন মহামারীর নাম হতে পারে ডিজিস এক্স। সোমবার থেকে পাঁচদিন ব্যাপী সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব ইকোনমিক ফোরাম-এর বৈঠক শুরু হয়েছে। সেই বৈঠকে বিশ্ব নেতাদের আলোচনায় উঠে আসে ডিজিস এক্স-এর প্রসঙ্গ। বলা ভাল, ডিজিস এক্স নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের আশঙ্কা, কোভিড মহামারীর থেকে ২০ গুণ মৃত্যু হতে পারে ডিজিস এক্স-এ। তাই ডিজিস এক্স মহামারী ঠেকাতে আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার বার্তা দিচ্ছেন হু-

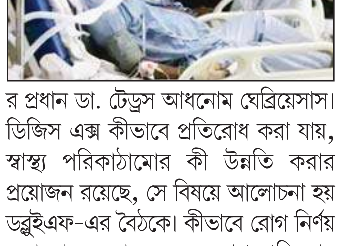

র প্রধান ডা. টেড্রস আধনোম ঘেব্রিয়েসাস। ডিজিস এক্স কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কী উন্নতি করার প্রয়োজন রয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা হয় ডব্লুইএফ-এর বৈঠকে। কীভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়, কোন ওষুধে রোগ প্রতিরোধ সম্ভব, এমনকি নতুন কী ধরনের ভ্যাকসিন প্রয়োজন, সে বিষয়েও স্বাস্থ্য গবেষকদের প্রস্তুতি নেওয়ার বার্তা দেওয়া হবে ডব্লুইএফ-এর বৈঠকে। সবমিলিয়ে, আরও একটি মহামারী ঠেকাতে আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার বার্তা দেবেন হু প্রধান থেকে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। হু-র তথ্য অনুসারে, ডিজিজ এক্স হল আন্তর্জাতিক এপিডেমিক, যা অজানা প্যাথোজেন থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই প্যাথোজেন কোনও ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাক হতে পারে। এই প্যাথোজেন কোটি কোটি মানুষকে সংক্রামিত করতে পারে। এই প্যাথোজেন সম্পর্কে বিশদ তথ্য এখনও গবেষকদের কাছেও নেই। এটা নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। দ্রুত এই প্যাথোজেন সম্পর্কে না জানা গেলে এবং প্রস্তুতি না নিলে বিশ্ব কোভিডের থেকেও বড় মহামারীর সাক্ষী হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন হু বিশেষজ্ঞরা। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের সবথেকে উদ্বেগের যে রোগের তালিকা প্রকাশ করেছিল, তার শীর্ষে ছিল ডিজিজ এক্স। এরপরে রয়েছে ইবোলা ভাইরাস, মার্স, সার্স, নিপা, জিকার মতো অতি সংক্রামক রোগ, যার মৃত্যুহারও অনেক বেশি। ২০১৪-য় ইবোলা ভাইরাস বাড়বাড়ন্তের সময় থেকেই ডিজিজ এক্স নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন হু বিশেষজ্ঞরা।

মালিয়া-নীরব মোদিদের দেশে ফেরাতে লন্ডন যাচ্ছে ইডি-সিবিআই-এনআইএ

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারিঃ বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, সঞ্জয় ভান্ডারিদের মতো পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধীদের দেশে ফেরাতে তৎপর কেন্দ্র। মদ ব্যবসায়ী তথা কিংফিশার এয়ারলাইন্সের মালিক বিজয় মালিয়া, হীরা ব্যবসায়ী নীরব মোদী এবং অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভান্ডারি- তিনজনেই তহবিল তছরুপ-সহ বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত, ওয়ান্টেড অপরাধী। তিনজনই ভারতের বিচার ব্যবস্থার আওতায় থেকে পালিয়ে ব্রিটেনে আছে। এবার তাদের দেশে ফেরাতে ব্রিটেনে যাচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এবং ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি-র অফিসারদের একটি দল। সবকিছু পরিকল্পনামাকি চললে, এই মাসের শেষের দিকেই ব্রিটেন যাবেন তিন কেন্দ্রীয় সংস্থার যৌথ দলটি। এই অর্থনৈতিক অপরাধীদের ভারতে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়ায় দ্রুততা আনা ছাড়াও, এই দলটির লক্ষ্য এই পলাতক অপরাধীদের লন্ডনে পাওয়া সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। এতে তাদের ব্যাঙ্কিং লেনদেন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তির আওতায় ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের তথ্য আদানপ্রদান হওয়ার কথা। কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরে এই প্রক্রিয়া মুলতুবি রয়েছে। লন্ডনের কাছ থেকে এই সব তথ্য

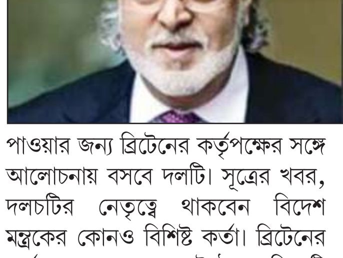

পাওয়ার জন্য ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসবে দলটি। সূত্রের খবর, দলচটির নেতৃত্বে থাকবেন বিদেশ মন্ত্রকের কোনও বিশিষ্ট কর্তা। ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের বৈঠকের বিষয়টি আয়োজন করবে লন্ডনের ভারতীয় হাইকমিশন। পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি অনুযায়ী, ভারত এবং ব্রিটেন অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য অপরাধীদের অপরাধের তদন্তের সংক্রান্ত তথ্য অপর দেশের সঙ্গে ভাগ করে নিতে বাধ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শুধু বিজয় মালিয়াদেরই নয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা খালিস্তানি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কেও তথ্য চাইতে পারে ব্রিটেনের কাছ থেকে। বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, শুধুমাত্র ব্রিটেন নয়, অন্যান্য দেশেও অর্থনৈতিক অপরাধীদের সম্পত্তি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল তাদের অপরাধের আয় বাজেয়াপ্ত করা। ২০১২ সালে কিংফিশার এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যুক্ত ৯০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পাচার এবং ব্যাঙ্কের ঋণ খেলাপির অভিযোগ উঠেছিল বিজয় মালিয়ার বিরুদ্ধে। ২০১৬ সালের মার্চে সে ভারত থেকে পালিয়েছিল। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ২০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ খেলাপির অভিযোগে 'ওয়ান্টেড' অপরাধী হীরা ব্যবসায়ী নীরব মোদী। সেও ভারত থেকে পালিয়েছিল। তবে, ২০১৯ সালের মার্চ মাসে তাঁকে প্রত্যর্পণ পরোয়ানায় গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে, তার ঠিকানা লন্ডনের এক সংশোধনাগার। অস্ত্র ব্যবসায়ী ভান্ডারীর বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপ ও কর ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে। ২০১৬ সালে সে পালিয়েছিল। কংগ্রেস নেতা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর স্বামী রবার্ট বঢরার সঙ্গে তার যোগসূত্রের তদন্ত করছে ইডি। তার বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশ জারি করা হয়েছে। বর্তমানে ব্রিটেনের আদালতে ভান্ডারি, মোদী এবং মালিয়ার প্রত্যর্পণের মামলা চলছে। তিনজনেই তাদের ভারতে নির্বাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের আদালতে আবেদন করেছে। বকেয়া নিস্পত্তির জন্য, ইডি ইতিমধ্যেই তাদের ভারতে থাকা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মামলাঃমথুরার মসজিদে সার্ভেতে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহি ইদগাহ মসজিদ বিবাদ মামলায় মসজিদের সার্ভের জন্য কমিশনার নিয়োগের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মসজিদের সার্ভে করার বিষয়ে একজন কমিশনার নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ কোর্ট। সেই নির্দেশের উপরই স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে আপাতত মসজিদের সার্ভের কাজ বন্ধ রাখার কথাও বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।মথুরার ইদগাহ মসজিদ কমিটির প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী মেহমুদ প্রাচা বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লাল্লা বিরাজমানের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী রীনা এন সিং বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট আজ এলাহাবাদ হাইকোর্টের মামলার সার্ভে আদেশের বিষয়ে শুনেছে, যা মুসলিম পক্ষের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। ইন্তেজামিয়া কমিটি সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং আজ সুপ্রিম কোর্ট শুধুমাত্র সমীক্ষার নির্দেশ স্থগিত করেছে। কিন্তু, ট্রায়াল স্থগিত করেনি। এলাহাবাদ হাইকোর্টে ট্রায়াল চলবে... আগামী ২৩ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির তারিখ।

আগামী ২৬ মার্চ বর্ণবাদ নিয়ে সচেতনতায় প্রীতি ম্যাচ খেলবে স্পেন-ব্রাজিল

মাদ্রিদ, ১৬ জানুয়ারি ঃলা লিগায় গত মরসুমে বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছিলেন ব্রাজিল তারকা ভিনিসিয়ুস। নিশ্চয়ই ফুটবল প্রেমীদের সকলেরই মনে আছে। সেই বর্ণবাদ নিয়ে বিশ্ব ফুটবলকে সচেতন করতে রিয়াল মাদ্রিদের স্টেডিয়াম সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আগামী ২৬ মার্চ স্পেনের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।গতকাল রাতে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) এ খবর জানিয়েছে।মে মাসে এই বর্ণবাদের পর জুন মাসে একটা বৈঠক করে ব্রাজিল ও স্পেন ফুটবল ফেডারেশন একটা প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা জানিয়েছিল। আরএফইএফের বিবৃতিতে বলা হয়, ' আঙিনায় অন্যতম সেরা দুই ব্রাজিলও স্পেনের এই ম্যাচ হবে ফুটবলের জন্য দারুণ উদ্যাপনের ব্যাপার।' আর এফইএফের আরো ভাষ্য, ' সহিংসতা ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরালো করা।'

হলান্ড-এমবাপ্পেকে হারিয়ে ফিফার 'দ্য বেস্ট' মেসি

লন্ডন, ১৬ জানুয়ারি ঃ ফিফা ' বেস্ট' বর্ষসেরা পুরস্কার জয়ে বিশ্লেষকদের চোখে আর্লিং হলান্ড, এমবাপ্পে ছিলেন এগিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরস্কারটি জিতে নিলেন মেসি। এবার নিয়ে টানা দ্বিতীয়, সব মিলিয়ে তৃতীয়বার এই পুরস্কার জিতলেন মেসি। ফিফার ওয়েবসাইটে ' বেস্ট' এর লাইভ বিবরণী জানিয়েছে, মেসি ও হলান্ডের লড়াই হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি। দুজনেরই পয়েন্ট ৪৮। কিন্তু মেসি জিতেছেন জাতীয় দলের অধিনায়কদের ভোটে প্রথম পছন্দের তালিকায় এগিয়ে থাকায়। ফিফার ' অবঅ্যালোকেশন(১২)' অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত। এমবাপ্পে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়। গতকাল রাতে লন্ডনে ফিফা ' বেস্ট' এর এই অনুষ্ঠানে মেসি উপস্থিত থাকতে পারেননি। সঞ্চালকের ভূমিকায় নামা ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি তাঁর পুরস্কারটি নেন।

দিল্লিতে দু'টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু একজনের, প্রাণে বাঁচলেন ৪ জন

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লিতে দু'টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন একজন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৪ জন, তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। সোমবার গভীর রাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিল্লির কোতোয়ালি থানা এলাকার গীতা কলোনি ফ্লাইওভারের আগে ঝিল কাটের কাছে সেলিম গড় রোডে। মৃতের নাম-গৌরব মালহোত্রা (৪০)।প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, দ্রুত গতিতে ছুটে আসা একটি গাড়ি প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে এবং তারপর বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ও ৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।

ডাস্টবিন একদিকে, আবর্জনা অন্যদিকে, এই মানসিকতা পরিবর্তন করা দরকারঃঅনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃদিল্লির কনৌট প্লেসের হনুমান মন্দিরে পূজার্চনা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। মঙ্গলবার সকালে য্থায্থ ধর্মীয় মর্যাদায় হনুমান মন্দিরে পুজো দেন অনুরাগ ঠাকুর। পরে মন্দির চত্বর সাফাই কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। নিজ হাতে হনুমান মন্দির স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করে তোলেন তিনি। এরপর স্বচ্ছতার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, ডাস্টবিন একদিকে আর আবর্জনা অন্যদিকে, এই মানসিকতা পরিবর্তন করা দরকার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, দেশবাসীর ৫০০ বছরের অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে। সমগ্র দেশ, বিশেষ করে ভগবান রামের ভক্তরা উদগ্রীব এবং এই ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য কিছু করার চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্দিরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করার জন্য সবার কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, এবং প্রত্যেকেই এতে অবদান রাখার চেষ্টা করছেন।

ইডি-র মুখোমুখি হতে রাজি হেমন্ত সোরেন, শর্তও দিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী

রাঁচি, ১৬ জানুয়ারি ঃজমি দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র জেরার মুখোমুখি হতে রাজি হলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অষ্টম সমনের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। আগামী ২০ জানুয়ারি জেরা করতে হবে, আর্জি জানিয়ে তদন্তকারী সংস্থাকে একটি চিঠি দিয়েছেন হেমন্ত সোরেন। তবে তাঁর সরকারি বাসভবনেই জেরা করতে হবে ইডি-কে, সেই শর্তও দিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী।সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র জেরার মুখোমুখি হতে রাজি হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। অষ্টম সমনের প্রেক্ষিতে তিনি ইডি-কে একটি চিঠি লিখেছেন, জানিয়েছেন ২০ জানুয়ারি তাঁর সরকারি বাসভবনেই জেরা করতে হবে ইডি-কে।

চন্ডীগড় পৌরসভা নির্বাচনে জয়লাভ করবে আইএনডিআই জোটঃরাঘব চাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ চন্ডীগড় পৌরসভা নির্বাচনে জয়লাভ করবে আইএনডিআই জোট। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন আম আদমি পার্টির নেতা রাঘব চাড্ডা। তিনি বলেছেন, এই জয় হবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ''কার্টেন রেইজার''। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এএপি নেতা রাঘব চাড্ডা বলেছেন, ১৮ জানুয়ারি চণ্ডীগড়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আইএনডিআই জোটের প্রথম নির্বাচনী লড়াই (মেয়র নির্বাচন) হবে, এই ল।াই দেশের রাজনীতির ভাগ্য, চিত্র, অবস্থা এবং দিক পরিবর্তন করবে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ভীত স্থাপন করবে।রাঘব চাড্ডা বলেছেন, যখন টিম ইন্ডিয়ার (বিরোধীদের আইএনডিআই জোট) ম্যাচ, অন্য যে কোনও দলের সঙ্গে হয, টিম ইন্ডিযা সবসময় জিতে যায়। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ম্যাচ ১৮ জানুয়ারি বিজেপির বিরুদ্ধে। এই নির্বাচন হবে লোকসভা নির্বাচনের সূচনা। রাঘব বলেছেন, মেযর হবেন এএপি থেকে, ডেপুটি মেয়র হবেন কংগ্রেসের।

হনুমান সেতু মন্দিরে স্বচ্ছতা কর্মসূচি রাজনাথের, ঝাড়ু হাতে সাফাই করলেন মন্দির চত্বর

লখনউ, ১৬ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের লখনউয়ের হনুমান সেতু মন্দিরে পূজার্চনা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার সকালে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পবনপুত্র হনুমানের পূজার্চনা করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। পরে হনুমান সেতু মন্দিরে স্বচ্ছতা কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। ঝাড়ু হাতে মন্দির চত্বর পরিচ্ছন্ন করে তোলেন তিনি।পরে রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, আগামী ২২ জানুয়ারি রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। গোটা দেশ ও বিশ্বের মানুষ এতে অংশ নেবেন। সমস্ত দেশবাসী এবং ভগবান রাম ভক্তদের কাছে এর চেয়ে আনন্দের উপলক্ষ আর হতে পারে না। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কথায়, ২২ জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসবেন। আমি মনে করি, এটি সমগ্র দেশ এবং ভগবান রামের সমস্ত ভক্তদের জন্য গর্বের মুহূর্ত হবে।

হাজিরা দিতেই হবে নুসরতকে!ফ্ল্যাট ' প্রতারণা'মামলায় বিপাকে তৃণমূল সাংসদ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অস্বস্তি বাড়ল নুসরত জাহানের। ফ্ল্যাট ' আদালতে অভিনেত্রীকে হাজিরার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, মামলাটি বিচারাধীন ছিল আলিপুর আদালতে। আলিপুর আদালত এই মামলায় অভিনেত্রীকে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আলিপুর জজ কোর্টের দ্বারস্থ হন নুসরত। জজ কোর্ট আলিপুর আদালতের নির্দেশ বহাল রাখে। বিচারক জানান, নিম্ন আদালতের নির্দেশে কোনও ভুল নেই। তাই ফ্ল্যাট প্রতারণার মামলায় হাজিরা দিতেই হবে নুসরতকে। মঙ্গলবার ' আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে, জজ কোর্টের এই নির্দেশ বহাল রাখার বিষয়টি তাঁরা আলিপুর আদালতে উত্থাপন করবেন।স্ফ্ল্যাট দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ ওঠে নুসরতের বিরুদ্ধে। অভিযোগে বলা হয়, ওই প্রতারণার ঘটনায় যে সংস্থার নাম জড়িত, নুসরত এক সময় তার ডিরেক্টর পদে ছিলেন। ২০১৪-১৫ সালে ৪০০-র বেশি প্রবীণ নাগরিকের থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করে নিয়েছিল এই সংস্থা। বদলে তাঁদের এক হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যদিও তাঁরা সেই ফ্ল্যাট পাননি। টাকাও ফেরত পাননি বলে অভিযোগ। সাংসদ-অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ফ্ল্যাট প্রতারণার অভিযোগ এনেছিলেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। ইডির কাছেই সরাসরি অভিযোগ জানিয়েছিলেন তিনি।তার পরই আদালতের দ্বারস্থ হন অভিযোগকারীরা। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেন কলকাতা পুলিশ এবং ইডির গোয়েন্দারা। বস্তুত, ফ্ল্যাট ' প্রতারণা'মামলায় তৃণমূল সাংসদকে ডেকে পাঠায় ইডি। গত সেপ্টেম্বর মাসে সিজিও কমপ্লেক্সে নুসরতকে প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। তবে ওই ঘটনার পর পরই কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নুসরত জানান, অভিযোগ যখন করা হয়েছে, তার অনেক আগেই তিনি সংশ্লিষ্ট সংস্থা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও তিনি জানান যে, কয়েক কোটি টাকা তিনি সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। সেই ঋণের টাকা তিনি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দিয়েছেন।

কুয়াশার কারনে গতিপথ পরিবর্তন হল ৬টি উড়ানের, দেরিতে চলল ট্রেন!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ঘন কুয়াশার কারনে সোমবার সকাল থেকে বো।ে চললো দেরিতে চলা ট্রেন ও উড়ানের সংখ্যা। কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রের খবর, শুধু কলকাতা নয়, সোমবার উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দিল্লির কুয়াশার জেরে সারা দিনের উড়ানসূচি ঘেঁটে গিয়েছে দেশ জুড়ে। যার জের চলে এ দিন রাত পর্যন্ত।বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার রাত ১টা ৫২ মিনিট থেকে খারাপ হতে থাকে কলকাতার আবহাওয়া। হু হু করে কমতে থাকে দৃশ্যমানতা। গভীর রাতে শহরে নামতে এসেও মুখ ঘুরিয়ে ঢাকা চলে যায় দোহা থেকে আসা কাতার এয়ারওয়েজের উড়ান। সূত্রের খবর, সোমবার ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা কমে দাঁড়ায় মাত্র ২৫ মিটারে। কলকাতা বিমানবঃদরের এক অফিসারের কথায়, ' সোমবারই নয়। গত দু'-তিন দিন ধরেই কুয়াশায় উড়ান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।'' সোমবার ভোর থেকে সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে দিল্লি থেকে আসা ভিস্তারার একটি এবং বেঙ্গালুরু থেকে আসা এয়ার এশিয়ার দু'টি উড়ান শহরের আকাশে চক্কর কেটে হায়দরাবাদ চলে যায়। ইন্ডিগোর বেঙ্গালুরু ও পুণে থেকে আসা উড়ান দু'টিও কলকাতায় নামতে না-পেরে চলে যায় নাগপুর। এর পরে সকাল সাড়ে ৮টার একটু আগে থেকে শহরের আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করলে ধীরে ধীরে উড়ানগুলি আবার ফিরে আসে। ভোরের দিকে কিছু উড়ান ছাড়তেও দেরি হয়। কলকাতা থেকে ইন্ডিগোর বেঙ্গালুরুগামী উড়ান বাতিল হয়। ফলে বহু যাত্রী আটকে পড়েন। এ দিন কুয়াশার জেরে কলকাতাগামী ২১টি উড়ান ও কলকাতা থেকে ২০টি উড়ান বাতিল হয়েছে। ৬৪টি উড়ান শহরে দেরিতে পৌঁছেছে। আর কলকাতা থেকে দেরিতে ছেড়েছে ৭৮টি উড়ান।স্ড়কুয়াশার কারণে উত্তর ভারত থেকে আসা একাধিক ট্রেনও এ দিন দেরিতে পৌঁছেছে। ফলে সেগুলি হাওড়া থেকে ফেরার পথেও গড়ে ৫-৬ ঘণ্টা দেরিতে ছেড়েছে। পূর্ব রেল সূত্রের খবর, এ দিন হাওড়া-নয়াদিল্লি পূর্বা, কালকা, হাওড়া-বিকানের, শিয়ালদহ-অজমের, হাওড়া-গান্ধীধাম এবং ফরাক্কা-নয়াদিল্লি এক্সপ্রেস দেরিতে ছেড়েছে। সেগুলি নির্ধারিত সময়ের থেকে অনেক দেরিতে এসে পৌঁছনোর কারণেই ছাড়তে বিলম্ব হয়েছে। কুয়াশার জেরে উত্তর রেল এলাকায় ১৮টি ট্রেন গড়ে এক-ছ'ঘণ্টা দেরিতে চলেছে। ট্রেনের এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে এ দিন সকালের কুয়াশায় হাওড়া ও শিয়ালদহ শাখায় শহরতলির ট্রেনের ক্ষেত্রে খুব একটা দেরি হয়নি বলে রেলের আধিকারিকদের দাবি। যদিও যাত্রীদের অনেকেই জানিয়েছেন, এ দিন সকালে কুয়াশার কারণে হাওড়া ও শিয়ালদহের বিভিন্ন শাখায় বেশ কিছু লোকাল ট্রেন ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত দেরিতে চলেছে।

রাষ্ট্রসংঘের উৎসাহ প্রাপ্ত ১৫ জানুয়ারী ''পৃথিবী ও কলা বিপ্লব দিবস'' পালন করেছে সোনারপুরে বুক বেঙ্গল পাবলিশার

বিশেষ প্রতিনিধি,১৬জানুযারিঃ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্থানের মত সোনারপুরেও হয়ে গেল স্থায়ী বিশ্ব শান্তি এর অনুষ্ঠান, বাদামতলায়, বুক বেঙ্গল পাবলিশার এর সহযোগীতায় সুদীপ মিদ্যা, তনুশ্রী মিদ্যা, অপর্ণা দাস, মৌমিতা নস্কর, অংকন মন্ডল প্রমুখের ব্যাবস্থাপনায়। গত ১৫ জানুয়ারী ২০২৪, দুপুর ২.৩০--৫.০০ পর্যন্ত। প্রকাশনীর মালিক সোমিন্দ্র কুমার তাঁর সহায়ক সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে এই কাজে নেমেছেন, স্থায়ী বিশ্ব শান্তির কাজ করতে। ঘটনা, নিউজিল্যান্ড এর নাগরিক ভারতীয় বংশোদ্ভুত বাঙালী মাইকেল তরুন অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি কালে ঘটনাক্রমে আবিস্কার করেন একটি সূত্র ও পদ্ধতি। সেটাই স্থায়ী বিশ্বশান্তি সূত্র বা Theory for Parmanent World Peace. প্রায় সাতাশটি দেশ স্পর্শ করে মাইকেল তরুন দেখেছিলেন নানা দেশের নানা দুর্দশা এবং নিজের জীবনেও নানা বিপন্নতা। এই বিশ্বে সব আছে, তাহলে বিপন্নতা কেন? মানুষ সহ সব জীব, প্রকৃতি কেন বিপন্ন এত খাদ্য, ওষধের উৎস, জ্ঞান চর্চা, সাহিত্য বিজ্ঞান সহ সব রকম ভোগের উৎস থেকেও? তারপর মাইকেল তরুন যে সূত্র আবিস্কার করেন সেটির অতি সংক্ষিপ্ত রূপ এটাই-আমরা দাবী করি যে, আমরা পরিবার, পরিবারের বাইরে, কত মানুষকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, প্রেম করি, -- কিন্তু এইসব অজান্তে ডাহা ধাপ্পা। কারণ, যে-পৃথিবী মাতা নিঃশর্তে আমাদের জন্ম দিয়ে আমাদের সুখের জন্য সব কিছু দিয়ে চলেছেন, তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করিনা, তাঁর বিপন্নতায় আমরা রুখে দাঁড়াই না। তাই, পৃথিবীর প্রতি মূল ভালোবাসাই আমাদের নিরপেক্ষ করবে। আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নির্দিষ্ট দিনে পৃথিবীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে পৃথিবী ও কলা বিপ্লব দিবস বা Earth and Art Revolution Day. পালিত হয়। তাই সেই ধারায় প্রতি বছর পনেরো জানুয়ারীতে এই দিবস হিসেবে গ্রহণ করে ২০১৭ সাল থেকে নিয়মিত এই অনুষ্ঠান হয়ে আসছে দেশে বিশ্বের নানা স্থানে। মূল অনুষ্ঠান হয় একশত কেজি কেক কেটে, তাতে থাকে পৃথিবীর মানচিত্র। অন্য অনুষ্ঠানগুলি শাখা অনুষ্ঠান। বিভিন্ন মাপের কেক কেটে পরিস্থিতি অনুযায়ী। সেই হিসেবে ১৫ জানুয়ারীতে পৃথিবীর নানা স্থানে এই অনুষ্ঠানে ব্যাবহার হয় পৃথিবীর উপরে কবিতা, গান, প্রশ্নোত্তর,বক্তৃতা ইত্যাদি।মূল কেন্দ্র Art Mother Earth Foundation. এইসব কারণে এই কাজে সমর্থন দিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘ, কানাডা সরকার, অস্ট্রেলিয়া সরকার, নিউজিল্যান্ড সরকার, কলকাতার মেয়র, শান্তিতে নোবেলজয়ী তিব্বতের His Holiness দলাই লামা। এত বড় বিশ্ব আলোড়িত কাজে যে ইংরেজি থিম গান বা ইংরেজি Athem ব্যবহার করা হয়, সেটি লিখেছিলেন ঋদেনদিক মিত্রো, সুর দিয়েছেন টালিগঞ্জ এর কুমার চঞ্চল, মূল কন্ঠ মৌ আচার্য। ইউটুব খুলুন World anthem-- We are the citizen of the Earth. গানটি শুনলে শরীর ঠান্ডা হয়, সেইভাবে এর ভাষা, চিন্তা ও সুর ও গায়কি। এই ইংরেজি গান লিখতে ঋদেনদিককে খুঁজে ডেকে বুঝিয়েছিলেন মাইকেল তরুন। এসব আজ বিশ্ব পরিচিত ঘটনা নানা মাধ্যমের দ্বারা। সবাইকে প্রতি বছর ১৫ জানুয়ারী দিনে বাড়িতে বা পাড়ায় এই অনুষ্ঠান করতে এই ফাউন্ডেশন অনুরোধ জানিয়েছে। এই নামে ইউটুবে সব খুঁজে পাবেন। বুঝবেন এই কাজের স্বাদ কত সুস্থিরতা দেয়। মনের ব্যাপ্তি দেয়।

রিপাবলিকানদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী খোঁজার পর্ব শুরু, আইওয়া ককাসে সহজেই জিতলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৬ জানুয়ারি ঃআসন্ন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্ব। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আইওয়া ককাসে জয় দিয়ে শুরু করলেন তাঁর পুনরায় যাত্রা। উল্লেখ্য, এই ককাসের ভোটের মধ্য দিয়ে রিপাবলিকানদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী বাছাই পর্ব শুরু হয়। আর তাতেই সকলকে পিছনে ফেলে দিয়ে ট্রাম্প গেলেন এগিয়ে। পিছনে পড়ে রইলেন নিকি হ্যালের মতো প্রার্থীরাও।দ্বিতীয় বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথে প্রথম ' পেরোলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (স্থানীয় সময় অনুযায়ী) মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার আইওয়া প্রদেশে ' ককাস'-এ প্রাথমিক (প্রাইমারি) নির্বাচনে তিন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর মধ্যে ভোট হয়। প্রাথমিক গণনায় দেখা যায়, বাকি দুই দলীয় প্রার্থীর তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। অন্যদিকে, আইওয়ায় রিপাবলিকান পদপ্রার্থীদের তুলনায় ট্রাম্পের এগিয়ে থাকার ইঙ্গিত মিলতেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিবেক রামস্বামী। শেষমেশ সহজেই জিতে যান ট্রাম্প।

তৃতীয় দিনে পড়ল ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা, কোহিমা থেকে যাত্রা শুরু রাহুল গান্ধীর

কোহিমা, ১৬ জানুয়ারি ঃদেখতে দেখতে তৃতীয় দিনে পড়ল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। মঙ্গলবার সকালে নাগাল্যান্ডের কোহিমা থেকে শুরু হয়েছে রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। যাত্রা শুরু হওয়ার আগে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে সাক্ষা করেন রাহুল, তাঁদের মুখ থেকে শোনেন অভাব-অভিযোগের কথা।এদিন 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' শুরু হওয়ার আগে কোহিমার স।কের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন এবং মহাস।কমন্ত্রী নীতিন গড়করিকে আক্রমণ করেন তিনি। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (ইনচার্জ কমিউনিকেশনস) জযরাম রমেশ বলেছেন, এটি ২৯ নম্বর জাতীয় স।ক, আপনারা এই সড়কের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন। নীতিন গড়করি এবং প্রধানমন্ত্রী অনেক কিছু বলেন... কিন্তু এই রাস্তার সব জায়গায় শুধু পাথর এবং গর্ত। এটিকেই কী বলে জাতীয় সড়ক!

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর, কম্পাঙ্ক ৩.৬

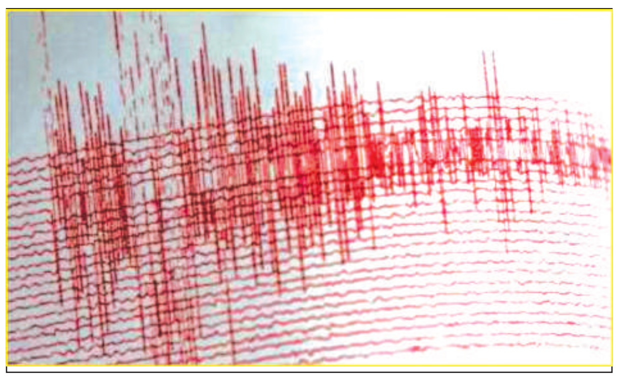

শ্রীনগর, ১৬ জানুয়ারি ঃমৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬। মঙ্গলবার সকাল ৮.৫৩ মিনিট নাগাদ এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩৩.৩৪ অক্ষাংশ ও ৭৬.৭০ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে।জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে ১৯৪ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে এবং কাটরা থেকে ১৬৯ কিলোমিটার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। এছাড়াও রাজৌরি থেকে ২২১ কিলোমিটার পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র।

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৮০ ২৪ ঘন্টায় প্রাণহানি ৩, সক্রিয় রোগী কমে ২,৮০৪

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃদৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা আরও কমে গেল ভারতে, নিম্নমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮০ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, মহারাষ্ট্রেই ৩ করোনা-রোগীর মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২,৮০৪-তে পৌঁছেছে।মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫,৩৩,৪১৭-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৮৫,৯৯৮ জন করোনা-রোগী।

মা কে হারালেন তৃণমূল যুবসভানেত্রী সায়নী ঘোষ!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সোমবার হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন টলিউড অভিনেত্রী তথা তৃণমূল যুবসভানেত্রী সায়নী ঘোষের মা সুদীপ ঘোষ। সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, রবিবার রাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা নিয়ে তাঁকে ভর্তি করা হয় বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসাতালে।তৃণমূলের মুখপাত্র তথা সাংসদ-চিকিৎসক শান্তনু সেন জানিয়েছেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। ভেন্টিলেশনেও রাখা হয়েছিল । তবে শেষরক্ষা হল না। সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ প্রয়াত হন। হাসপাতাল সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সূত্রের খবর জানা গিয়েছে, শ্বাসনালীতে সংক্রমণ হয়েছিল সায়নীর মায়ের।কখনই প্রকাশ্যে মায়ের শরীর খারাপ নিয়ে কোনও কিছুই বলতে শোনা যায়নি সায়নীকে। তবে গত বছর জুলাই মাসে পঞ্চায়েত ভোটে প্রচারে কর্মসূচী বাতিল করেছিলেন মায়ের অসুস্থতার কারণে। গত সপ্তাহে মেদিনীপুর, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগণাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তবে শনিবার থেকে কোনও সভামঞ্চে তাঁকে দেখা যায়নি। হয়তো মায়ের অসুস্থতার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সায়নী।

মালদহে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

মালদহ, ১৬ জানুয়ারি ঃ পেশায় টোটো চালক, এক যুবকের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনি এলাকায়। মৃত যুবকের নাম - সঞ্জয় চৌহান (২২)। তাঁর বাড়ি বালুরঘাটের কাদিপুর এলাকায়। খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্জয় বিয়ের পর থেকে নেতাজি কলোনিতে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। অভিযোগ, সোমবার রাতে টোটো চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে কেউ বা কারা সঞ্জয়ের

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭জানুয়ারি ঃ সোমবার, ২মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৭জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৈনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃএমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে।
বৃষভ রাশিঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। শুভদিন
মিথুন রাশিঃআপনার মনের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা আনুন। আজ, আপনার অযথা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা থেকে নিজেকে বিরত
কর্কট রাশিঃকিছু আমোদ প্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা
সিংহরাশিঃএমন একটি দিন যেখানে হাসি আপনার মুখে সর্বদা লেগে থাকবে এবং অপরিচিতদেরকে পরিচিত বলে মনে হবে। আর্থিক দিকে উন্নতি
কন্যারাশিঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আপনার অর্থ কোথায়
তুলারাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা
বৃশ্চিক রাশিঃ প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে
ধনু রাশিঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।
মকর রাশিঃআপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।
কুম্ভ রাশিঃআপনার শক্তিঃ পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। আপনার অর্থ তখনই আপনার কাজে আসে যখন আপনি নিজেকে অতিরঞ্জিত ব্যয় করা থেকে বিরত রাখেন, আজ আপনি এই জিনিসটি ভালভাবে দিতে পারে। কর্ম **মীন রাশিঃ** খুশিতে ভরা ভালো দিন। আজ, কোনও পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আপনার ঋণখেলাপীর কাছ থেকে নেওয়া অর্থের সাথে আপনার অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে, যা আপনাকে অবাক করে এবং আপনাকে খুশি করতে পারে। আপনি পরিচিত কেউ

আগামী ১৮ এবং ১৯শে ভুখা মানুষের অধিকার অভিযান

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ঃ ১৮ এবং ১৯ জানুয়ারি মিছিল ও সমবেশের মাধ্যমে 'ভুখা মানুষের অধিকার অভিযান' কলকাতার ধর্মতলায় এবং রাজ্য সম্মেলন মধ্যমগ্রামের বাদুতে করতে চলেছে। গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, এই অভিযান হল একটি ক্ষুধার্ত শ্রমজীবী মানুষের মঞ্চ যাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও শ্রমিক অধিকারের জন্য রাষ্ট্র দিনের পর দিন সাংবিধানিক অধিকারকে ক্রমাগত পদদলিত করছে। সেই সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো কাজকে বর্ধিত করছে। মঞ্চটি তার প্রতিশ্রুতি দায়বদ্ধতার জন্য জনপ্রিয় এবং শ্রমিকদের অধিকারগুলি বজায় রাখতে অবিলম্বে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। এই মঞ্চ তাঁদের জন্যই কথা বলবে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশক্তি শুধু ব্যস্ত দেশের কিঞ্চিত কিছু উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠির তোষামোদ করার কাজে।

বাংলাদেশে অসহায় হিন্দু, তথাগতের পোস্টে সারা নেট নাগরিকদের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ ক্রন্দনরত অসহায় মহিলার কোলে তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকিয়ে ছোট্ট শিশু। সেই ছবি দিয়ে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের মন্তব্যে সায় দিল নেটনাগরিকদের একাংশ। সামাজিক মাধ্যমে তথাগতবাবু লিখেছেন, ''শিশুটির মুখের ভাব দেখেছেন? আশ্চর্য হয়ে ভাবছে, মা কাঁদছে, কেন কাঁদছে, তাহলে আমার কি হবে? কিন্তু মা তো কোনো অপরাধ করেনি, একমাত্র হিন্দু হয়ে এক ইসলামী রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার চেষ্টা ছাড়া! এই দেখে যদি চুপ থাকেন, অন্তত প্রতিবাদে মুখর না হন, তাহলে আপনার বাড়ির শিশুদের জন্যও এই ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ! পোস্ট করার পর প্রথম এক ঘন্টায়, সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে ৩৬৬ লাইক, ৫০টি মন্তব্য, ৩৬টি শেয়ার। আশিস নায়েক লিখেছেন, ''একদল গবেট পণ্ডিত হিন্দু এসব নিয়ে কিছু ভাবেই না। পি কে রায় লিখেছেন, ''বড়ই করুন দৃশ্য। অথচ আমরা উদাসীন। রঞ্জন দাস লিখেছেন, ''চোখ থাকতে অন্ধ। গোবিন্দলাল ঘোষ লিখেছেন, ''মমতাপন্থী জয় শেখ আনোয়ারের নেতৃত্ব একদল উন্মত্ত জনতা প্রাণ-ঘাতী হামলা চালায় সনাতনী সাধুদের উপর। অপর একটি পোস্টে গোবিন্দলাল লিখেছেন, ''ব্যারাকপুরের সেনা ছাউনি তে কর্মরত অবস্থায় দুই পাকিস্তানী নাগরিক ধরা পরেন। এই পাকিস্তানের নাগরিকদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাশ করা সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে ওই দুই পাকিস্তানী নাগরিকের কাছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাশ।

২১ জুলাইয়ের সভাস্থলেই কর্মসূচি করতে চেয়ে হাই কোর্ট নওশাদের দল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ চলতি মাসের ২১ তারিখ আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই উপলক্ষে ওইদিন তারা সভা করতে চান ধর্মতলায়, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে। অর্থাৎ যেখানে তৃণমূলের শহিদ দিবসের সভা হয়, সেই জায়গাতেই সভা করতে চায় নওশাদ সিদ্দিকির দল। তাতে পুলিশের অনুমতি মেলেনি। তাই এবার নওশাদের দল কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল। মঙ্গলবার সভার অনুমতি চেয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বুধবার শুনানির সম্ভাবনা। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ভোটের আগে ২১ জানুয়ারি পথ চলা শুরু করেছিল ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির তৈরি আইএসএফ। এবার ২১ জানুয়ারি ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে প্রতিষ্ঠা দিবসের উদযাপনে সভা করতে চেয়ে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ তা খারিজ করে। পুলিশের তরফে কারণ হিসেবে লিখিতভাবে জানানো হয়, গত বছর রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে আইএসএফের সভায় বিস্তর অশান্তি হয়েছিল। ধরপাকড়ও হয়। তা মাথায় রেখে আইনশৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কা থেকেই পুলিশ আইএসএফের সভার অনুমতি দেয়নি।মঙ্গলবার সেই অনুমতি চেয়ে হাই কোর্টে আবেদন জানায় আইএসফ। বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, ওই জায়গায় কি কোনও সভা হয়? মামলাকারীর আইনজীবী, প্রতি বছর ২১ জুলাই তৃণমূল এই ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই সভা করে। সম্প্রতি বিজেপিও সেখানে সভা করেছে। তাহলে আইএসএফের সভার অনুমতি কেন মিলছে না? বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বুধবার ফের মামলার শুনানি হবে। তবে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির মত, রাজনৈতিক উদ্দেশেই তাঁদের ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে তাঁর দল।

এবছরের গঙ্গা সাগর মেলার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করলেন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। এদিন এই ঘোষণার সময় জেলাশাসকের সাথে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বংকিম চন্দ্র হাজরা সহ একাধিক সরকারি আধিকারিক বৃন্দ।

ছবি - উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

হাত দিলেই পিচ উঠে চলে আসার অভিযোগ গোঘাটে

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট হুগলি, ১৬ জানুয়ারিঃ রাস্তায় পিচ ঢালা হয়েছে ঠিকই। তবে পিচ হাত দিলেই উঠে চলে আসছে বলে অভিযোগ। এদিকে প্রতিবাদ করলে শাসকদলের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে। গোঘাটের ভাদুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় এ নিয়ে জোর তরজা। বিরোধীদের বক্তব্য, এ রাস্তা পিচের নয়, কাটমানির, 'কাটমানি রোড'। তাই এমন জীর্ণ দশা। হুমকির অভিযোগ মানতে চায়নি তৃণমূল। গোঘাটের ভাদুর গ্রামপঞ্চায়েতের ভাদুর ভীমতলা থেকে বালিকাকুণ্ড পর্যন্ত ৪.২৬ কিলোমিটার নতুন পিচ রাস্তা হচ্ছে। দিন তিনেক কাজ হতে না হতেই রাস্তার পিচ উঠে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পাথর মেশানো পিচের রাস্তা। তারও এমন দশা। রাস্তাটি তৈরির দায়িত্বে হুগলি জেলা পরিষদ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কাজ একদমই ঠিকঠাক হয়নি। তাই নতুন রাস্তা পিচ ঢালতে না ঢালতেই উঠে গিয়েছে। যদিও ঠিকাদার সংস্থার ম্যানেজার বলছেন পিচ জমতে সময় লাগবে। তবে গ্রামবাসীরা বলছেন গরমকালে পিচ জমতে সময় লাগে।

কিন্তু এই কনকনে ঠান্ডায় কীভাবে সময় লাগছে এত? অভিযোগ, গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা গৌতম পাত্র তাঁর দলবল নিয়ে এলাকায় হুমকি দিচ্ছেন। তৃণমূল ব্লক সভাপতি তথা গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় অবশ্য এই হুমকির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ''অনেকদিন পর রাস্তা হচ্ছে গ্রামে। আমরা খুবই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু ২-৩ দিন কাজ করার পর দেখছি রাস্তায় হাত দিলেই পিচ উঠে আসছে। ২০০-৩০০ মিটারের কাজ হয়েছে। তার এই অবস্থা। পিচ বসতে এত সময় লাগে নাকি? আমরা কিন্তু ঠিকাদারকে বলি, পিচ

ঢালার আগে যেসব জিনিস সেগুলি এত কম কেন দিচ্ছেন? তখন ঠিকাদার বলে ৫ বছরের গ্যারান্টি আছে। কিছুই হবে না। তিনদিনেই রাস্তার এ হাল পাঁচ বছর আর কী টিকবে। ঠিকাদারের ম্যানেজার অরবিন্দ পাল বলেন, ''পিচটা ৩ দিন আগে দেওয়া হয়েছে। একটু তো জমতে সময় দিতে হবে। সপ্তাহখানেক সময় তো লাগবেই। আর কেউ যদি কিছু দিয়ে খুঁড়ে দেয় তাহলে তো হবেই। গাড়ি চলছে। একটু সময় তো দিতেই হবে। আজ বসছে কাল উঠে আসছে বললে হয়। নিয়ম মেনেই কাজ হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতা গৌতম পাত্র বলেন, ''রাস্তা সম্পর্কে তো আমাদের কারও অভিজ্ঞতা নেই। আলোচনার মধ্যে দিয়ে সবটা মিটমাট করতে হবে। হঠকারিতা করতে গেলে দেখা যায় ঠিকাদাররা চলে গিয়েছে। রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। অন্যদিকে বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক বলেন ''সব জায়গায় এই কাজই হচ্ছে। জেলা পরিষদ রাস্তাগুলি করাচ্ছে। শাসকদল ঠিকাদারদের কাছ থেকে কাটমানি খাচ্ছে।

আর এই নিম্নমানের রাস্তা হচ্ছে। মানুষ প্রতিবাদ করলে আবার তৃণমূলের লোকেরা ধমকাচ্ছে। তবে তৃণমূল ব্লক সভাপতি তথা গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। বলেন, ''শীতের সময় গ্রাম বাংলায় পিচের কাজ করার যোগ্য পরিবেশ নেই। জেলা পরিষদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি।

ঠিকাদারের সঙ্গেও কথা বলে নতুন করে কাজটা করা যায় কি না দেখছি। আবহাওয়ার কারণেই সমস্যা এটা বলতে পারি। বিরোধীরা অনেক কিছুই বলবে। বিজেপির বিধায়ক এলাকায়। কিন্তু বিশ্বনাথ কারক কোনও কাজই করেননি। বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করছে।

স্ত্রীকে খুনের পর, দেহ টুকরো টুকরো করে, ব্যাগে পুরে খালে ভাসিয়ে দিল স্বামী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পারিবারিক অশান্তির কারণে স্ত্রীকে খুনের পর, দেহ টুকরো টুকরো করে, ব্যাগে পুরে খালে ভাসিয়ে দিল স্বামী ! এ যেন দিল্লীর শ্রদ্ধা ওয়ালকারের খুনের পুনঃউত্থাপন। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যমগ্রামের উত্তর জোজরা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, স্ত্রীকে খুনের পর নিজেও বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল অভিযুক্ত। তাকে ভর্তি করা হয়েছে বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মৃত গৃহবধূর নাম সায়রা বানু।পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় স্বামী নুরউদ্দিন মণ্ডল জানায়, স্ত্রীকে খুন করে দেহ খালে ভাসিয়ে দিয়েছে।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, খুনের পর দেহ টুকরো টুকরো করে দুটি ব্যাগে পুরে মধ্যমগ্রামের নোয়াই খালে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। নৌকায় চড়ে খাল থেকে বাকি দেহাংশ উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, পারিবারিক অশান্তি চসছিল। তার জেরেই সম্ভবত এই

নৃশংস হত্যা। মধ্যমগ্রামের এই ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে দিল্লির শ্রদ্ধাকাণ্ড। ২০২২ সালে, এমনই এক নৃশংস ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছি, যা জানতে পেরে শিউরে উঠেছিল গোটা দেশ। প্রথমে খুন। তারপর দেহকে ৩৫ টুকরো করা। তারপরও পরিচয় যাতে বোঝা না যায়, সেটা নিশ্চিত করতে প্রেমিকা শ্রদ্ধা ওয়াকারের মুখ আগুনে পুড়িয়েছিল আফতাব আমিন পুনাওয়ালা । ফ্রিজ কিনে এনে প্রেমিকার খণ্ড-বিখণ্ড দেহ তাতে ঢুকিয়ে রেখে তারপর রোজ রাতে চলত সেগুলো জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার কাজ। দিল্লি খুন-কাণ্ডে নৃশংসতা দেখে শিউরে উঠছিল গোটা দেশ। দিল্লি পুলিশ সূত্রে এর মাঝেই উঠে এসেছিল নতুন তথ্য। প্রেমিকার পরিচয় যাতে বোঝা না যায়, সেটা নিশ্চিত করতে খুনের পর দেহ কুচি-কুচি কেটে ফেলে শ্রদ্ধার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল আফতাব।

তবে এরকম নৃশংসতা ঘটনা বারবার ঘটেছে সাম্প্রতিক সময়ে। গতবছরই এমন একটি ঘটনা ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে। সন্দেহের বশে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর দেহ লোপাটের জন্য তিন টুকরো করার অভিযোগ উঠেছিল স্বামীর বিরুদ্ধে। স্ত্রীকে খুনের পর দেহ লোপাটের জন্য তিন টুকরো করে স্বামী। অভিযুক্ত স্বামী আলিম শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ । নিহতের নাম ছিল মমতাজ বিবি। বিষ্ণুপুরের সারদা গার্ডেন এলাকার একটি জলার পাড়ের মাটির ভেতর থেকে দেহের টুকরোগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। সেই ঘটনাতেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল এলাকায়।

'এক কোটি দশ লক্ষ মানুষ এসেছেন গঙ্গাসাগরে'

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর,১৬ জানুয়ারিঃ শেষ হলো এ বছরের গঙ্গা সাগর মেলা। এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষের ভিড় প্রশাসনের হিসাবে।মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস বলেন, প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ মানুষ এসেছেন গঙ্গাসাগর মেলায় এদিন পর্যন্ত।এই গঙ্গাসাগর মেলাতে দেশ বিদেশ তথা রাজ্য বহু মানুষ এসেছিল পৌষ সংক্রান্তির পূর্ণ তিথিতে স্নান করে কপিলমনির মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরে গিয়েছে বহু তীর্থযাত্রী। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী এ বছর মেলা তে সব রেকর্ড সংখ্যক মানুষ এসেছে, যা প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ এ বছর গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছেন। আলো থেকে পুলিশের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। সিসিটিভি ক্যামেরা, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, ক্লোজগার্ডের নিরাপত্তায় কোনরকম খামতি রাখেনি জেলা ও রাজ্য প্রশাসন।

মাঘের শীতে পথে কাঁটা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যজুড়ে রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মকর সংক্রান্তিতে কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ১৪.১। তবে মঙ্গলবার আরও নামল তাপমাত্রা। এর পাশাপাশি আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস , মাঘের শুরুতেই শীতের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা।সূত্রের খবর মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যজুড়ে রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস ও।মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, হাওড়া ,হুগলি ,উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং নদিয়া জেলায়। এর পাশাপাশি বৃহস্পতিবারও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হবে। সোমবার মকর সংক্রান্তির দিন পারদ সামান্য ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল। শীতের এই স্পেল আরও ২৪ ঘণ্টা চলবে বলে আশা আবহাওয়া দফতরের। পাশাপাশি, পুরুলিয়ায় শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, দক্ষিণ বাংলাদেশে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। তার জেরে মঙ্গলবার থেকেই বৃষ্টি শুরু হবে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে মঙ্গলেও ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ সহ সংলগ্ন এলাকায়।হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বজায় থাকবে রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে। সকালে কুয়াশা থাকলেও বেলায় পরিষ্কার আকাশই থাকবে। কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। মঙ্গল থেকে পূবালী হাওয়ার দাপট বাড়বে, কমবে উত্তরে হাওয়ার পরিমাণ। বৃহস্পতিবারের মধ্যে তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি বেড়ে যাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি আর পশ্চিমের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।মঙ্গলবার দার্জিলিং ও কালিম্পং এ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধ ও বৃহস্পতিবার দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। উল্লেখ্য, কলকাতায় মঙ্গল থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে ।

ডিভিশন বেঞ্চেও ধাক্কা খেলেন রবীন্দ্রভারতীর রেজিস্ট্রার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রবীন্দ্রভারতীর রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ ছিল। তাঁকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছিল সিঙ্গল বেঞ্চে। তার ভিত্তিতে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন রেজিস্ট্রার। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চেও ধাক্কা খেলেন তিনি।প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাদ্যযন্ত্রী শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬৫ করা নিয়ে একাধিক নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। অভিযোগ, তা পালন করেননি রেজিস্ট্রার। মামলার আবেদনকারী পার্থ ঘোষ নামে এক বাদ্যযন্ত্রী শিক্ষক। তাঁর বক্তব্য, ১৯৮৫ সালের বিধি অনুযায়ী শিক্ষক সমতুল্য পদের অধিকারী এবং বাদ্যযন্ত্রী-শিক্ষকদের নিয়ে এর আগেও হাই কোর্টের নানা নির্দেশ আছে। তা সত্ত্বেও ৬০ বছরে অবসরের চিঠি ধরানো হচ্ছে তাঁকে।বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চে মামলাটি ওঠে। সবটা শোনার পর বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, অবসরের বয়স ৬৫, বকেয়া বেতন মেটানো এবং বাকি সব সুযোগ সুবিধা দিতে হবে মামলাকারীকে। কিন্তু তারপরও সেই নির্দেশ মানেননি রেজিস্ট্রার। তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ ওঠে। আদালত শিক্ষা দফতরের বিশেষ সচিব এবং রবীন্দ্রভারতীর রেজিস্ট্রারকে কোর্টে তলব করা হয়েছিল। রেজিস্ট্রার জানিয়েছিলেন, তিনি সেই নির্দেশ মানতে পারবেন না। বিচারপতি চন্দের পর্যবেক্ষণ ছিল, রেজিস্ট্রার অহংকারী। সিঙ্গল বেঞ্চে তাঁকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন। বিচারপতির নির্দেশ অনুযায়ী, রেজিস্ট্রাকে গত সোমবার সাসপেনশন নির্দেশিকা জারি করেন রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য।সিঙ্গেল বেঞ্চের আদালত অবমাননা সংক্রান্ত নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যান রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। সেই মামলায় এদিন আদালতের প্রশ্ন ছিল, ''বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যকলাপ রেজিস্ট্রারের মাধ্যমেই হয়। রাজ্য বা বিশ্ববিদ্যালয় ডিভিশন বেঞ্চে কেন আবেদন করলেন না! আপনি করলেন কেন?রেজিস্ট্রারের আইনজীবীর বক্তব্য, ''উপাচার্য অর্ডার ইস্যু করে দিয়েছে। রেজিস্ট্রার অসুস্থ। তাও সিঙ্গল বেঞ্চ সাসপেন্ড করেছেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''আপনারা সিঙ্গল বেঞ্চে যান। সেখানে বলুন ওঁ (রেজিস্ট্রার) অ্যারোগেন্ট নয়। ওঁর পরিস্থিতির জন্য এই জাতীয় ব্যবহার করেছেন।

তারকেশ্বরে বোমা উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক তৃণমূল কর্মী

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি,১৭, জানুয়ারিঃ তারকেশ্বরে বোমা উদ্ধার, গ্রেপ্তার এক তৃণমূল কর্মী। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নাইটা মাল পাহাড় পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিয়াসারা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম শেখ শামীম, বাড়ি চাঁপাডাঙ্গা এলাকায়। যানা গেছে গত কাল রাতে একটি ভিডিও কল রেকর্ডিং ভাইরাল হয়। সেই ভিডিওতে দেখা যায়। শামীম পিয়াসারা এলাকায় অবস্থিত তৃণমূলের একটি দলীয় কার্যালয় থেকে তারই কোন এক আত্মীয়কে তার কাছে বোমা মজুদ থাকা এবং তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলে দাবি করে। সেই ভিডিও কল ভাইরাল হয়।এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ শেখ শামীম কে আজ সকালে গ্রেপ্তার করে। এর পরই পিয়াসারা এলাকায় বোমা মজুদ রাখার সন্ধান পায়।আজ বিকেল চারটে নাগাদ পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। নাইটা মাল পাহাড় পুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন একটি পরিতক্ত ঘর থেকে ছটি তাজা বোমাউদ্ধার করে পুলিশ এবং পরে সেই বোমা গুলিকে নিষ্ক্রিয় করে।পুলিশ আরো জানিয়েছে, তল্লাশি জারি থাকবে কারণ আরো বোমা মজুদ থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।অন্যদিকে ধৃত তৃণমূল কর্মী শেখ শামীম এর সাথে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান শেখ মনিরুলর ইসলামের যোগ আছে বলে অভিযোগ বিরোধী দের।বিরোধীদের আরো অভিযোগ লোকসভা ভোটের আগে এলাকা অশান্ত করতে উপ প্রধানের মদতেই বোমা মজুদ করা হচ্ছিল।যদিও উপ প্রধান শেখ মনিরুল তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন পুলিশ উপযুক্ত তদন্ত করে ব্যবস্থা নিক।যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে চেনেন না বলে দাবি উপ প্রধানের। তারকেশ্বর বিধায়ক রামেন্দু সিংরায় জানান বিষয়টি তার জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান তিনি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Ex. Engr.(E)/LTG (CRM), KMC invites tender online, two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/NBG/LTG/CRM/e-32/23-24
Name of the Work : **Supply, installation of Signage board with energy efficient LED lamps at Wooden Pyres of Nimtala Burning Ghat;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **10 Days**; Last date & time of submission of Bid : **27.01.2024 at 10 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The OSD&EX. Officio Controlling Officer (L&E), KMC invites tender online item rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-152/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Supply and installation of self priming pump, outdoor type light fitting and MCCB at the new market new complex under KMC;** Estimate Amount : **Rs. 2,18,799.33**; Earnest Money : **Rs. 4,500.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last date and time of submission of Bid : **30.01.2024 up to 4 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **18.01.2024** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (E)/ELEC-II, KMC will invite tender online, two bid system for the following work :
NIT No.: ELY/ESTM-163/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Supply & installation of Electrical accessories with allied works at Dhapa Dog Pound under KMC;** Estimated Amount : **Rs. 2,66,648.00** (including GST & CESS); Earnest Money : **Rs. 5,500.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last date and time of submission of Bid : **27.01.2024 at 4 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **18.01.2024 at 6 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC invites tender online, two part bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/147/23-24
Name of the Work : **Repairing & maintenance works of lighting system in different areas in Ward No. 98, under Br-X;** Estimated Amount : **Rs. 4,39,598.46**; Earnest Money : **Rs. 8,800.00**; Period of Completion : **15 Days**;
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/148/23-24
Name of the Work : **Installation of lighting arrangements and other necessary work at Regent Place Ground near Ranikuthi in Ward No. 98, Br-X;** Estimated Amount : **Rs. 1,48,626.55**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **15 Days**;
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/PD/23-24/254
Name of the Work : **Illumination of adibashi bustee in Satindra Pally and adjacent areas in Ward No. 111, Borough-XI;** Estimated Amount : **Rs. 4,98,314.81**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last date and time of completion of Bid : **27.01.2024 up to 12 noon** (for Sl. no. 1), **29.01.2024 up to 12 noon** (for Sl. no. 2 & 3); The bid forms and other details are available on and from **12.01.2024 from 2 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2), **18.01.2024 from 2 p.m.** (for Sl. no. 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3)

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Z-III, KMC invites tender online, two part bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/598
Name of the Work : **Development work including new electrical accessories and electrical wiring at New Community Hall in KMC Ward No. 75;** Estimated Amount : **Rs. 1,96,394.50**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/600
Name of the Work : **Development work including supply and installation of air conditioners including electrical wiring and accessories at Dr. Zahrud Haque Memorial Community Hall at 2, Nritya Ghosh Street in KMC Ward No. 75;** Estimated Amount : **Rs. 4,98,114.83**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/621
Name of the Work : **Lighting restoration work in Ward No. 64;** Estimate Amount : **Rs. 4,65,752.71**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/622
Name of the Work : **Improvement of lights at A.J.C. Bose Road from Beckbagan Crossing (La Martiniere Girls School) to Rowdon Street Crossing in Ward No. 63, Br-VII;** Estimate Amount : **Rs. 4,95,024.23**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of submission of Bid : **27.01.2024 up to 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2), **27.01.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 3 & 4); Tender (Technical) Opening Date : **27.01.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 from 2 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2), **12.01.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 3 & 4); For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for Sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 3 & 4).
1281/23-24

চুনোপুটি থেকে ৫০ কিলো পর্যন্ত মাছ বিক্রি হয় ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুরের কেষ্টপুরের মাছের মেলায়

বনস্পতি দে, ব্যান্ডেল হুগলি, ১৬ জানুয়ারিঃ চুনোপুটি থেকে ৫০ কিলো পর্যন্ত মাছ বিক্রি হয় ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুরের কেষ্টপুরের মাছের মেলায়। চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম শিষ্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁর বাড়িতেই বসে ৫১৭ বছরের পুরনো মাছের মেলা। বোয়াল থেকে চুনো পুঁটি-শুটকি, রুই, কাতলা, ইলিশ, ভেটকি, ভোলা, কাঁকড়া,শংকর মাছ, কী নেই এই মেলায়! সব ধরনের মাছ পাওয়া যায় ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুরের কেষ্টপুরের মাছের মেলায়। চুনোপুটি থেকে ৫০ কিলো পর্যন্ত মাছ বিক্রি হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম শিষ্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁর বাড়িতেই বসে ৫১৭ বছরের পুরনো মাছের মেলা। একদিনের এই মেলাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন পসরা নিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। এই মেলার সূত্রপাত হয়েছিল গোবর্ধন গোস্বামীর ছেলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পরই। ওই এলাকার জমিদার ছিলেন গোবর্ধন গোস্বামী। তাঁরই ছেলে রঘুনাথ সংসার ত্যাগ করেন সন্ন্যাস নেবেন বলে জানান। তিনি চৈতন্যের পারিষদ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন পানিহাটিতে। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫। তাই তাঁর দীক্ষা নেওয়া হয়নি। তবে তাঁকে ভক্তির পরীক্ষা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন নিত্যানন্দ। দীর্ঘ নয় মাস পর বাড়ি ফিরেন তিনি। সেই আনন্দে তাঁর বাবা গোবর্ধন গোস্বামী গ্রামের মানুষকে খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামের মানুষজন তাঁর ভক্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কাঁচা আমের ঝোল ও ইলিশ মাছ খাওয়া আবদার করেন। তিনি ভক্তদের জানিয়েছিলেন, বাড়ির পাশে আম গাছ থেকে জোড়া আম পেড়ে আনতে এবং পাশের জলাশয়ে

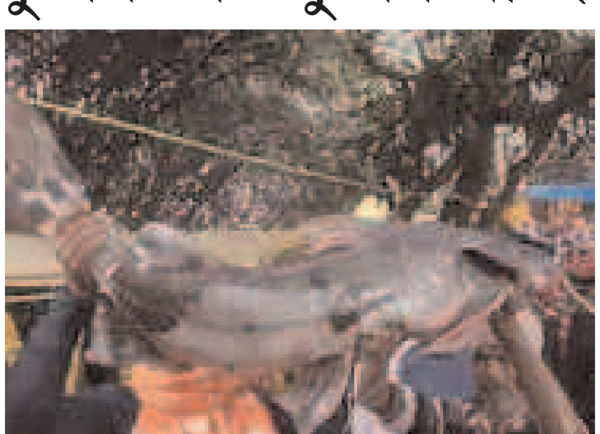

জাল ফেলতে। সেই মোতাবেক জাল ফেলতেই পাওয়া গিয়েছিল জোড়া ইলিশ। আম আনতেই অবাক হয়ে যান গ্রামের মানুষ। এরপর থেকে প্রতি বছর ভক্তরা রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মাছের মেলার আয়োজন করেন। সেই থেকেই পয়লা মাঘ উত্তরায়ণ মেলা চলে আসছে। দূর দূরান্ত থেকে বহু মাছ ব্যবসায়ী নদী পুকুর ছাড়াও বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছের পসরা নিয়ে বিক্রি করেন। হুগলি ছাড়াও বর্ধমান, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা,বাঁকুড়া থেকেও মানুষ এই মেলায় আসেন। ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা কেজি মাছ বিক্রি হয়। শুধু মাছ কিনেই নিয়ে যায় না সাধারণ মানুষ, অনেকেই পাশের আম বাগানে মাছ ভেজে পিকনিকের আয়োজনও করে নেন। মাছের মেলায় হাজির হন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। এক ক্রেতা বলেন, প্রত্যেক বছরই মেলা বসে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ ব্যবসায়ীরা বড় বড় মাছ নিয়ে হাজির হন। এই বছর সর্বোচ্চ ৩৬ কেজি মাছ নিয়ে হাজির হয়েছেন এক ব্যবসায়ী। আর তা দেখে লোভ সামলাতে না পেরে দুকেজি মাছ কিনে নিই। অন্যদিকে, এক ব্যবসাদার বলেন, আমরা ভোলা, ভেটকি, কুশি ভেটকি, ইলিশ, রুই, কাতলা সহ বিভিন্ন মাছ নিয়ে হাজির হই এই মেলায়। এই বছর ৩৪ কেজি ওজনের একটি মাছ নিয়ে এসেছি। একদিনের জন্য এই মেলা হয়। কিন্তু, তাতেও বেশ লাভ হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৪৮ সংখ্যা, বুধবার, ২ মাঘ ১৪৩০

রাম মন্দির বিতর্ক

রাম মন্দিরের উদ্বোধন নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। পুরীর শঙ্করাচার্য এর সঙ্গে বিজেপির সংঘাত চরমে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। পুরীর শঙ্করাচার্য বলেছেন যে রাম মন্দিরের উদ্বোধন নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। একটি অসম্পূর্ণ মন্দির তৈরি করে তার উদ্বোধন করা হচ্ছে। এর ফলে কোনও নিয়ম নীতি মানা হচ্ছে না। রাম মন্দিরের রাম লালা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে একেবারে হিন্দু আইন ধরে নয়। তার ফলে তাঁর সেখানে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী বলেছেন যে রাম মন্দির নিয়ে প্রধানমন্ত্রী উন্মাদের মতো আচরণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। অযোধ্যায় আগামি ২২ জানুয়ারি তিনি সেখানে উপস্থিত হচ্ছেন না বলে পরিস্কার জানান। এদিকে বিজেপি দলের পক্ষ থকে বলা হয়েছে য শঙ্করাচার্য কংগ্রেসের সুরে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে গঙ্গাসাগরে বসে শঙ্করাচার্য বলেছেন যে অতীতে কংগ্রেসের হয়ে কোনও কথা বললে বিজেপি দলের হয়েও কথা বলতাম। এটা প্রধানমন্ত্রী মোদি, উত্তরপ্রদেশের যোগী এবং সনিয়া গান্ধি প্রত্যেকেই জানেন। প্রাণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে আড়ম্বর বেশি হচ্ছে কিনা তা যদি আদালত তাঁর কাছ থেকে জানতে চায় তাহলে তিনি জানাবেন। পুরীর শঙ্করাচার্য, উত্তরাখণ্ডের জ্যোতিষপীঠের শঙ্করাচার্যের পরে নির্মোহী আখড়া থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে রামলালা প্রতিষ্ঠায় রামানন্দী সনাতন ঐতিহ্য একেবারে পালন করা হচ্ছে না। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে অযোধ্যার কমিটি রামলালা প্রতিষ্ঠা করতে এখনই ইচ্ছুক নয়। তবুও প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এদিকে জানতে পারা গিয়েছে যে নির্মোহী কমিটি বাবরি মামলার অন্যতম সাক্ষী ছিল। ৫০০ বছরের যে ঐতিহ্য রয়েছে তাকে একবারেই মানা হচ্ছে না। রামলালার পুজো চিরকালই রামনন্দী মতকে গ্রহণ করে পুজোর আয়াজন করা হয়ে থাকে। এবারে তার ব্যতিক্রম হতে শুরু করে দিয়েছে। প্রথা মেনে রামলালা প্রতিষ্ঠা করা হল তাতে সবাই অংশ গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু যা হচ্ছে তাতে একটি ধর্মীর আচার অনুষ্ঠান না বলে রাজনীতির আচার অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে। এদিকে বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন সেখানে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করতে যাবেন। তিনি সেখানে কোনও নির্বাচনী বা ভোট দেওয়ার কথা বলবেন না। রাম মন্দিরকে নিয়ে বিজেপি দল কোনও রাজনীতি করতে চাইছে না। কিন্তু বিরোধীরা সবাই বলতে শুরু করে দিয়েছে যে রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিজেপি দল রাজনীতি করতে শুরু করেছে। লোকসভার আগে রাম মন্দির উদ্বোধন করে বিজেপি দল হিন্দি বলয়ে শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। এদিকে বিহারের নীতীশ কুমারের বিজেপি রাম মন্দির উদ্বোধন নিয়ে জোরদার প্রচার করতে শুরু করেছে। বাদ পড়ছে না উত্তর ভারতের সব রাজ্যগুলিতে। সেখানে বিজেপি দল রাম মন্দির দর্শনকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলের নেতারা রাম মন্দির উদ্বোধন কালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে পাড়ায় পাড়ায়। প্রতিটি পাড়ায় রামকীর্তন থেকে শুরু করে রামচরিত পাঠ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে রাম মন্দিরের উদ্বোধন যত এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে ততই শাসক দলের নেতারা নিজেদের প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছেন। তারা সবাই ব্রত পালন করছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ব্রত পালন করেছেন। তিনি এই কদিন পরিমিত আহার করবেন এবং রাম ভজনায় ব্যস্ত থাকবেন। মনকে পরিশুদ্ধ করাই তাঁর মূল্য লক্ষ্য বলে জানতে পারা গিয়েছে। শুদ্ধাচারে রাম মন্দির উদ্বোধন করতে চলছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। শঙ্করাচার্য বলতে শুরু করেছেন য মন্দিরের মাথায় যে গম্বুজ থাকে সেটা হল ঈশ্বরের মাথা। মন্দিরের মাথায় যে পতাকা উড়ে সেটা হল ঈশ্বরের চুল। অথচ রাম মন্দিরের এর কোনটাই সম্পূর্ণ করা হয়নি। এদিকে কংগ্রেস দলের নেতারা মকর সংক্রান্তির দিন সয়ুয নদীতে স্নান করে রামলীলা পুজো দিয়েছেন। ২২ জানুয়ারি ১২১ জন আচার্য উপস্থিত থেকে রামলালা উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সঙ্গে থাকবেন অমিত শাহ এব রাজনাথ সিং। বিজেপির বর্ষিয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিও উপস্থিত থাকবেন বল জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে রাহুল গান্ধী যে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেছেন তাও রম মন্দির স্পর্শ করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কলকাতার গঙ্গার ঘাটে রামলালা উদ্বোধন কালে বিশেষ অনুষ্ঠান হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে গঙ্গা সেবা সমিতির পক্ষ থেকে।

‘সব তীর্থ বারবার গঙ্গা সাগর একবার’ ভারতীয় সংস্কৃতিতে, মহাকাব্যে এবং পুরাণে গঙ্গা সাগর

রবীন্দ্র কুমার শীল

‘সব তীর্থ বারবার গঙ্গা সাগর একবার’ এই বেদ বাক্য ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। গঙ্গা সাগর সাজতে শুরু করে দিয়েছে মকর সংক্রান্তির পুণ্য স্নানের জন্য। সারা ভারতবর্ষের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই সময়ে গঙ্গা সাগরে এসে উপস্থিত হয়। তাঁরা বছরে একবার মকর সংক্রান্তির দিন পুণ্য স্থান সেরে কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিয়ে ঘরে ফিরে যান। প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে। গঙ্গা সাগরের মেলা যাতে নির্বিঘ্নে হতে পারে তার জন্য প্রশাসন যথেষ্ট সতর্ক এবং যত্নবান হয়। আসলে ভারতবর্ষ দেশটা হচ্ছে আধ্যাত্মিকবাদের দেশ। আধ্যাত্মবাদকে নিয়ে এখানে চর্চা বেশি হয়ে থাকে। সেই কারণে এই ভারতে যেমন গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছে। আবার মহাবীরের আবির্ভাব ঘচে। গুরু নামক এই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণ পুরুষ এই ভারতের জন্ম গ্রহণ করেন। আবার ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায় এই ভারতের জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই ভারতের আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং গঙ্গা সাগর মেলা হচ্ছে একটি ধর্মীয় মেলা। সেই মেলায় অংশ গ্রহণ করতে সারা ভারতের মানুষ এসে উপস্থিত হয়। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে তাকে অতিক্রম করে গঙ্গা সাগর সঙ্গম শতলে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে সর্ব ধর্মের মানুষেরা। বহু শিখসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এসে উপস্থিত হন। তারা হিন্দু ধর্মের আচারের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। গঙ্গার সঙ্গে ভারতের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সেই নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল আর্যদের আগমনের পর থেকে। তাদের সাহিত্যে এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থে গঙ্গার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গা জল এত মিষ্ট যা পান করলে শরীর একেবারে শীতলে পরিণত হতে পারে। আবার মাথায় গঙ্গার জল দিলে মাথাকে ঠাণ্ডা করে। সেই কারণে আমরা ভারতীয় পুরানে দেখতে পাই অশান্ত শিব গঙ্গাকে মাথায় রেখে দিয়ে শান্ত হয়ে রয়েছেন। শিব গঙ্গাকে ধারন করেছেন। তিনি গঙ্গার ধারক এবং বাহক। দেবাদেবীশ্বর শিব। গঙ্গার কতকখানি ভারতবাসীদের কাছে আপন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভূপেন হাজারিকার একটি গান থেকে। সেই গানটির কথা হচ্ছে- ‘গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা’। মানুষের মস্তকে একেবারে নদী মাতৃক করে তোলে।

ভারতবর্ষ হচ্ছে ধর্মের দেশ। আবার ভারতবর্ষ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ। ভারতের বহু নদী প্রবাহিত। গঙ্গা নদীর ওপরে ভারতবাসীরা জীবন জীবিকা নির্ভর করে। গঙ্গা নদী হচ্ছে ভারতের প্রাণ এবং বলা যেতে পারে অন্নদাতা। গঙ্গা নদী আছে বলেই পদ্মা প্রবাহিত। আবার সরস্বতী নদী, কংসাবতী নদী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যে যেসব নদ নদী রয়েছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গঙ্গা নদীর সঙ্গে যোগ রয়েছে। গঙ্গা নদীর জল কোনও দিনই শুকায় না। সেই কারণে এই নদীর জল সব সময়ে স্রোতময়ী। গঙ্গা ভারতে কীভাবে এসে উপস্থিত হয়েছিল তা নিয়ে একটি পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পুরাণ কাহিনী রয়েছে। হিমালয়কে কেন্দ্র করে পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ভারতের পুরানে তিব্বতে অবস্থিত কৈলাশ এবং মানব সরোবরের কাহিনীও উল্লেখিত। ভারতের দেবদেবীদের নিয়ে পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। গঙ্গার জলকে পূত পবিত্র বলা হয়ে থাকে। তার কারণ হচ্ছে পুরাণ কাহিনী। পুরাণে রয়েছে যে অযোধ্যার রাজা রামের পূর্ব পুরুষ ৯৯ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সফল হয়েছিলেন। প্রতিবার যজ্ঞের ঘোড়াকে পৃথিবীর চারপাশে পাঠিয়ে ছিলেন। সে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যে ফিরে এসেছিল। এবারে সাগর রাজা এক হাজার তম যজ্ঞ করার আয়োজন করলেন। যজ্ঞ করে তিনি ঘোড়াকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পাঠালেন। কিন্তু ইন্দ্র যজ্ঞের ঘোড়াকে লুকিয়ে রাখলেন কপিল মুনির কাছে। তখন কপিল মুনি ধ্যান করছিলেন। তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি ঘোড়ার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। ঘোড়া ফিরে আসছে না দেখে সাগর রাজা যজ্ঞের ঘোড়ার সন্ধান করতে তাঁর হাজার পুত্রকে পাঠালেন। তারা সর্বত্র ঘুরে ঘোড়া খুঁজতে শুরু করে দিল। কোথাও ঘোড়াতে দেখতে পাচ্ছিল না। অবশেষে তারা কপিল মুনির আশ্রমে এসে যজ্ঞের ঘোড়াতে দেখতে পেল। রাগে রাজপুত্ররা কপিল মুনিকে ঘোড়া চোর বলে কুকথা বলতে শুরু করে। ঋষি যখন চোখ খুললেন তখন তাঁর চোখের আলোতে ভস্ম হয়ে গেল সাগর রাজার পুত্ররা। সাগর রাজা কুপিল মুনির কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর পুত্ররা একেবারে নির্দোষ। তারা জানতে পারেনি আপনি ঘোড়া ধরেননি। কিন্তু তারা অপনাকে

অপমানিত করে অন্যায় করেছে। আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে ভস্ম থেকে উদ্ধার করুন। কপিল মুনি তখন উপদেশ দিয়েছিলেন গঙ্গাকে এই ধরনীতে নিয়ে আসতে পারতেই তবে সাগর রাজার পুত্ররা উদ্ধার পাবে। গঙ্গার জলের স্পর্শ পেলে তারা জীবন ফিরে পাবে। ভস্মের ওপরে গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেই তারা জীবন ফিরে পাবে। কিন্তু গঙ্গাকে আনবে কে? কার সেই রকমঅং শক্তি রয়েছে? গঙ্গা এই ধরনীতে নিয়ে আসলে প্রবল স্রোত শুরু হবে। তার স্রোতে সবার জীবন বিপন্ন হতেপারে। তারপরে রাজা ভগীরথ রাজ্য ত্যাগ করে এক হাজার বছর ধরে ধ্যান করেছিলেন। কঠোর তপস্যার ফলে গঙ্গা ধরনীতে উপস্থিত হওয়ার বাসনা করলেন। ব্রহ্মা ভগীরথের ইচ্ছা পূরণ করলেন। তারপরে গঙ্গাকে ধারন করতে শিবের দ্বারস্থ হলেন গঙ্গার শক্তিশালী প্রবাহকে ধারন করার অনুরোধ নিয়ে। শিব তাতে রাজি হলেন। শিবের তপস্যা করতে শুরু করেছিলেন ভগীরথ। শিবকে সন্তুষ্ট করে তিনি তাকে রাজি করান। শিব তাঁর মাথার চুলের জটের মধ্যে গঙ্গাকে ধারন করে প্রবাহকে রুখে দিয়েছিলেন। তার ফলে গঙ্গা একেবারে শান্ত হয়ে সমতল ভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন এবং সাগর সাগর এক হাজার পুত্র জীবন ফিরে পেল।

রামায়নে গঙ্গার কথা উল্লেখ রয়েছে। গঙ্গার শোভা দেখে রামের স্ত্রী সীতা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে সীতা যখন বনবাসে ছিলেন তখনও সীতা গঙ্গার শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে জীবনের দুঃখের কথা ভুলে থাকতেন। তিনি গঙ্গাকে মা বলে ভাবতেন। তিনি মনে করতেন গঙ্গা সবার মায়ের রূপ ধারন করে এই ধরনীতে প্রবাহিত হচ্ছেন। মহাভারতে গঙ্গা পুত্র ভীষ্মের কথার উল্লেখ পাই। ভীষ্ম ছিলেন গঙ্গার পুত্র। তিনি গঙ্গা পুত্র বলেই খ্যাতি লাভ করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হস্তিনাপুরকে রক্ষা করতে আজীবন অবিবাহিত থাকবেন। তিনি জীবন থাকতে হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করবেন। তবে উপযুক্ত রাজার হাতে তিনি হস্তিনাপুর দিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। গঙ্গাকে নিয়ে বহু ইতিহাস রয়েছে। গঙ্গা হচ্ছে ভারতবাসীদের কাছে পূতপবিত্র জল। গঙ্গার জল না পেলে কেউ শুদ্ধ হয় না। যজ্ঞ থেকে শুরু করে ভারতের দেব দেবীর পুজায় গঙ্গার জল অতি অবশ্যই প্রয়োজন। গঙ্গার জল ছাড়া দেব দেবীর পুজা একেবারে অসমাপ্ত হয়ে থাকে। সেই কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব দেব দেবীর পুজো হয়ে থাকে সেখানে গঙ্গার জল অতি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। গঙ্গার জল না হলে কিন্তু পুজো করা যায় না। ভারতের দুটি মেলা খুবই বিখ্যাত। এই দুটি মেলা হল কুম্ভ মেলা এবং তারপরে রয়েছে গঙ্গা সাগর মেলা। কুম্ভ মেলা বসে উত্তর ভারতে। উত্তর ভারতের প্রয়াগ বা এলাহাবাদে এই কুম্ভ মেলা বসতে দেখা যায়। আবার গঙ্গা সাগর মেলা প্রতি বছরই একবার করে গঙ্গা সাগর মিলন স্থলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গা সাগরে পূণ্য স্নান হয়ে থাকে। সেই কারণে বলা হয়ে থাকে ভারতের দুটি জাতীয় মেলা একটি হচ্ছে কুম্ভ মেলা এবং আর একটি হচ্ছে গঙ্গা সাগর মেলা। তবে কবে থেকে এই মেলা শুরু হয়েছিল তা অবশ্যই জানা যায় না। তবে অনুমান করা হচ্ছে যে হিন্দু ধর্মের আগমনের শুরু থেকেই এই কুম্ভ মেলা এবং গঙ্গাসাগর মেলার সূচনা। তখন ছিল ভারতে মুনি ঋষিদের যুগ। তখন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার এই সব মুনি ঋষিরা গ্রহণ করেছিলেন। তারা রাজার সন্তানদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে থাকেন। কীভাবে রাজসভা পরিচালনা করতে হবে এবং প্রজা পালন করতে হবে তার শিক্ষা দান করতেন এই মুনি ঋষিরা। তার পরে রয়েছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং ধ্যান করা। ধ্যান করে ঈশ্বরের সাধনা করতেন মুনি ঋষিরা। তারা ধ্যানের মধ্যে দিয়ে দেবশক্তি অর্জন করতেন। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রকৃতি পুজো করতেন এবং যজ্ঞকরে উপাস্য দেব দেবীকে সন্তুষ্ট করতেন। সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল কুম্ভ মেলা এবং সাগর মেলা। আবার বলা হয়ে থাকে যে গঙ্গা হচ্ছে একজন নারী। সাগর হচ্ছে একজন পুরুষ। গঙ্গা নারী হওয়ার ফলে আর সাগর পুরুষ হওয়ার ফলে তারা মিলিত হয়ে থাকে প্রাকৃতিক নিয়মে। এটা কিন্তু একেবারে প্রাকৃতিক মিলন বলা যেতে পারে।

সাগরের সঙ্গে গঙ্গা মিলিত না হলে একটি সময়ে গঙ্গা একেবারে শুকিয়ে যেত। কিন্তু কে বা কারা গঙ্গার সঙ্গে সাগরের মিলন ঘটালেন তার কোনও সূত্র পাওয়া আজও সম্ভব হয়নি। তবে পুরাণ এই মিলনকে সমর্থন দিয়েছে। তারা বলেছে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গা সাগরের মিলন ঘটান। নাহলে গঙ্গা চিরকালের জন্য হারিয়ে যেত। ভারতীয় সভ্যতার গঙ্গার অসীম দান রয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে গঙ্গার যুক্ত রয়েছে। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সভ্যতা অগ্রসর হতে শুরু করেছে গঙ্গা তার অন্যতম সাক্ষী বলা যেতে পারে। সেই কারণে গঙ্গা হচ্ছে ভারতবাসীদের কাছে ঈশ্বর স্বরূপ। গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করার জন্য গঙ্গারতি এবং গঙ্গা পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। আজও বেনারস থেকে শুরু করে হরিদ্বার সন্ধারতির আয়োজন রয়েছে। তবে এখন কলকাতার গঙ্গার ঘাটে শুরু হয়েছে গঙ্গারতির ব্যবস্থা। গঙ্গা পুজোর রীতি রয়েছে। রামায়ণে রাবন রামের দুর্গা পুজোর পুরোহিত ছিলেন। রাবণ জানতেন রাম তাকে হত্যা করতে এসেছে। তিনি দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছেন তাকে হত্যা করতে। কিন্তু তবুও রাবণ দুর্গা পুজো করতে একবার না করেন নি। রাম তাকে পুজোর করার জন্য আবেদন পাঠিয়ে ছিলেন। রাবণ তা গ্রহণ করেন এবং রামের দুর্গা পুজো নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন। সেই পুজো করা হয়েছিল গঙ্গার জল নিয়ে। তপোবনের পাশ দিয়ে গঙ্গার পবিত্র জল বইতে ছিল। সেই জল নিয়ে এসে রাবণ দুর্গা পুজো সমাপ্ত করেছিলেন। তারপরে আমরা জানি যে রাবণকে হত্যা করেছিলেন রামচন্দ্র। সুতরাং হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে গঙ্গা একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। গঙ্গাকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ একেবারে অসম্ভব সেটা পরিস্কার। সেই কারণে বারবার আওয়াজ উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে গঙ্গা সাগর মেলাকে জাতীয় মেলায় পরিণত করতে হবে। গঙ্গা সাগরে যেতে গেলে এখনও মুড়ি গঙ্গা পার হয়ে হয়। সেই কারণে বর্তমান প্রশাসন থেকে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে যে আগামি দিনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে মুড়ি গঙ্গার ওপরে সেতু নির্মাণ করার। সেই সেতু নির্মাণ করতে প্রায় কোটির টাকার মতো খরচ রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কেন্দ্র রাজ্য সরকার উভয় মিলে সেতু নির্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করবে।

জঙ্গি রুখতে নয়া পরিচয়

জম্মু ও কাশ্মীরে এবারে শুরু হয়েছে নয়া পরিচয়পত্র। প্রত্যেক পরিবারকে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা যাতে পায় তার জন্য একটি নির্দিষ্ট কোড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে নিশানা করতে শুরু করে দিয়েছেন পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেছেন, বিশেষ মর্যাদা লোপ করে এখন কাশ্মীরের বসবাসকারী মানুষকের ওপরে সরকার বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদেরকে এখন চিহ্নিত করতেই নয়া পরিচয়পত্র দেওয়া শুরু করেছে। সরকারের বিশ্বাসের ঘাটতির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল। সরকার এখন আর কাশ্মীরের নাগরিকদের বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদেরকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এদিকে বিরোধী দলের একজন নেতা বলেছেন, কাশ্মীরে কোনও বিদেশি থাকে না। কাশ্মীরে বসবাস করে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ লুকিয়ে পরিচয় নিয়ে বসবাস করে না। জম্মু কাশ্মীরের বসবাসকারীদের একটি নির্দিষ্ট তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। প্রত্যেক পরিবারকে একটি কোড দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। প্রশাসন থেকে াদবি করা হয়েছে সবাই যাতে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু বিজেপি ছাড়া আর দলই এর বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তারা বলতে শুরু করেছে সরকার এখন কাশ্মীরের বাসিন্দাদের ওপরে নজর রাখতে চেষ্টা করছে। সবার ঘরের খবর সরকার তাদের কাছে রাখতে চায়। কাশ্মীরে যাতে বাইরের কোনও লোক এসে স্থায়ীভাবে বসবাস না করতে পারে তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। তবে সব ভারতীয়রা কাশ্মীরে বসবাস করার অধিকারী। কিন্তু বিদেশিরা যাতে লুকিয়ে কাশ্মীরে এসে বসবাস না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে প্রশাসন তা বলা শুরু হয়েছে। পিডিপি দলের সভাপতি মেহবুবা মুফতি বলেছেন, কাশ্মীরিদের ওপরে সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। তাদের ওপরে নজর রাখতেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। জম্মুর বিয়াসি জেলার কাটরায় ই-গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত জাতীয় সম্মেলনে ‘ডিজিটাল কে কে ভিশন ডকুমেন্ট’ প্রকাশ করেন জম্মু কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর। সেই নথিতে জম্মু কাশ্মীরের নাগরিকদের তথ্য ভাণ্ডারের কথা বলা হয়েছে। নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে কাশ্মীরের প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে নির্দিষ্ট কোড দেওয়া হবে। সেই কোড ধরে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা যাতে সবাই পেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। জম্মু কাশ্মীর একটি সীমান্ত রাজ্যও বটে। প্রায় সময়ে সেখানে জঙ্গিরা প্রবেশ করে নাগরিকদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। প্রকৃত কাশ্মীরীদের শনাক্ত করা এবং তাদের সম্পর্কে খবর রাখাটার মধ্যে কোনও অপরাধ নেই। যারা শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীরে বসবাস করছেন তাদের ভয় নেই।

পাশে নাও থাকতে পারে সবাই বললেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর

ারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে সব সময়ে সব দেশকে ভারতের পাশে পাওয়া না যেতে পারে। তা বলে ভারত কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না সেটা ভুল। ভারত সব সময়ে যুদ্ধের বিপক্ষে রয়েছে। আজও থাকছে। সেখান থেকে ভারত কোনও দিনই পিছিয়ে থাকবে না। ভারতের সঙ্গে সব সময়ে এক মত পোষণ করবে এই রকম গ্যারান্টি পাওয়া না যেতেও পারে। ভারত মলদ্বীপের সঙ্গে যেভাবে কূটনৈতিক টানাপোড়েন চলতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন জয়শঙ্কর। এদিন তিনি নাগপুরের একটি কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করে এই কথাগুলি বলেন। সম্প্রতি লক্ষদ্বীপে গিয়ে সেখানকার ছবি পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হচ্ছে কারোর ওপরে আত্মনির্ভর না করে থাকা। মলদ্বীপের চেয়ে ভারতের লক্ষদ্বীপের সমুদ্র তট সৌন্দর্যের চেয়ে কোনও অংশ কম নয় সেই বার্তা দিতে প্রধানমন্ত্রী লক্ষদ্বীপে গিয়েছিলেন। ভারতের পর্যটন এলাকা থাকতে কেন ভারতবাসীরা অন্য দেসের সমুদ্র তটে সফর করতে যাবে তা নিয়ে ভারতের নিজস্ব কথা থাকতে পারে। ভারতের সৌন্দর্য অন্য কোনও রাষ্ট্রের থেকে কম নয়। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষদ্বীপের সফর নিয়ে কুমন্তব্য করেছেন মলদ্বীপের তিন মন্ত্রী মালশা শরিফ, মারিয়ম শিউনা এবং আবুদল্লা মাহজুম মজিম। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন ভারতের শাসক এবং বিরোধী দলের নেতারা। সমাজমাধ্যমে মলদ্বীপকে বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়েছিল। এবং ভারতের বহু পর্যটক কোম্পানি মলদ্বীপের পর্যটকদের সফর বাতিল করে দিয়েছে। তার ফলে মলদ্বীপের বিরোধী দলের নেতারা শাসক দলের মন্ত্রী এবং সেখানকার প্রেসিডেন্ট মইজ্জুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এই সবের ব্যাপারে চিনের প্ররোচনা দেখতে পাচ্ছে বেশ কিছু লোকেরা। তারা ফলতে শুরু করে দিয়েছে এবারে চিন মলদ্বীপকে ভারত বিরোধিতায় কাজে লাগাবে। ভারত বিরোধিতা করে চিন বেশি সুবিধা করতে পারছে না। এবারে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মইজ্জুকে পেয়ে গিয়েছে চিন। তার ফলে চিন একেবারে আহ্লাদে আটখানা। চিন সফরে গিয়েছিলেন মলদ্বীপের প্রেসিডেনন্ট মইজ্জু। তিনি সেখানে গিয়ে চিন সরকারের কাছে আবেদন করেছে বেশি করে মলদ্বীপে চিনা পর্যটক পাঠাতে। চিন সফর শেষ করে এসে প্রেসিডেন্ট মইজ্জু এবারে সুর চড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। ভারতীয় সেনাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন তিনি। রীতিমতো সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মইজ্জু। আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে ভারতীয় সেনাদের তাদের দেশে ফিরতে হবে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেনি। তবে তারা বলেছে মলদ্বীপের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় বিনান যাতে চলাচল করতে পারে তার নিয়ে কথাবার্তা করবে হবে। ভারতের ৮৮ জন সেনা রয়েছে মলদ্বীপে। ভারত এতকাল ধরে মলদ্বীপ মানবিক সাহায্য করতে শুরু করে দিয়েছিল। ওষুধপত্র থেকে শুরু করে শিশুদের পথ্য দেওয়ার জন্য ভারত সেখানে বিমান পরিসেবা চালু রেখেছিল। বহু ভারতীয় পযটক মলদ্বীপের সমুদ্র তট সফরে যেত। এবারে মলদ্বীপের কোনও ভারতীয়রা পর্যটন করতে যাবে না। মলদ্বীপকে বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের পর্যটন শিল্পের কর্তারা। তারা তাদের প্রচার সাইনবোর্ড থেকে মলদ্বীপের নামটা মুছে দিয়েছে। মলদ্বীপে যাওয়ার জন্য আগে যেসব ভিসা মঞ্জুর করা হয়েছিল তাতে কোনও রকম সাড়া দেবে না ভারতীয়রা সেটা পরিস্কার হয়ে যাওয়ার পরই মলদ্বীপের পর্যটন শিল্পের কর্তারা হতাশ প্রকাশ করেছে। মলদ্বীপে ইব্রাহিম সোলি সময় থেকে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছিল। সোলি ভারতের সঙ্গে মৈত্রী করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তার ফলে ভারতের সঙ্গে মলদ্বীপের কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় হতে থাকে।

কলকাতার কথা ঃ কলেজ স্কোয়ার

কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের ঐতিহ্য রয়েছে। আগে এই পার্কটির নাম ছিল বড় গোল দীঘি। এই বড় গোল দীঘিততে স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে বহু রাজনৈতিক মিটিং মিছিল হয়ে গিয়েছে এবং এখনও হয়ে থাকে। কলেজ স্কোয়ারের আগে সংস্কৃতকলেজের প্রবেশ দ্বার ছিল। এই পথ ধরে বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতেরা প্রবেশ করতেন।

তারপরে রয়েছে হিন্দু স্কুল। তকন হিন্দু স্কুলে প্রবেশ পথ এই কলেজ স্কোয়ার দিয়ে চিল। মাইকেল আগে এই কলেজ স্কোয়ারে বসে ইংরেজি কাবিতা পাঠ করে সবাইকে শোনাতেন। এই পার্কে রয়েছে ডেভিড হেয়ারের সমাধি ক্ষেত্র। এখানেই শিক্ষাবিদ ডেভিড হেয়ার পরলোকগমন করেছিলেন। কলেজ স্কোয়ারে পূর্ব দিকে রয়েছে মহাবোধি সোসাইটি। বৌদ্ধদের একটি ধর্ম মন্দির। এর পাশেই রয়েছে ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি ইন্সটিটিউট। এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সমাবেত হয়ে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র তৈরি করতো। কলেজ স্কোয়ার এর চারপশে রয়েছে অজস্র বইয়ের দোকান।

ভুবন বিখ্যাত হাওড়া জেলার পেঁড়োয় ভরতচন্দ্র-মেলা

ডাঃ শামসুল হক

হাওড়া জেলার জেলার পেঁড়োয় আয়োজিত ভরতচন্দ্র মেলার শুভ উদ্বোধন মাঘ মাসের দ্বিতীয় দিনেই । চলবে চলতি মাসের পাঁচ তারিখ পর্যন্ত। এই ভরতচন্দ্র হলেন সেই মানুষটাই, যিনি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন মঙ্গলকাব্যের একজন শক্তিমান কবি হিসেবেই । বলা যেতে পারে এই কাব্যের শেষ কবিও হলেন তিনিই । অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমার্ধেই জন্ম তাঁর। হাওড়ার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামেরই আদি বাসিন্দা ছিলেন তিনি এবং তাঁর পরিবারও । পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানেই দিন কাটাতে হয়েছে তাঁকে। অবশেষে তিনি চলে আসেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে । সেইসময় তিনি আবার কৃষ্ণনগরের নিজস্ব মানুষও হয়ে ওঠেন। তারপর একসময় নিজ মহিমার গুনেই আস্তে আস্তে রাজার অতি প্রিয় পাত্রও হয়ে ওঠেন তিনি। কৃষ্ণনগরের রাজ দরবারে অবস্থান কালেই নিজের তাগিদেই অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার কাজে হাত দেন তিনি। সেটা ১৭৫২ সালের কথা। কাজ শুরুর পরই সংবাদ পৌঁছায় রাজার কানেও । তিনিও কবিকে নতুন উৎসাহেই উসাহিত করেন । ফলে নতুনভাবেই উজ্জীবিত হতে শুরু করেন ভরতচন্দ্র এবং অতি আচম্বিতেই বেড়ে যায় তাঁর কলমের গতিও। ঠিক সময়েই শেষ হয় সেই রচনা পর্ব । তারপর রাজার ইচ্ছে এবং আদেশেই তিনি আবার লিখতে শুরু করেন বিদ্যাসুন্দর রচনার কাজও । সেটা শেষ হওয়ার পর একের পর এক লিখে চলেন রসমঞ্জরী, সত্যপীরের কথা, নাগাষ্টক ইত্যাদি বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরণের সব সৃষ্টিকর্মও । আর লেখকের সেইসব কাজে ভীষণভাবে তুষ্ট হন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং পুরস্কার হিসেবে তাঁকে গুণাকর উপাধিতে সম্মানিতও করেন। তারপরই আবার কবি ভরতচন্দ্র এবং সেইসঙ্গে রাজার অনুগামীরাও তাঁর উপাধির সঙ্গেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রায় শব্দটা সংযুক্ত করে তাঁকে আবার নতুনভাবে ডাকতেও শুরু করেন ভরতচন্দ্র রায়গুণাকর, এই নামেই।

মাতুলালয়েই প্রাথমিক পর্বের শিক্ষা শুরু ভরতচন্দ্র রায় গুণাকরের । তাজপুর গ্রামের ছোট্ট একটা টোলে শুরু হয় তাঁর প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনার কাজ । পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে আসেন হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ায়। সেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি চলতে থাকে সেই সময়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে ফারসি ভাষা শিক্ষার কাজও । তখন মাত্র পনেরো বছর বয়স তাঁর। আর সেই বয়সেই তিনি রচনা করেন সত্যনারায়ণ পাঁচালিও । ভীষণ খেয়ালী মনের মানুষ ছিলেন তিনি। ছিলেন অত্যন্ত সাদামাটা স্বভাবেরও । তাই বুঝতেন না কোন ছলচাতুরিও । তিনি নিজেও সেটা পছন্দ করতেন না। তাই সবসময়ই সেটা থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টাও করতেন । কিন্তু তা হলে কি হবে, তিনি নিজেই তার শিকার হয়েছিলেন এবং তারই ফলস্বরূপ জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাঁকে যত্রতত্র পালিয়েও বেড়াতে হয়েছিল কেবলমাত্র নিজেকে রক্ষা করারই তাগিদে। সেইসময় তাঁর আত্মীয় পরিজনরাও তাঁকে তেমন সহযোগিতা করেননি । তাই কখনও তাঁকে থাকতে হয়েছে বর্ধমানের রাজ দরবারে , তো কখনও দিন কেটেছে পুরী ধামের নিরাপদ বেষ্টনীর মাঝে। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনগরের রাজার কাছে এসে একটু থিতু হন তিনি। আবার রাজার প্রচেষ্টাতেই তকালীন চব্বিশ পরগনার মূলাজোড়া গ্রামে বসবাসের জন্য চলে আসেন তিনি।

বহু ভাষার উপরই প্রচণ্ড দখল ছিল এই মানুষটির । নিজস্ব মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি জানতেন সংস্কৃত , আরবি , ফারসি সহ আরও অনেক ভাষায় লিখতে এবং পড়তেও । আর সবচেয়ে অবাক করার মতো ব্যাপার যেটা তা হল যে, সেইসব ভাষারই সংমিশ্রণে বাংলায় লেখা কবিতার মধ্যে তিনি এমনই এক ছন্দের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন যা সমগ্র কাব্য জগতেই এনে দিয়েছিল তার নতুন একটা রূপও । আর তা দেখে স্বয়ং কবিগুরুও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন সেই কাব্যগাথাকে। তাইতো তিনি সেই কবিতার সাজিকে অতি সযত্নে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য এক স্তরেও । কবি ভরতচন্দ্রের সেই সৃষ্টিকর্মকে তিনি তুলনা করেছিলেন রাজকণ্ঠের মণিমালার সঙ্গেও । বস্তুত কবি ভরতচন্দ্র রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্যকে নতুন অঙ্গন অভিধানেই অভিহিত করেছিলেন তিনি। । বলাই বাহুল্য , কবি ভরতচন্দ্র এই কাব্য রচনার সময় তাঁর প্রথাসিদ্ধ মঙ্গলকাব্যের গতিধারাকে এবং সেইসঙ্গে তার অতীত ধারা অথবা ঐতিহ্য সমূহকে অনুসরণ করলেও ঘটনা এবং বর্ণনার মাধ্যমেই সেটা আবার ব্যক্তও করেছিলেন নতুনের অনুসন্ধানেরই প্রয়োজনে । তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভরতচন্দ্রের লেখনীকে অতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্যটি প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পুস্তকের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তারপর শুরু করেন কাজও ।১৮৪৭ সালে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন । সেটা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর তার নতুন আরও একটা সংস্করণ প্রকাশ করা হয় ১৮৫৩ সালে। কবি ভরতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্ম হাওড়া জেলার পেঁড়োয়। তাই তাঁর স্মৃতিকে অটুট রাখারই তাগিদে সেখানে আয়োজন করা হয় বিশাল একটা মেলারও । মেলার উদ্বোধন প্রতিবছর মাঘ মাসের দুই তারিখে। চলে টানা চারদিন ধরে। থাকে হরেক রকমের অনুষ্ঠানেরও । স্থানীয় মানুষজন তো বটেই, দূর দূরান্ত থেকেও অনেক হাজির হন মেলারই টানে। এই বছর মেলার আটচল্লিশতম আয়োজন। তাই মেলার আয়োজক কমিটি তো বটেই, স্থানীয় বাসিন্দা সহ সংস্কৃতি মনস্ক সকলেই চান এই আয়োজন স্বয়ংসমপূর্ণ হোক।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন, যে গত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করতে

ধুবুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো জেলা শ্রমিক মেলা, শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ দুকোটি টাকা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার নদীয়ার কৃষ্ণনগর দুই নম্বর ব্লক ধুবুলিয়া দেশবন্ধু হাই স্কুল ময়দানে শুরু হলো শ্রমিক মেলা। এই

শ্রমিক মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জল বিশ্বাস, নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মির, নদীয়ার নাকাশীপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক কল্লোল খাঁ, সহ নদীয়া জেলা পরিষদের বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ সহ অনেকে। এদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত অসংগঠিত শ্রমিকদের হাতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) টাকার চেক তুলে দেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর। আর এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জল বিশ্বাস জানান রাজ্য সরকারের তরফে শ্রমিকদের জন্য প্রায় দু- কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, এর ফলে সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকেরা উপকৃত হবেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিকদের নামও নথিভুক্ত করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি যে রাজ্য সরকারের নজর রয়েছে তাও তিনি উল্লেখ করেন।

গঙ্গাসাগরে আগত সন্ন্যাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগরে আগত সন্ন্যাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই নিন্দনীয় ঘটনার বিরুদ্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছে তারা। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা।

সেখানেই সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান তাঁরা। কেন দেশজুড়ে সন্ন্যাসীদের উপর শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। দেশবাসীকে এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে বলেও তাঁরা বার্তা দেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে গাড়ি করে গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে পুরুলিয়ার কাশীপুরে তিন সন্ন্যাসীকে গণপিটুনির অভিযোগ ওঠে। ভাঙচুর করা হয় গাড়িও। এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে কাশীপুর থানার পুলিশ। গণপিটুনির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় ১২ জনকে। ঘটনায় নিন্দায় সরব হয়েছেন দেশের সন্ন্যাসীরা। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

ধূমপান রুখতে অভিনব উদ্যোগ মন্তেশ্বর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের

দুরন্ত বার্তা, ১৬ জানুয়ারি ঃ হাসপাতাল চত্বরে ধূমপান নিষিদ্ধ করা এবং পানের পিক যাতে কেউ না ফেলে তার জন্য অভিনব উদ্যোগ নিল মন্তেশ্বর ব্লক কাদম্বিনী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হিন্দি সিনেমার ছবি এবং ডায়লগ ব্যবহার করে এই অভিনব পোস্টার লাগানো হয়েছে হাসপাতাল দেওয়ালের গায়ে, মন্তেশ্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এই হিন্দি সিনেমার ডায়লগ এবং ছবি দিয়ে যাতে মানুষের চোখে লাগে এবং মনের মধ্যে গেঁথে যায় সেই জন্যই এই অভিনব পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে, হাসপাতাল চত্বরে যদি কেউ ধূমপান করে বা পানের পিক ফেলে তার জন্য ২০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা আছে, সেই নির্দেশ যদি কেউ অমান্য করলে বিডিও অথবা মন্তেশ্বর থানার দ্বারস্থ হয়ে সেই জরিমানা ধার্যের টাকা আদায় করা হয় বলে জানান মন্তেশ্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, এই নিয়ম চালু করায় খুশি রোগীর আত্মীয় পরিজনেরাও, হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর এক আত্মীয় আদুরী দাস জানান, পোস্টার সবই দেখলাম খুবই ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলেই তাতে সকলেরই ভালো, অপরদিকে রোগীর আরেক আত্মীয় জানান এটা করে খুব ভালো করেছে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এতে, যত্রতত্র বিড়ি সিগারেট খেয়ে ফেলা পানের পিক কে দেওয়ালের গায়ে ফেলা এগুলো অন্তত বন্ধ হবে।

মালদাতেই গড়ে উঠেছে পিকনিক করার নিদারুণ স্পট টাইগার হিল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জানুয়ারি ঃ দার্জিলিং নয়, মালদাতেই গড়ে উঠেছে পিকনিক করার নিদারুণ স্পট টাইগার হিল। জেলাবাসীর কাছেই মালদার টাইগার হিল এখন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যদিও পাহাড়ের রানী দার্জিলিং-এর টাইগার হিলের সেই সৌন্দর্য, শীতের আমেজ, সূর্য উদয় কিছুই নেই মালদার টাইগার হিলে। রয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্য, জলাশয়, ঘন অরণ্য এবং বড় বড় মাটির স্তূপ তৈরি হয়েছে পাহাড়ের আকৃতিতে। যাকে এখন মালদাবাসী টাইগার হিল বলেই পরিচিত নাম দিয়েছেন। মালদা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বামনগোলা ব্লকের জগদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ মাইল এলাকায় অবস্থিত রয়েছে এই টাইগার হিল নামক জায়গাটি। শীতের কনকনে

আমেজ নিতেই প্রতিদিনই বিভিন্ন বয়সী মানুষেরা দলবদ্ধে আসছে মালদার টাইগার হিলে পিকনিক করতে। চতুর্দিকে গাছপালায় ঘন অরণ্যের পরিবেশ রয়েছে। তার মাঝে রয়েছে বিশাল একটি জলাশয়। যেখানে বিভিন্ন ধরনের পাখিদের দেখা মিলছে। বড় বড় মাটির স্তূপ গুলো পাহাড় প্রমাণ আকৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এই পরিবেশের মজা নিতেই দূর দূরান্ত থেকে পিকনিক করতে ছুটে আসছেন সাধারণ মানুষ। মালদার ইংরেজবাজার শহরের সানিপার্ক এলাকায় পিকনিক করতে এসেছিলেন গৃহ শিক্ষকদের একটি দল। পাশাপাশি কিছু সরকারি চাকরিজীবীরাও পরিবার নিয়ে এসেছেন পিকনিক করতে। তারা বলেন এত সুন্দর পরিবেশ মালদায় আগে কখনো দেখিনি। গৌড়, আদিনা এগুলো তো ঐতিহাসিক নিদর্শন। কিন্তু এত সুন্দর পাহাড় অরণ্যের পরিবেশ সকলের মন ভরিয়ে তুলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মালদা টাইগার হিলের কথা জানতে পারি। তারপরে এখানে পিকনিক করতে আসি। উল্লেখ্য, মালদার ইংরেজবাজার শহর থেকে বামনগোলা ব্লকের দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার। প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করেও মানুষ ছুটে চলেছে টাইগার হিলে পিকনিক করতে। তবে পিকনিক করতে আসা সাধারণ মানুষেরা বলছেন এই পরিবেশকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে তুলতে গেলে পর্যটকদের ভিড় বাড়বে। পরিবেশবিদদের সংগঠন সবুজ বাঁচাও সমিতির জেলা সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন, এই ধরনের সুন্দর এবং মনোরম পরিবেশ খুবই কম দেখা যায়। যারা ওই এলাকায় পিকনিক করতে যাচ্ছেন, তারা যাতে নোংরা আবর্জনা যত্রতত্র ফেলে পরিবেশ নষ্ট না করেন। প্রকৃতি সুন্দর থাকলে সবাই সুস্থভাবে বাঁচতে পারবো। মালদা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানিয়েছেন, মালদা টাইগার হিল নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব ভাইরাল হয়েছে। তবে আগামীতে ওই এলাকাটি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সাজিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

কোপাই নদী বাঁচাতে সরেজমিনে জেলা প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৬ জানুয়ারি ঃ সংবাদ পত্রে কোপাই নদীর পাড় দখলের খবর প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসলো প্রশাসন। কোপাই নদী বাঁচাতে সরেজমিন তদন্তে হাজির হয় জেলা প্রশাসন। সোমবার রাতেই প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে জেলা প্রশাসন জানান, প্রয়োজনে নদীর পাড় দেখতে সরেজমিনে যাব আমি। মঙ্গলবার জেলাশাসক বিধান রায়, অতিরিক্ত জেলা শাসক, বিভাগীয় বাস্তুকার, বিএলআরও, এস ডি এল আরও, ময়ুরাক্ষী দক্ষিণ ক্যানেল সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের বিভিন্ন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে সরেজমিনে তদন্ত করেন। সেখানে জেলা শাসক কোপাই নদীর পাড়ে সমস্ত ধরনের নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ২০১৩ সালে কোপাই নদী সংক্রান্ত একটি

মামলার উল্লেখ করে জেলা শাসক জানান, সেই মামলার প্রেক্ষিতে কোপাই নদী সংলগ্ন এগারোটি মৌজায় কোন নির্মাণ কার্য চালনায় নিষেধাজ্ঞা আছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের এক উত্তরে জেলাশাসক বলেন, কালের গতিতে কোপাই নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। পাশাপাশি কোপাই নদীর কোনো পাড় নেই। তাই কেউ কেউ দাবি করছে যে রায়তি জায়গাতেই নির্মাণ কাজ চলছে। রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত কোপাইকে বাঁচাতে প্রশাসন তৎপর। সমস্ত কাগজপত্র দেখা হচ্ছে। যারা নির্মাণ করছেন, তাদের বৈধ কাগজপত্র আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। নদীর পাড়ে সমস্ত নির্মাণ কার্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে নদীর অন্য পাড়েও যে রিসর্টগুলো আছে তাদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হবে। কোপাই নদী ছিল কবির প্রতিবেশিনী, কবির সহচর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- পথিক যেমন চলে যায় / গৃহস্থের সুখ দুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে। কোপাই নদীর পাড় দখল হয়েছে কংক্রিট বিলাসে। প্রতিবেশিনী কোপাইয়ের স্ফটিক জল খোয়াইয়ের মতো কি হারিয়ে যাবে? এই প্রশ্ন উঁকি মারছিল সকল পরিবেশ প্রেমীদের মনে। প্রতিবাদে বিশ্বভারতীর অধ্যাপকেরা সামিল হন কোপাই নদীর পাড়ে। আমাদের প্রতিবেশিনী কোপাই তাকে বাঁচাতে সবাই - এই ব্যানার নিয়ে দু'দিন আগে আন্দোলন করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তনীরা। সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক তড়িৎ রায়চৌধুরী, বিশ্বভারতীর ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায়, কিশোর ভট্টাচার্য্য। খোয়াই সাহিত্য সংস্কৃতি সমিতির পক্ষ থেকে একশ জনের বেশি অধ্যাপক সমবেত হয়ে সই সংগ্রহ করে চলেছেন। কঙ্কালীতলার শ্মশানের পিছনে তিরতির করে বয়ে চলেছে নদী। ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া জেলার কুন্ডহিত ব্লকের খাজুরি গ্রাম থেকে পথ চলা শুরু কোপাইয়ের। সেখানে অবশ্য নাম শাল নদী। বোলপুরের বিনুরিয়া গ্রামের কাছে নদীর নাম বদলে হয় কোপাই। সেই নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। লাভপুরে সেই কোপাই লোকায়ত হয়ে কুঁয়ে নদী হিসেবে পরিচিত। তাকে ঘিরেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলি বাঁকের উপকথা। একানব্বই সালে আটষট্টি জনের একটি দল কোপাই নদীর উৎসস্থল থেকে মোহনা পর্যন্ত হাঁটেন। তার পঁচিশ বছর পরেও সেই পদ যাত্রা হয় কোপাই নদীকে বাঁচাতে। ঐতিহ্যবাহী সেই কোপাই নদীই বেদখল হয়ে যাচ্ছে শান্তিনিকেতনে। অভিযোগ, অশুভ শক্তির মদতে শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়ার কাছে সেই কোপাই নদীর বক্ষে কংক্রিটের পিলার বসানো হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৮ টি বড় কংক্রিটের পিলার গেঁথে দেওয়া হয়েছে। ইটের বড় পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রশাসনের কোনও অনুমতি নেই, এমন অভিযোগও ওঠে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, মিষ্টি জলের নদীর তীর চারণভূমি। নদী তীরের ৫০০ মিটার পর্যন্ত কোনও নির্মাণ করা যায় না। অথচ কোপাই নদীতে তীর শুধু নয়, নদীবক্ষও দখল করে নির্মাণ শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার জেলা শাসক বিধান রায়ের নির্দেশে সেই বেআইনি নির্মাণ বন্ধ হলো।

ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় ছাত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জানুয়ারি ঃ ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় প্রকাশ্য রাস্তায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় কোপ মেরে খুনের চেষ্টা চালানোর অভিযোগ উঠলো স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা থানার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের আট মাইল এলাকায়। রক্তাক্ত ছাত্রী ও তার সহপাঠীদের চিৎকার শুনে আশেপাশের গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। অভিযুক্ত যুবককে ধাওয়া করলে এলাকা থেকে পালিয়ে যায় সে। এরপরেই সংকটজনক অবস্থায় ওই ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন ওই ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক, এই মুহূর্তে জরুরী অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এদিকে দিনে দুপুরে এমন ঘটনার জেরে চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে পুরাতন মালদার আট মাইল এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জখম ছাত্রীর নাম সুদীপা স্বর্ণকার (১৩)। সে আট মাইল এলাকার একটি বেসরকারি বাংলা মিডিয়ামের অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত। ওই ছাত্রীর বাড়ি গোয়ালপাড়া এলাকায়। এদিন স্কুল ছুটির পর কয়েকজন সহপাঠীদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল ওই ছাত্রী। সেই সময় অভিযুক্ত যুবক আচমকা ছুরি নিয়ে ওই ছাত্রীর ওপর হামলা চালায়। প্রকাশ্য রাস্তায় ওই ছাত্রীর গলা কেটে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকে। এরপরই অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে এই হামলার ঘটনার পর ওই এলাকায় পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী যুবকের নাম উজ্জ্বল মন্ডল (২৩)। তার বাড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকার ওই বেসরকারি স্কুলের পাশেই। দীর্ঘদিন ধরেই ওই ছাত্রীকে ছেলেটি উত্যক্ত করছিল। ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করাতেই এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে বলেও প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। আহত ছাত্রীর এক সহপাঠী ছায়া বর্মন পুলিশকে জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই উজ্জল মণ্ডল নামে ওই যুবক সুদীপাকে বিরক্ত করছিল। প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটে নানাভাবে উত্যক্ত করছিল। এই ঘটনায় সুদীপা প্রতিবাদ করেছিল। এদিন স্কুল ছুটির পর আমরা কয়েকজন মিলেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। ওই যুবক জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আমার সামনে সুদীপাকে ধরে গলায় এলোপাথাড়ি ছুরি দিয়ে কোপ মারতে থাকে। তাতে রক্তাক্ত অবস্থায় সুদীপা রাস্তায় পড়ে যায়। এরপরেই আমাদের আর্ত চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বাংলা মিডিয়ামের প্রধান শিক্ষিকা সায়নি সাহা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ছেলেটির বাড়ি স্কুলের পাশেই। ওই ছাত্রীটিকে কয়েকদিন ধরে বিরক্ত করছিল। তারই প্রতিবাদ করেছিল সুদীপা। এরপরই ভরদুপুরে রাস্তার মধ্যে ছাত্রীর ওপর ছুরি নিয়ে হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। আমরা এখন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছি। পাশাপাশি পুলিশ সিসিটিভির ফুটেছ তদন্তের জন্য নিয়ে গেছে। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীর ওপর হামলার ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। স্কুল থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে এই ঘটনা ঘটেছে। সেখানে থাকা সিসিটিভির ফুটেজ দেখে অভিযুক্তের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশার জেরে বোরো ধানের বীজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৬ জানুয়ারি ঃ কনকনে প্রচন্ড ঠান্ডা তার উপর সন্ধ্যা নামলে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে, ঠান্ডা এবং কুয়াশার জেরে বোরো ধানের বীজ মরতে শুরু করেছে, কালনার বৈদ্যপুর পঞ্চায়েতের তালা গ্রামের সমীর পাত্র নামে এক চাষী বলেন এই ঘন কুয়াশার জন্য বীজ মরে যাচ্ছে। ওষুধ দিয়েও রক্ষা করা যাচ্ছে না বীজ না হলে কি করে বোরো ধান রুয়ার কাজ হবে তা বুঝে উঠতে পারছে না, কনকনে ঠান্ডা এবং কুয়াশার হাত থেকে কিভাবে বীজকে বাঁচানো যাবে তার পরামর্শ দিলেন কালনা ২ ব্লক কৃষি আধিকারিক ডক্টর সুব্রত কুমার ঘোষ, তিনি বলেন কুয়াশার হাত থেকে বীজকে বাঁচাতে বীচতলা প্লাস্টিক দিয়ে চাপা দিয়ে দিতে হবে, সকালে রোদ উঠলে সেই ঢাকা খুলে দিতে হবে এবং, বেশ কিছু ওষুধ আছে বাজারে সেগুলিকে নিয়মিত স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও জল দিয়ে নিচ তলায় সেই জলকে কেটে বার করে দিতে হবে তাহলেই বীজকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

Patashpur-II Panchayat Samiti
Purba Medinipur
E-Tender Notice
The undersigned is inviting E-Tender for 3 (three) nos scheme fund of Pathashree/Rastashree, 3 (three) nos scheme fund of 5th SFC , 01 (one) no scheme fund of BEUP, 4 (four) nos scheme fund of SSM, 16 (sixteen) nos scheme fund of SBM vide NIeT no 08,9,10,11,12/WB/PURBA MDN/PTP-2/EO/e-NIT/2023-24 Dated 09.01.24 &11.01.24. Intending bidders may visit e-procurement portal www.wbtenders.gov.inor office notice board of the undersigned for details of the tenders.
Sd/-
Executive Officer
Patashpur-II Panchayat Samiti

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার নোটিশ
দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ PCMM/ CLW/ HW/E-Procurement/ ২৪/ ০২ তারিখ ; ১৬/ ০১/ ২০২৪ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে PCMM/ CLW/ HWH নিম্নলিখিতগুলি সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রস্তুত কারকের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক বিড আমন্ত্রণ জানিয়েছে। নিম্নোক্ত ই-টেন্ডারগুলি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ তৈরির জন্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য। সম্ভাব্যসম্ভাব্য সরবরাহকারীদের বিশদ নির্দেশাবলীর জন্য ওয়েবসাইট vvww.ireps.gov.in দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ই-টেন্ডার শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গ্রহণ করা হবে. ক্রম নং; দরপত্র নং ঃ স্টোরের বিবরণ পরিমাণ কারণে টেন্ডার খরচ নিম্নরূপ; (০০৬); ১৪২৪২৯৭৮ এসি ফ্রেইট ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের জন্য প্যান্টোগ্রাফ (৫% এক্সট্রা থ্রোটল ভালভের সাথে ম্যানুফ্যাকচারিং স্পেয়ারস) থেকে RDSO Sp e cn. নং RDSO/ 2008/ EL/ SPEC/ 0066, Rev. 'o' সংশোধনী নং ১ তারিখ ৩১.১২.০৮ তারিখের সংশোধনী নং ২ এর সংশোধনী পত্রক নম্বর ELRS/ MS/ 0333 REV 'o' তারিখ ২০-১২-২০০৪ এবং RDSO/ ELRS/ EL/MS/ 0389 Rev. 'o' তারিখ ৩১-০৮-১০; দরপত্র নথিপত্র অনুযায়ী ০৫/০২/২০২৪ টাকা ০.০০ (০০৭) ৩০২৩২৯৮৮ এ; ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিকুইড অক্সিজেন গ্যাস থেকে স্পেক নং-:৩০৯৯২ দরপত্র নথিপত্র অনুযায়ী ০৭০২২০২৪ টাকা ০.০০ (০০৮) ২৯২৬২৮৫১; কাপড়ের কটন ব্লু ড্রিল, প্রস্থ ৭১ থেকে ৭৩ সেমি, বৈচিত্র্য-৪: IS: ১৭৭/ ১৯৮৯। specn: IS ১৭৭ ; দরপত্রনথিপত্র অনুযায়ী ১২০২২০২৪ টাকা ০.০০
PR2/290 PCMNI/CLW/HOVVRAH
"Like us on: www.facebook.com/clwrailways"

NIT, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1.Name of Work: "Provision for temporary Virtual setup for the programme to be attended by VVIP in connection with Birthday celebration of Netaji Subhas Chandra Bose at Red Road on 23.01.2024 [Job No: KIT/RW/158 of 23-24]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-245/T/23-24 (Short) Tender ID: 2024_WBPWD_647646_1 Bid Submission Closing : 20.11.2023 up to 11.30 AM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division

Notice inviting e-Tender for NIT No-258/Pathashree/23-24/Jang for 07 no works, NIT No-259/Pathashree/23-24/Jang for 06 nos works by the undersigned through online mode (https:// wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 23/01/2024 upto 17:00 Hours. and Last date of submission of online bid on 30/01/2024 upto 13:00 Hours.
Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

ABRIDGED TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. – WBEO/ SUTAHATA/24/2023-2024
The Executive Officer, Sutahata Panchayat Samiti invites tender from bonafied bidders for Nit No.WBEO/SUTAHATA/24/2023-2024 in Panchayat within Sutahata Panchayat Samiti details may be accessed and duly responded through **http://www.wbtenders.gov.in** from **17 th January, 2024 (Wednesday) at 10-00 Hours to24 th January,2024(Wednesday) up to 17-00 Hours.**
Sd/-
Executive Officer,
Sutahata Panchayat Samiti

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৬_২০২৩-২০২৪, তারিখ ১৫.০১.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ **সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার** অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডার দাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ ডানকুনির অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/ডানকুনির এসিসিএল কমপ্লেক্স, দমদম জংশন–ডানকুনি, রাজচন্দ্রপুর–ভট্টনগর, বেলানগর–রাজচন্দ্রপুর শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,১৩,৩৩,৫৮১.৯১ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০৬,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোন পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০২.২০২৪-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-452/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF NO-32/CH-II PS/ 2023-2024 DT. 15.01.2024 এবং 33/CH-II PS/ 2023-2024 DT. 15.01.2024 তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে www.wbtenders.gov.in এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা /-
নির্বাহী আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Cons. Of Boundary Wall, PCC Road, under Pursurah Panchayat Samity. Last date for submission of Tender: 29/01/24 up to 11.00 am. Tender ID No 2024_ZPHD_645525_1 to 13. Wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
Pursurah, Hooghly

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১ ১০১
টেলঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
এইচএমসি / এইচডব্লুডব্লু / পি-২২ / ২৩-২৪ তারিখঃ ১৫ ।০১ ।২০২৪
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
২ টি কাজের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, HMC দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ১) পুড়ে যাওয়া ৪২৫ KW, ৬.০ KV, ৩ ফেজ স্কুইরেল কেজ H.T ইন্ডাকশন মোটরকে রিওয়াইন্ডিং এবং মেরামত করে KIRLOSKAR, ৪২৫ KW, ৬.০ KV, ৩ ফেজ, ৯৮৮ RPM M/c। নং ৩০৯৭৬০২-২। ২) বার্ষিক অপারেশন CWPS, ফিল্টার হাউসে টোটাল লাইটিং সিস্টেমের প্রয়োজনীয় উপকরণ, সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সহ এলটি প্যানেল সরবরাহ সহ রক্ষণাবেক্ষণ। পদ্মপুকুর ক্যাম্পাস এবং এজেসি বোস ক্যাম্পাস উভয়ের মধ্যে প্রশাসনিক ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার ইত্যাদি এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সামগ্রিক এখতিয়ারের অধীনে আন্দুল রোড এবং দানেশ শেখ লেন থেকে প্লান্ট গেট পর্যন্ত অ্যাপ্রোচ রোডের আলোক ব্যবস্থা। স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং বাস্তবসম্মত ঠিকাদারদের থেকে যাদের একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগ, পদ্মপুকুর / https://wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ ঃ ০১.০২.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত। টেন্ডার আইডিঃ 2024–MAD–646089। HMC কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
২৪৩(৩) / ২৩-২৪ সচিব
১৬.১.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Office of the
Bagnan I Gram Panchayat
Bagnan, Howrah
Sub.- GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah, for 3 nos. of work vide Memo No.- BGP-1/17/24 Dated- 15/01/2024 NIET NO - WB/HOW/BAG1GP/NIET-21/23-24, Date of Application: from 16.01.24.11 AM to 23.01.2024. 11 A.M, Date of Submission of Bid: 16.01.24.11 AM to 23.01.2024. 11 A.M, Date of Opening of Bid (Technical):- 25.01.2024, at 11AM. Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified latter on .Detail information available at this GP Office during the working hours.
Sd/-
Pradhan, Bagnan I Gram Panchayat, Bagnan, Howrah.

PUNISOLE GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O. PUNISOLE, BLOCK- ONDA,DIST.-BANKURA
TENDER NOTICE
The Pradhan Punisole Gram Panchayat Here By Invites Sealed e-Tender From the Resourceful and experienced bidders for the exceution of the work(s) of the following e- NITs no- 06/2023-24 Dated 11/01/2024. Last date of submission 29/01/2024. All Information Available Please Visit at www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Punisole Gram Panchayat
Onda:Bankura

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-22,23,24/2023-24
(Memo No: 52,53,54/Panch, Dated: 16/01/2024)
Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of twenty three (23) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in http://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
অকশন ক্যাটালগ
নং ঃ সিসি৩/ই-অকশন (ওপেনড্ অন ০২.০২.২০২৪), তারিখ ১২.০১.২০২৪। অ্যাডমিন ইউনিট/ জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিশন – কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-২০। **অকশন শুরু (সব লটের জন্য) ঃ** ০২.০২.২০২৪, সকাল ১০টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০২.০২.২০২৪, দুপুর ২.৫০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনের মেয়াদ ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ পিরিয়ড ঃ** ৩০ মিনিট। **পরবর্তী লটের ক্লোজিং ইন্টারভ্যাল ঃ** ১০ মিনিট। **সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন ঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ১২.০১.২০২৪, বেলা ১২টা। **বিবরণ ঃ** এসএলআর কোচে (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (প্রতিটি ক্রঃ নং-এর জন্য)। **ক্রঃ নং; সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটিগরি; ট্রিপ/দিন; বন্ধের তারিখ/সময়** যথাক্রমে ঃ **(১);** এএ/১; ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, সকাল ১০.৩০ মিনিট। **(২);** এএ/২; ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৪; ০২.০২.২০২৪, সকাল ১০.৪০ মিনিট। **(৩);** এএ/৩; ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, সকাল ১০.৫০ মিনিট। **(৪);** এএ/৪; ১৩১৫৩- এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১১টা। **(৫);** এএ/৫; ১৩১৪৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১১.১০ মিনিট। **(৬);** এএ/৬; ১৩১৪৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১১.২০ মিনিট। **(৭);** এএ/৭; ১৩১৪৯-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১১.৩০ মিনিট। **(৮);** এএ/৮; ১৩১৮৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১১.৪০ মিনিট। **(৯);** এএ/৯; ১৩১৮৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১১.৫০ মিনিট। **(১০);** এএ/১০; ১৩১৮৭-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-আরপিএইচ-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১২টা। **(১১);** এএ/১১; ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১২.১০ মিনিট। **(১২);** এএ/১২;১৩১৪৫-এসএলআর-এফ২-কেওএএ-আরডিপি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১২.২০ মিনিট। **(১৩);** এএ/১৩; ১৩১৬১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৬২৭; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১২.৩০ মিনিট। **(১৪);** এএ/১৪; ১৩১৬১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১ (পার্সেল- এসএলআর); ৬২৭; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১২.৪০ মিনিট। **(১৫);** এএ/১৫; ১৩১৬১-এসএলআর-এফ২-কেওএএ-বিএলজিটি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৬২৭; ০২.০২.২০২৪, বেলা ১২.৫০ মিনিট। **(১৬);** এএ/১৬; ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এইচডিবি-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ১টা। **(১৭);** এএ/১৭; ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ২-কেওএএ-এইচডিবি-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ১.১০ মিনিট। **(১৮);** এএ/১৮; ১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ১.২০ মিনিট। **(১৯);** এএ/১৯; ১৯৬০৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২০);** এএ/২০; ১৩১৮৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জেওয়াইজি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ১.৪০ মিনিট। **(২১);** এএ/২১; ১৩১৮৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-জেওয়াইজি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩১; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ১.৫০ মিনিট। **(২২);** এএ/২২; ১৩১৭৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এজিটিএল-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); ২০৯; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ২টা। **(২৩);** এএ/২৩; ১৩১৬৯-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ২০৯; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ২.১০ মিনিট। **(২৪);** এএ/২৪; ১৩১৭৫-এসএলআর-আর১-এসডিএইচ-এসসিএল-২৩-১ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ২.২০ মিনিট। **(২৫);** এএ/২৫; ১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ২.৩০ মিনিট। **(২৬);** এএ/২৬; ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ২.৪০ মিনিট। **(২৭);** এএ/২৭; ১৩১৬৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এসএমআই-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪; ০২.০২.২০২৪, দুপুর ২.৫০ মিনিট। **রেট ইউনিট ঃ** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্স ফি (প্রতিটি ক্রঃ নং-এর জন্য)। **ন্যূনতম ইনক্রিমেন্ট (%) ঃ** ০.২% (প্রতিটি ক্রঃ নং-এর জন্য)। **ইএমডি (%) ঃ** ৫% (প্রতিটি ক্রঃ নং-এর জন্য)। **লট স্টেটাস ঃ** আরপি পেন্ডিং (প্রতিটি ক্রঃ নং-এর জন্য)। (SDAH-339/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
(চন্ডীতলা-২ নং ব্লকের অধীন)
গ্রাম ও পোঃ-বেগমপুর, জেলা-হুগলী (পঃ বঃ)
TENDER NOTICE
e-Tenders are invited from reputed and eligible bidders for civil works under Begampur GP area, Chanditala-2dev Block, Hooghly. For details login to https://wbtenders.gov.in/
Sd/- Prodhan
Begampur Gram Panchayet

B.D.O J.B.PUR DEV BLOCK
HOWRAH
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in
Sealed tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide Notice no- : NIT-195/2024, Dated-15.01.24 (E-NIT) Fund - RASTASHREE (06 NOS OF WORK)
SD/-
B.D.O
JB PUR DEV BLOCK
Munshirhat, Howrah

ব্যান্ডেল এবং নৈহাটির মধ্যে দুই জোড়া ট্রেন বাতিল
গরিফা এবং নৈহাটির মধ্যে **ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য** ব্যান্ডেল–নৈহাটি শাখায় ডাউন ব্যান্ডেল লাইনে **১৮.০১.২০২৪ তারিখ (বৃহস্পতিবার) ৩ ঘন্টার (সকাল ৯টা ৫০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত)** ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলে, ডাউন ৩৭৫৩৪ ও ৩৭৫৩৬/আপ ৩৭৫৩৩ ও ৩৭৫৩৫ ব্যান্ডেল–নৈহাটি–ব্যান্ডেল ইএমইউ লোকাল **১৮.০১.২০২৪ তারিখ (বৃহস্পতিবার)** বাতিল থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাংক
UJJIVAN
অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় ''এ'' ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটিক
শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রাঙ্গণ নং ০২০৩৬০, প্লট নং ডি এইচ ৬ /২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ

যেখানে আপনি নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণ গ্রহীতা, গ্যারান্টর এবং বন্ধকীরা তাদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন। আপনার সকলের ডিফল্টের ফলে, আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে একটি সুরক্ষিত পাওনাদার এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ২ সহ পড়ুন, ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদের সাথে পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতার/ সহ -ঋণগ্রহীতার/ জামিনদার/ বন্ধকদেরকে আহ্বান জানিয়ে ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে। নোটিশের তারিখ থেকে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের কিছু নোটিশ পরিবেশন করা যায়নি।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ- ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার/বন্ধক- এর নাম ও ঠিকানা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং. / ঋণের পরিমাণ/ শাখা	নিরাপত্তা বিস্তারিত বলবৎ করা হবে	NPA তারিখ এবং চাহিদা নোটিশ তারিখ	পরিমান টাকার বকেয়া পর্যন্ত
১	১) মি. গৌরাঙ্গ সরকার এস /ও সুনীল সরকার, ২) মিসেস. কনিকা সরকার ডব্লু / ও, গৌরাঙ্গ সরকার দুজনেরই বাড়ি কোলাঘাট পশ্চিম, সোলগোহালিযা, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৬৩।	৩৩৩১২১০১২০০০০০০৮/ টাকা ৬,৪৫,০০০/ - ৩৩৩১- রাজপুর	জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল ২টি কোটা পরিমাপ করা এবং মৌজায় অবস্থিত - বেগমপুর, গ্রাম, জেএল নং ২৯, আরএস নং ৯২, তৌজি নং ২৫০২৫৩, খতিয়ান নং ১৭৭৮, এল.আর. খতিয়ান নং.৭১২০, আর.এস. দাগ নং.৮৩৪৯, এল.আর.দাগ নং.৯০৫১, থানা - বারুইপুর, পরগনা - মেদেনমুল্লা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ৭৪৩৩৬৩ এবং এর সমস্ত উন্নতি। সীমানা নিম্নরূপ ঃ পূর্ব- দাগ নং ৯০৫২ এর নীচে জমি, পশ্চিম - ৭ ফুট পথের কাছা রাস্তা, উত্তর- কৃষ্ণেন্দু সরকারের সম্পত্তি, দক্ষিণ - গীতা মণ্ডলের সম্পত্তি। ১৯.০১.২০১০ তারিখে বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তিটি গৌরাঙ্গ সরকারের (আপনার মধ্যে নং ১) এবং এটি বারুইপুরের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ২, এ রেকর্ড করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ৩০৬ থেকে ৩১৮, ২০১১ সালের জন্য নং ৩৫১। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ ঃ বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিডের জমার স্মারক, তারিখ-১৬।১২।২০১৯	০৮.০৮.২০২৩ এবং ১৮.১০.২০২৩	টাকা ৬,৩৬,৬৬০.০২ ৩১।১০।২০২৩ পর্যন্ত

তাই ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণ গ্রহীতা/জামিনদার এবং বন্ধককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি কলাম নং ২-এ উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সকল সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কলাম নং.৬-এ দেখানো সমষ্টিগত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে কলাম নং ৬-এ দেখানো তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিমাণ প্রদেয় বলে মনে করা হয়। এটি স্পষ্ট করা হযয় যে যদি সমষ্টির পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদ এবং অন্যান্য পরিমাণের সাথে হতে পারে। অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হবে, অর্থপ্রদান না করা হলে, কলাম নং ৪ এ বর্ণিত সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের জন্য উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই প্রকাশনাটি আইনের অধীনে উল্লিখিত আর্থিক বিষয়গুলির ঋণগ্রহীতা/সহঋণদাতা/জামিনদার/বন্ধকদের বিরুদ্ধে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই করা হয়েছে। সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য আপনার কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩(৮) এর প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, আপনি সংযত আছেন / সিকিউরড ক্রেডিটরের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত নিরাপত্তার নিষ্পত্তি বা তার সাথে ডিল করা বা বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ।

তারিখ ঃ ১৬.০১.২০২৪, স্থান- পশ্চিমবঙ্গ স্বা /- অনুমোদিত অফিসার, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক

রাষ্ট্রপতির প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় পরিদর্শনে খুশি প্রকাশ মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি ঃ সোমবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় সফরের জন্য খুশি প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন, আনন্দিত যে রাষ্ট্রপতি জী প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় পরিদর্শন করেছেন। এটা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সম্মান পেয়েছেন এমন সকলের জীবন ও কাজের একটি আভাস দেয়। আমি অন্য লোকেদের, বিশেষ করে যুবকদেরও প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় দেখার জন্য অনুরোধ করব।

৫০০ টাকার নোটে আসুক রাম মন্দিরের প্রতিকৃতি, দাবি বিজেপি সাংসদের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ কেন্দ্রের কাছে দাবি রাখেন ৫০০ টাকার নোটে আসুক রামমন্দিরের ছবি। একইসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, দুর্নীতির টাকা রাখতে দেব না, কেন্দ্র সরকারের কোষাগারে জমা করবই। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আর্থিক তছরুপের ইস্যুতে সরব গেরুয়া শিবির। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডির তদন্তে রাজ্যে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনা সামনে এসেছে। এই নিয়ে আগেও সরব হয়েছেন বিরোধীরা। এদিকে আগামী ২২ তারিখ উদ্বোধন করা হবে রাম মন্দিরের। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। সোমবার ছিল মকরসংক্রান্তি। এদিন দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারেজে পূণ্যস্নান করেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সাংসদ বলেন- আগামী ২২ জানুয়ারি সনাতনি হিন্দুদের কাছে গর্বের দিন। প্রভু রামচন্দ্র সনাতনীদের আবেগ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দুরাজাদের বীরত্বের কাহিনী পড়ানো হয়নি। সনাতনি হিন্দুরা গর্বের হিন্দুস্তান ফিরে পাক। তাই পাঁচশ টাকার নোটে রামমন্দিরের ছবি দেওয়ার হোক। আগামী লোকসভায় রাজ্যে বিজেপি ৩৫ আসন পাবে। ৫০০ টাকার নোটে রামমন্দিরের ছবি দেওয়ার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। উল্লেখ্য, আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় নবনির্মিত রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। ওই দিন সমস্ত সনাতনি হিন্দুদের বাড়িতে কমপক্ষে ৫টি করে প্রদীপ জ্বালাতে বলেছেন। এরই মধ্যে বিজেপি সাংসদের এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্বের মেধাবী ছাত্রী ৯ বছরের প্রেশা, জানেন কে এই ছোট্ট মেয়ে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রেশা চক্রবর্তী 'বিশ্বের উজ্জ্বলতম' ছাত্রীর শিরোপা পেয়েছে। জন্স হপকিন্স সেন্টার ফর ট্যালেন্টেড ইয়ুথ প্রতিযোগিতায় মোট ৯০টি দেশের ১৬ হাজার পড়ুয়ার মধ্যে মাত্র ৯ বছর বয়সেই এই শিরোপা জিতে নিল প্রেশা।ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়ার্ম স্প্রিং এলিমেন্টারি স্কুলের ছাত্রী প্রেশা। সোমবারই জন্স হপকিন্স সেন্টার ফর ট্যালেন্টেড ইয়ুথ প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। সেই ফলাফলেই দেখা যায়, বিশ্বের উজ্জ্বলতম ছাত্রীর তালিকায় গ্রেড-৩ পেয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই বালিকা। এই প্রতিযোগিতা যথেষ্ঠ কঠিন। প্রতি বছর ৩০ শতাংশের কম প্রতিযোগী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই প্রেশার উজ্জ্বলতম ছাত্রীর তকমা পাওয়া ভারতীয়দের কাছেও যথেষ্ট গর্বের।প্রেশার বাবা-মা জানান, ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী প্রেশা। মাত্র ৬ বছর বয়সে নাগলিয়ারি নন ভার্বাল এবিলিটি টেস্টে ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগায়। এছাড়া স্কলিশটিক অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট , আমেরিকান কলেজ টেস্টিং , স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবিলিটি টেস্টেও তাক লাগানো পারফরম্যান্স করে সম্মানিত হয়েছে প্রেশা। পড়াশোনার পাশাপাশি বেড়াতে যাওয়া এবং মিক্সড মার্শাল আর্টে তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

৪৭ তমআন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার শুরু হবে আগামী ১৮ই জানুয়ারি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বিকেল চারটে বইমেলা প্রাঙ্গণ করুণাময়ী সল্টলেক আজ তার সাংবাদিক সম্মেলন করে ।জানালেন সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুধাংশু শেখর দে ও সভাপতি ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায় এবার বইমেলারএক হাজার প্রকাশক ও লিটিল ম্যাগাজিন বইমেলায় অংশগ্রহণ করবেন । এছাড়া শ্রীমতি বাণী বসুকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডঃ রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা সিএসসি সৃষ্টি সম্মান পুরস্কার যার অর্থ মূল্য ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ভারতের ব্রিটিশ উপরাষ্ট্র দূত অ্যালেক্স এলিস সিএম জি ও ব্রিটিশ কাউন্সিলর ভারতের ডাইরেক্টর অ্যালিসন ব্যারেড এম বি ডি এবার অংশগ্রহণ করছেন ।প্রায় ২০ টি দেশ এবারে অংশগ্রহণ করছেন এই ৪৭ তম বইমেলায় । নটি গেট থাকছে প্রবেশের জন্য ।একুশে জানুয়ারি শিশুদের বিনামূল্যে পুস্তক পান্ডব গোয়েন্দা দেওয়া হবে বইমেলায় ।

বড় ধাক্কা হিন্দুপক্ষ, 'মথুরার মসজিদে সমীক্ষা নয়' সাফ জানাল সুপ্রিম কোর্ট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মুসলিম পক্ষের আবেদনে সায় দিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সাফ জানিয়ে দিল মথুরার শাহি ইদগাহ মসজিদে 'সমীক্ষা'র প্রয়োজন নেই। হিন্দুত্ববাদীদের আবেদন মেনে ইলাহাবাদ হাই কোর্ট এক জন কোর্ট কমিশনারের তত্ত্বাবধানে সমীক্ষার যে নির্দেশ দিয়েছিল, মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত তাতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। মথুরার শাহি ইদগাহকে 'কৃষ্ণজন্মভূমি' বলে দাবি করে সেখানে 'হিন্দুত্বের প্রমাণ' রয়েছে বলে হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষে আবেদন জানানো হয়েছিল, তার কোনও তথ্যপ্রমাণ পেশ করা হয়নি বলে বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তকে নিয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ জানিয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, ''হিন্দুপক্ষের দাবিগুলি অস্পষ্ট।'' তার ভিত্তিতে কোর্ট-কমিশনার নিয়োগ করে সমীক্ষার নির্দেশ অর্থহীন বলেই শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ।গত ২৯ অগস্ট হিন্দু পক্ষের আবেদন মেনে ইলাহাবাদ হাই কোর্ট মথুরার শাহি ইদগাহ মসজিদে ভিডিয়ো সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল। বিচারপতি পীযূষ অগ্রবাল সেই সমীক্ষা তত্ত্বাবধানের জন্য এক আইনজীবীকে কোর্ট কমিশনার এবং দু'জনকে সহকারী কোর্ট কমিশনার নিযুক্ত করেছিলেন। আগামী চার মাসের মধ্যে সমীক্ষার রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেন তিনি। প্রাথমিক ভাবে উচ্চতর বেঞ্চ তাতে স্থগিতাদেশ দিলেও পরে তাতে ছাড়পত্র দিয়েছিল। এর পরে শুরু হয় জমি মাপা এবং সমীক্ষার কাজ।গত বছরের অগস্টে শাহি ইদগাহে 'হিন্দুত্বের নিদর্শনগুলি' খুঁজে বার করার জন্য জ্ঞানবাপীর মতোই ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই)-এর বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মুক্তি নির্মাণ ট্রাস্টের তরফে পৃথক আবেদন জানানো হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। সেই আবেদন এখনও বিচারাধীন। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে শাহি ইদগাহ মসজিদ কমিটির আইনজীবী ছিলেন তনসিম আহমদি। হিন্দুপক্ষের তরফে সওয়াল করেন আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান। মথুরার প্রাচীন কাটরা স্তূপ (যা কাটরা কেশবদাস নামে পরিচিত) এলাকায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান কমপ্লেক্সের পাশেই রয়েছে শাহি ইদগাহ মসজিদ। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি, ইদগাহের ওই জমিতে কৃষ্ণের জন্মস্থানে ছিল প্রাচীন কেশবদাস মন্দির। কাশীর 'আসল বিশ্বনাথ মন্দিরের' মতোই মথুরার মন্দিরটিও ধ্বংস করেছিলেন মুঘল সম্রাট অওরঙ্গজেব। অভিযোগ, অওরঙ্গজেবের নির্দেশে ১৬৬৯ থেকে ১৬৭০ সালে তৈরি করা হয়েছিল মসজিদটি।

ধর্মকে গায়ে চাপিয়ে ঘুরি না রামমন্দির নিয়ে যা বললেন রাহুল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দলের নেতানেত্রীরা অংশ নেবেন না বলে আগেই দলের তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করলে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি-কে নিশানা করেন রাহুল। তাঁর দাবি, রামমন্দিরকে নির্বাচনী অনুষ্ঠানে পরিণত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার তৃতীয় দিন, তার ফাঁকেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন রাহুল। রামমন্দির নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে রাহুল বলেন, আমরা সর্বধর্মের পক্ষে। কংগ্রেস থেকে কেউ চাইলে যেতেই পারেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে এই অনুষ্ঠানে যোগদান কঠিন কারণ প্রধানমন্ত্রী, যিনি কিনা আমাদের প্রধান বিরোধী, মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানকে তিনি নির্বাচনী অনুষ্ঠানে পরিণত করেছেন। ২২ জানুয়ারি তিনি কোথায় থাকবেন, জানতে চাইলে রাহুল জানান, অসমে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় থাকবেন তিনি। অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার জন্য কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জিন খড়্গে, নেত্রী সনিয়া গাঁধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ, লোকসভার দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু কংগ্রেসের তরফে বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হয়, অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানকে রাজনীতির প্রচারমঞ্চে পরিণত করেছে বিজেপি এবং তাদের অভিভাবক সংস্থা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ। তাই মানুষের আবেগ, ভক্তিকে সম্মান করলেও, দলের তরফে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। রামমন্দিরের উদ্বোধন নিয়ে এদিন নিজের ব্যক্তিগত অবস্থানও জানান রাহুল। তিনি বলেন, আমার মতে, সত্যিকারের ধার্মিক যিনি, ধর্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের প্রয়োগ করেন তিনি। ধর্মকে গায়ে চাপিয়ে ঘোরেন যাঁরা, তাঁরা ধর্ম থেকে ফায়দা তোলার চেষ্টা করেন। আমি নিজের ধর্মকে ব্যবহার করে ফায়দা তোলার চেষ্টা করি না, তাতে আগ্রহ নেই আমার।

ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম এবং নীতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি, কেউ কিছু বললে অহঙ্কার দেখাই না, কথা শুনি, ঘৃণা ছড়াই না। আমার কাছে এটাই হিন্দুধর্ম। নিজের জীবনে এই নীতি মেনে চলি। ধর্মকে গায়ে চাপিয়ে ঘোরার দরকার নেই। যারা হিন্দুধর্মের নীতি মানে না, তাদেরই ধর্মকে গায়ে চাপাতে হয়।

শব্দের গতির চেয়েও দ্রুত এই বিমান, গন্তব্যে পৌঁছাবে কয়েক মিনিটেই

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আলোর গতিবেগ সর্বোচ্চ, সে আমাদের সলেরই জানা। আর তার থেকে কিছুটা কম শব্দের গতিবেগ। এবার এই শব্দের গতি থেকেও যদি জোরে ছোটে কোনও বিমান, তাহলে কেমন হবে? এই ভাবনাটারই বাস্তব রূপ দিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা () এবং বিমান ও বিমানের যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক সংস্থা লকহিড মার্টিন সুপারসনিক বিমান -৫৯ তৈরি করেছে। এটি একটি নতুন প্রজন্মের বাণিজ্যিক বিমান, যা শব্দের গতির চেয়েও দ্রুত। বিশ্বের প্রথম দ্রুততম সুপারসনিক যাত্রীবাহী বিমান ছিল কনকর্ড। এই বিমানটি শব্দের দ্বিগুণ গতিতে উড়তে পারতো, কিন্তু এই সুপারসনিক বিমানটি ২০০৩ সালে শেষ ফ্লাইট নিয়ে উড়তে পেরেছিল। ওই দিন থেকেই এই বিমানের ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যায়। -৫৯-এর একের পর এক পরীক্ষা চলছে। আর তারপরে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা ফ্লাইট নিয়ন্ত্রকদের ডেটা সরবরাহ করবে, যা তাদের বাণিজ্যিক সুপারসনিক ফ্লাইটকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। জানলে অবাক হবেন, -৫৯ শব্দের ১.৪ গুণ বেশি গতিতে উড়তে পারে। এর নকশা, আকার এবং প্রযুক্তিগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যে ওড়ার সময় কোনওরকম আওয়াজ করবে না। নাসার ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাম মেলরয় এই বিষয়ে বলেছেন, ''এটি একটি বিরাট অর্জন, যা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র নাসা এবং পুরো -৫৯ টিমের কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতার কারণে। চলতি বছরের শেষের দিকে বিমানটি প্রথমবারের মতো উড়তে চলেছে। বিমানটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি নির্বাচিত শহরে চালানো হবে। লকহিড মার্টিন স্কাঙ্ক ওয়ার্কসের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল ম্যানেজার জন ক্লার্ক বলেন, প্রতিভাবান, নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী এবং কারিগররা এই বিমানটি তৈরি করতে সহযোগিতা করেছেন। তাদের জন্যই সবটা সম্ভব হয়েছে।

সেতুতে ছবি তোলার হিরিক, কড়া বার্তা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এক সপ্তাহ পেরোতে না পেরোতেই দেশের দীর্ঘতম সেতু যেন হয়ে উঠেছে দেশের দর্শনীয় স্থান! কখনও গাড়ি থামিয়ে দলবলে ছবি তুলছেন হুজুকে জনতা, আবার কখনও নানান পোজে উঠছে পরের পর সেলফিত । এবার সেইসকল চালক এবং আরোহীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল মুম্বই পুলিশ। নিয়ম ভাঙলেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে আইনি পদক্ষেপ। এবার থেকে গাড়ি থামিয়ে অটল সেতুতে ছবি তুললেই এফআইআর করা হবে বলে জানিয়েছে মুম্বই পুলিশ। সে রাজ্যের পুলিশের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু মানুষের আইন ভাঙার ছবি পোস্ট করা হয়েছে। সঙ্গে এক্স হ্যান্ডলে বার্তা দেওয়া হয়েছে, ''আমরা মানছি যে, অটল সেতু 'দেখার মতো একটি বিষয়'। কিন্তু এখানে গাড়ি থামিয়ে ছবি তোলাও অপরাধ। যদি সেতুর উপর গাড়ি থামিয়ে ছবি তোলেন, তা হলে এফআইআর দায়ের করা হবে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সেতুটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারীর নামে সেতুটি নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছিল কেন্দ্র। সমুদ্রের উপর নির্মীয়মাণ ২১ কিলোমিটার লম্বা সেতুটি উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৬ লেনের সেতুর উপর দিয়ে ২১ কিলোমিটার পথ মাত্র ২০ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায়। ১৭,৮৪০ কোটি টাকা খরচে তৈরি সেতুটি গত ১২ জানুয়ারি থেকে আমজনতার জন্য খুলে দেওয়া হবে। আর উদ্বোধনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেতুতে দেদার খাওয়াদাওয়া, এদিক-ওদিক উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, ছবি তোলার দৃশ্য নজরে আসে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেইসব ছবি ভাইরালও হতেই নিন্দার ঝড় ওঠে।দিল্লির সিগনেচার সেতুর মতো এই সেতু নিয়েও প্রথম থেকেই মানুষের উৎসাহ কম ছিল না।

I, (Old Name) TAJERA BIBI W/o- GUL MAHAMMAD SK, Residing at Vill - Tejapara, Post- Palsunda, Ps - Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 732159, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TAJERA BIBI To RABIUN BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RABIUN BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 05/01/2024, RABIUN BIBI and TAJERA BIBI both are Same and one identical person.

I, (Old Name) SADAR DAFADAR S/o- JIARAT DAFADAR, Residing at Vill Umarpaur, Post- Kumari, Ps - Hanskhali, Dist- Ranaghat, Pin- 741502, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SADAR DAFADAR To SADAR ALI DAFADAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SADAR ALI DAFADAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 05/01/2024, SADAR ALI DAFADAR and SADAR DAFADAR both are Same and one identical person.

I, (Old Name) HAKIL SK S/o- ABDUL KALAM SK, Residing at Vill Purbatipur, Post- Purandapur, Ps - Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742171, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HAKIL SK To HABIL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HABIL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 05/01/2024, HABIL SK and HAKIL SK both are Same and one identical person.

I, (Old Name) ROOPALI GOJENDRANATH PAUL W/o- GAJENDRANATH PAL, Residing at Vill Sahebrampur(Ghoshpara), Post- Sahebrampur, Ps - Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROOPALI GOJENDRANATH PAUL To RUPALI PAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RUPALI PAL in all purpose Vide an affidavit No- 489993 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 05/01/2024, RUPALI PAL and ROOPALI GOJENDRANATH PAUL both are Same and one

I, (Old Name) GOJENDRANATH PAUL GOVARDHAN PAUL S/o- GOBARDHAN PAL, Residing at Vill Sahebrampur(Ghoshpara), Post- Sahebrampur, Ps - Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from GOJENDRANATH PAUL GOVARDHAN PAUL To GAJENDRANATH PAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) GAJENDRANATH PAL in all purpose Vide an affidavit No- 489992 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 05/01/2024, GAJENDRANATH PAL and GOJEN-

I SHAHID ANWAR, S/O LATE HAJI MASIHUZZAMA,R/O A34/54-A5, TELIYANA ANSARABAD, VARANASI,DIST VARANASI,UTTAR PRADESH, PIN-221001. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHID ANWER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT SHAHID ANWAR AND SHAHID ANWER ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

I NARGIS KHATUN,W/O SK MAHATAB ALI, R/O VILL SHALUKKHALI, PO GOLAPCHAK, PS SUTAHATA, DIST-PURBA MEDINIPUR, PIN-721658, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARGIS BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD EXECUTIVE MASIGITRATE AT HALDIA ON 15/01/2024.THAT NARGIS KHATUN AND NARGIS BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

I SEKH MAHATAB ALI, S/O SEKH MOHIUDDIN @ SK MOHIUDDIN, R/O VILL SHALUKKHALI, PO GOLAPCHAK, PS SUTAHATA, DIST-PURBA MEDINIPUR, PIN-721658, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MAHATAB ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. EXECUTIVE MAGISTRATE AT HALDIA ON 15/01/2024.THAT SK MAHATAB ALI AND SEKH MAHATAB ALI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

I PRADIP KUMAR MAJUMDER, S/O LATE MANIK LAL MAJUMDER, R/O VILL RABINDRANAGAR, PS JETIA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-741250, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP KUMAR MAZUMDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT PRADIP KUMAR MAJUMDER AND PRADIP KUMAR MAZUMDER ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

I VINIT SEKHSARIA, S/O LATE RAM NIRANJAN SEKHSARIA, R/O 23J, RADHA MADHAB DUTTA GARDEN LANE, PS BELIAGHATA, DIST KOLKATA, PIN-700010, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VINIT KUMAR SEKHSARIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT VINIT SEKHSARIA AND VINIT KUMAR SEKHSARIA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

I SHEIKH ABUL HOSSAIN & SEKH ABUL HOSSAIN, S/O LATE SK ABDUL MANNAF, R/O VILL PASCHIM CHILAMPUR, PO BELUGRAM, PS BAGNAN, DIST HOWRAH, PIN-711303,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABUL HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT SHEIKH ABUL HOSSAIN & SEKH ABUL HOSSAIN AND SK ABUL HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

I ANOWARA BEGAM, W/O SK ABUL HOSSAIN,R/O VILL PASCHIM CHILAMPUR, PO BELUGRAM, PS BAGNAN, DIST HOWRAH, PIN-711303, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANOWARA BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT ANOWARA BEGUM AND ANOWARA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

I AMBIKA NATH BHATTACHRYYA & AMBIKA NATH BHATTACHARJYA, S/O ANADI NATH BHATTACHARYYA, R/O GE-6, KMDA PLOT, 855, RAJDANGA MAIN ROAD, PO EKTP PS KASBA, DIST KOLKATA, PIN-700107. WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMBIKA NATH BHATTACHARYYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT AMBIKA NATH BHATTACHRYYA & AMBIKA NATH BHATTACHARJYA AND AMBIKA NATH BHATTACHARYYA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

I, (Old Name) UPENDRANATH PAUL GOJENDRANATH PAUL S/o- GAJENDRANATH PAL, Residing at Vill Sahebrampur(Ghoshpara), Post- Sahebrampur, Ps - Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742305, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from UPENDRANATH PAUL GOJENDRANATH PAUL To UPENDRANATH PAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) UPENDRANATH PAL in all purpose Vide an affidavit No- 489991 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 05/01/2024, UPENDRANATH PAL

I MD OLIUR RAHAMAN,SON OF LATE ABDUL CHHAMAD, RESIDING AT GANGNIA PARULIA,PO-PARULIA,PS-DEGANGA, NORTH24PARGANAS - 743423,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS OLIAR RAHAMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT 2ND COURT BARASAT ON 15/01/2024.THAT MD OLIUR RAHAMAN AND OLIAR RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

I SAYON RAY, S/O RANJAN KUMAR RAY, R/O 130B, BECHARAM CHATTERJEE ROAD, PO BEHALA, PS PARNASREE, KOLKATA -700034,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAYAN RAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT SAYAN RAY AND SAYON RAY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

I MD MAEENULLA SARDAR, S/O MUCHHCHA KARIM SARDAR, R/O VILL BHABANIPUR, PO CHIMTA KACHARI, PS. HASNABAD, BASIRHAT - 743456,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAEENULLA SARDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT MAEENULLA SARDAR AND MD MAEENULLA SARDAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

I RITA DAS, RESIDING AT 36 LAXMI NARAYAN ROAD,DUMDUM CANTONMENT,PO-UTTAR RABINDRA NAGAR,PS-DUMDUM, KOLKATA - 700065,WEST BENGAL.THAT MY FATHER LATE RAKHAL RAJAK DAS SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATE RAKHAL DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAT RAKHAL RAJAK DAS AND RAKHAL DAS ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি,Jayashree Somnath Bandopadhaya (পুরাতন নাম) স্বামী Somnath Bondopadhaya,ঠিকানা-D21003, Emami City, 2 Jessore Road, Dumdum, P.O. P.S.- Dumdum, Pin-700028, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ১৬/০১/২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jayashree Bondopadhaya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jayashree Bondopadhaya (নতুন নাম) এবং Jayashree Somnath Bandopadhaya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি,Sahadeb Som (পুরাতন নাম) পিতা Siddheswar Some, ঠিকানা-Payel Apartment 11, Bandhabnagar Colony, P.O. P.S.- Dumdum, Dist-North 24 Pgs, Pin- 700028, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sahadeb Some (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sahadeb Some (নতুন নাম) এবং Sahadeb Som (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Biren Chandra Haldar (পুরাতন নাম) পিতা Kartick Halder, ঠিকানা-Lalpur, P.O.- Chakdah, Ranaghat-741222, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Biren Halder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Biren Halder (নতুন নাম) এবং Biren Chandra Haldar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি,Sonu Haldar (পুরাতন নাম) স্বামী Biren Halder, ঠিকানা- Lalpur, P.O.- Chakdah, Ranaghat-741222, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rita Halder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rita Halder (নতুন নাম) এবং Sonu Haldar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি,R.K. Prasad (পুরাতন নাম) পিতা স্বর্গতঃ Budhram Prasad, ঠিকানা-A7, Old Cmeri Colony, C- Zone Durgapur, P.O.- Durgapur, P.S.- Durgapur, Dist- Paschim Bardhaman, Pin-713209, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 15.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ram Krishna Prasad (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ram Krishna Prasad (নতুন নাম) এবং R.K. Prasad (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I REJIYA KHATOON, D/O ABDUL HAKIM KHAN, R/O DAMODACOLLIERY SCHOOL PARA, RANIGANJ (M), BARDDHAMAN, SEARSOLE, RAJBARI, PIN-713358,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJIYA KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT RAJIYA KHATUN AND REJIYA KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

I JABIR KHAN, S/O MAIUDDIN KHAN, R/O DAMODA COLLIERY SCHOOL PARA, BALHURIA, RANIGANJ, RANIGANJ SEARSOLE RAJBARI, BARDDHAMAN, PIN-713358, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAWIR KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT JAWIR KHAN AND JABIR KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

I, Altifur Nehar (old name) D/O Mohammad Habibar Rahaman, Residing at Vill- Maricha, P.O.- Chak Borali, P.S.- Bhangar, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743502, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Latifun Nahar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/01/2024. Latifun Nahar (new name) and Altifur Nehar (old name) both are same identical person

I, Gargi Bagchi Maitra (old name) W/O Ashoke Bagchi, Residing at 78/3, Purbachal Main Road, P.O.- Haltu, Kolkata-700078, P.S.- Garfa, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Gargi Bagchi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/01/2024. Gargi Bagchi (new name) and Gargi Bagchi Maitra (old name) both are same identical person.

I, Samsur (given name) Sk (surname) S/O Sk Rejaul, residing at Vill- Betur, P.O.- Betur, P.S.- Patrasayer, Bankura, 722206, West Bengal, India, have changed my given name surname to surname given name as (shall henceforth be known as) Sk (given name) Samsur (surname) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/01/2024. Samsur (given name) Sk (surname) and Sk (given name) Samsur (surname) both are same identical person.

I BIDUT SAHA, S/O HARIDAS SAHA,R/O PURBA BALIADANG,PO & PS-CHAKDAHA, DIST-NADIA,PIN-741222, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIDYUT SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT BIDYUT SAHA AND BIDUT SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

I MUKESH GUPTA, S/O LATE LALLOO MAL GUPTA, R/O 94, N S C BOSE ROAD, REGENT PARK, KOLKATA - 700040, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUKESH KUMAR GUPTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT MUKESH GUPTA AND MUKESH KUMAR GUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

I ABDUL KHAYER,SON OF SHUKURALI MANDAL, RESIDING AT KAMDEBPUR,AMDANGA, NORTH24PARGANAS - 700125,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHAYER MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT ABDUL KHAYER AND KHAYER MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

I CHANDRANI GUHA CHATTERJEE,WIFE OF BUDDHADEV GUHA, RESIDING AT 45/16A VIVEKANANDA SARANI,MUKTODHARA APARTMENT,PO-HALTU, KOLKATA-700078,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDRANI GUHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT CHANDRANI GUHA CHATTERJEE AND CHANDRANI GUHA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

I ENAMUL HAQUE,SON OF DILAWAR, RESIDING AT 1/A TILJALA SHIBTALA LANE, KOLKATA-700039,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAZI ENAMUL HAQUE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT ENAMUL HAQUE AND HAZI ENAMUL HAQUE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

I SK SABAIR ALI , S/O SK DAWOOD ALI, R/O SARDARATI, CHANDPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743423, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SABIR ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024THAT SK SABAIR ALI AND SK SABIR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

I MURSHIDA BIBI KHATUN, W/O MOKTAR KHAN, R/O VILL BAIDYA PARA, PO & PS RAIDIGHI, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743383.WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MURSHIDA KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/01/2024.THAT MURSHIDA BIBI KHATUN AND MURSHIDA KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I CHING TING LING,WIFE OF LI TAI CHOI, RESIDING AT 119/2B MATHESWAR TALA ROAD,GOBINDA KHATICK ROAD,KOLKATA-700046,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHIU TING LING VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 16/01/2024.THAT CHING TING LING AND CHIU TING LING ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Ajmira Begum D/o Abdulhai Seikh R/o Vill- Chapra New Shantipara, P.O.- Bangaljhi, P.S.- Chapra, Dist- Nadia, Pin-741123 shall henceforth be known as Bulu Bibi. I declare that Bulu Bibi and Ajmira Begum is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16- 01-2024.

Name Change

I, Bhola Nath Khetow S/o Austobasu Kheto R/o Dubir Bheri, P.O.- Karicha, Singur, Hooghly, Pin-712409, W.B, India shall henceforth be known as Bholanath Kheto. I declare that Bholanath Kheto and Bhola Nath Khetow is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-01-2024.

Name Change

I, KAMAL ROY S/O JASHADALAL ROY, R/O- 20M, 3 RD FLOOR, DHAKURIA STATION RD, DHAKURIA, KOLKATA, W.B PIN-700031, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMAL KUMAR ROY. I DECLARE THAT, KAMAL ROY AND KAMAL KUMAR ROY IS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON BY VIRTUE OF AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC, KOLKATA ON 16-01-2024.

Name Change

I, ANAND BARUI ALIAS ANAND S/O BILAS BARAI, R/O- , PURBA PASCHIM PARA, SASHPUR (P), KALNA, KALNA-II, BARDDHAMAN, W.B Pin-713409, shall henceforth be known as ANANDA BARAI. I declare that, ANAND BARUI AND ANANDA BARAI is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-01-2024.

Name Change

I, Shaik Emamul Hock S/O Sk Ali Hossain, R/O- Gotpota, Ratulia, VTC-Gotpota, P.O.- Ratulia, District- Purba Medinipur, W.B Pin-721139, shall henceforth be known as Sekh Enamul Haque. I declare that Shaik Emamul Hock and Sekh Enamul Haque is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-01-2024·

Name Change

I, KALPANA BARAI D/O HARALAL ADHIKARI, W/O ANANDA BARAI R/O- , PURBBA SAHAPUR, PURBA SATGACHIA, KALNA-II, BARDDHAMAN, W.B Pin-712512, shall henceforth be known as KALPANA BARUI. I declare that, KALPANA BARAI AND KALPANA BARUI is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-01-2024.

Name Change

I, Ashok Kumar Banerjee S/o Sibnath Banerjee R/o C3/5, Bharat Co-op Housing Society Ltd, P.O.- Sankrail, P.S.- Sankrail, Makaltala, Howrah-711313 shall henceforth be known as Ashok Banerjee. I declare that Ashok Banerjee and Ashok Kumar Banerjee is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16-01-2024.

Name Change

I, MINTU BARAI S/O ANANDA BARAI, R/O- , PURBA SATGACHHIYA, VTC: PURBBA SAHAPUR, PO- PURBA SATGACHIA, SUB DISTRICT – KALNA-II, DISTRICT – BARDDHAMAN, W.B Pin-712512, shall henceforth be known as MINTU BARUI. I declare that, MINTU BARAI AND MINTU BARUI is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-01-2024.

Name Change

I, PAWAN KUMAR PAREEK S/O VISHWANATH SHARMA, R/O- , VIDYASAGAR PALLY, WARD NO 7, SILIGURI (M. CORP) DARJEELING, W.B Pin-734005, shall henceforth be known as PAWAN KUMAR SHARMA. I declare that, PAWAN KUMAR PAREEK AND PAWAN KUMAR SHARMA is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-01-2024.

Name Change

I , SK Gaffur @ SK Gafur @ Gofur Seikh S/O- Ahani Sekh resident Of Vill- Hetampur, P.O.- Chotkhanda, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713146, shall henceforth be known as 'SEKH GAPHUR' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 16/01/2024

Name Change

I , SK SHOFIK S/O- Gofur Seikh @ SK Gafur @ SK Gaffur resident Of Vill- Hetampur, P.O.- Chotkhanda, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713146, shall henceforth be known as 'SK SAFICK' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 16/01/2024

রেশনে মোদীর ছবিওয়ালা ব্যাগ! খরচ হবে কত জানেন?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশের সমস্ত রেশন দোকানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর থ্রি-ডি কাটআউট বসানোর সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল খাদ্যমন্ত্রক। 'বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে কে? নরেন্দ্র মোদী।' দেশজুড়ে রেশন দোকানে এমন হেডিং তৈরিতে খাদ্যমন্ত্রকের তরফে ২২ কোটি টাকা খরচও ধরা হয়। যা প্রকাশ্যে আসতে জোর বিতর্ক শুরু হয়। এবার ক্রেতাদের রেশনের খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য বিশেষ ধরনের প্লাস্টিকের ব্যাগ দেবে কেন্দ্র। লোকসভা ভোটের আগেই এই ব্যাগ বিলি হবে। জানা গেছে, এক একটি ব্যাগের ধারণ ক্ষমতা থাকবে ১০ কেজি। ব্যাগগুলির গায়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ছবি থাকবে। এমনকী কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের সম্পর্কেও বিস্তারিত লেখা থাকবে ব্যাগের গায়ে। সূত্রের খবর, এজন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে খাদ্যমন্ত্রক। লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় থাকা ২০.০৩ কোটি জনতার হাতে এই ব্যাগ পৌঁছে দিতে চাইছে কেন্দ্র।

মাঘের শীত বাঘের গায়ে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে গোটা শিলিগুড়ি

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি ঃ মকর সংক্রান্তির পরের দিন মাঘ মাসের সূচনায় কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে শিলিগুড়ি। বিগত কিছুদিন ধরেই লক্ষ করা যাচ্ছিল বিশেষ তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। দিনের বেলায় কিছুটা উষ্ণতার আভাস মিল ছিল কিন্তু গতকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সাথে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ও পাল্লা দিয়ে পতন ঘটেছে। এদিন সকাল থেকেই ছিল ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন গোটা শহর। বেলা বাড়লেও রোদের দেখা মেলেনি। সকাল থেকেই উত্তরে হাওয়া দাপট ছিল। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার খুব একটা ফারাক হয়নি। দিনের বেলাতেও আগুন পোহাতে দেখা গেছে অনেককেই। কনকনে ঠান্ডা হাত থেকে বাঁচতে অনেকেই দেখা যায় আগুন পোহাতে। প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে এদিন সকাল থেকেই রাস্তায় খুব একটা লোকজন চোখে পড়েনি। দোকান বাজারগুলোতেও প্রায় জনশূন্য পরিস্থিতি। খুব একটা প্রয়োজন না হলে বাড়ি থেকে বের হননি বিশেষ কেউ। কথায় বলে মাঘে শীত বাঘের গায়ে, সেই শীত অনুভব করতে শিলিগুড়ি।

ঘন কুয়াশার চাদড়ে মুড়ে রয়েছে ডুয়ার্স

১৬ জানুয়ারি ঃ ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে রয়েছে গোটা ডুয়ার্স। মঙ্গলবার সকাল থেকেই দেখা নেই সূর্যের দেখা নেই। ডুয়ার্সের হাসিমারা, আলিপুরদুয়ার শহর, ভুটান সীমান্ত জয়গাঁ সহ ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকলো গোটা আলিপুরদুয়ার জেলা।এদিন ভোর থেকেই জেলায় বেশিরভাগ জায়গায় দৃশ্যমানতা ছিল অনেকটাই কম।ঘন কুয়াশার জেরে জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে রাজ্য সড়ক সবটাই ঢেকে গেছে। যার কারনে অন্যান্য দিনের তুলনায় যানবাহনের গতিও ছিল কম। কনকনে শীতের হাত থেকে বাঁচতে জীবন জীবিকার সন্ধানে ঘরের বাইরে আসা মানুষের সম্বল আগুন, এদিন জেলার বিভিন্ন স্থানে পথের ধারে আগুন জ্বেলে শরীরকে সচল রাখতে দেখা যায় অনেককে।

অবশেষে মালদা বাসি স্বপ্নপূরণ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জানয়ারি ঃ অবশেষে মালদা বাসি স্বপ্নপূরণ। মালদার টাউন স্টেশনের উপর দিয়ে শুরু হলো রাজধানী এক্সপ্রেসের পরিষেবা। আগরতলা দিল্লি আনন্দবিহার রাজধানী এক্সপ্রেস মালদার ওপর দিয়ে যাতায়াত করবে। মালদা ডিভিশনের অন্তর্গত মালদা টাউন ভাগলপুর ও জামালপুর এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের কোটাও থাকবে। এতদিন গৌহাটি রাজধানী এক্সপ্রেস মালদা জেলার উপর দিয়ে গেলেও তা মূল মালদা টাউন স্টেশনের উপর দিয়ে যেত না তা কাঠিয়ার হয়ে দিল্লি চলে যেত। দীর্ঘদিন ধরে মালদা বাসির দাবি ছিল এই ট্রেনটি চালু করা হয়।। অবশেষে সেই স্বপ্ন সফল হলো। এদিন মালদা টাউন স্টেশনে বেলা তিনটের সময় এই ট্রেনটিকে ফ্ল্যাগ march করেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ইংরেজ বাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রী রুপা মিত্র চৌধুরী,পুরাতন মালদার বিধায়ক গোপাল সাহা ও পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের ডিআরএম বিকাশ চৌবে। তিনটে ১০ মিনিটে ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশন থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ ফের উত্তেজনা, আহত এবিভিপির ছাত্র

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়া, ১৬ জানুয়ারি ঃ ফের একবার উত্তেজনা ছড়ালো নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে। ঘটনায় গুরুতর আহত, চার। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ ক্যাম্পাসে। উত্তেজনা ছড়ালো ABVP ও TMCP দুই ছাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে। ,ঘটনায় আহত হয় ABVP ছাত্র সংগঠনের মোট চারজন সদস্য। ঘটনায় আক্রান্তদের গুরতর আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হয় নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে, সেখানেই চলে তাদের চিকিৎসা। জানা যায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হলে শক্তি নগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ABVP র নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের সহ সভাপতি কৃষ্ণেনন্দু মল্লিককে,এছাড়াও আহত হয়েছে আরও তিন ছাত্রী। ঘটনা প্রসঙ্গে ABVP নদীয়া উত্তরের সংযোজক শুভ সাহা জানান প্রতিদিনের মতো এদিনো কলেজে সকল ছাত্র ছাত্রী দের মতো আমাদের সংগঠনের ভাই বোনেরা যায় তাদের কোন কাজে,কিন্তু পূর্ব পরিকল্পিত ভবে TMCP ছাত্র সংগঠন থেকে, বহিরাগতদের নিয়ে আচমকাই হামলা করে যেখানে আমাদের তিন বোন সহ এক ভাই গুরতর আহত হয়, তাদের থেকে জানতে পারি সামগ্রিক ঘটনা ঘটে পুলিশের সামনেই,,,পাশাপাশি তিনি আরও জানান ইউনিয়নের ঘর থেকে রড সহ বিভিন্ন ভাড়ি বস্তু দিয়েও আক্রমণ চালানো হয় ABVP সমর্থকদের ওপর। আর আমরা এই ঘটনার জন্য সরাসরি প্রিন্সিপালকেই দায়ী করছি এবং আগামী দিনে কোন ছাত্র ছাত্রীর কিছু হলে তার দায়ী হবে প্রিন্সিপাল। প্রিন্সিপালকে জবাব দিতে হবে কলেজের ভিতরে কিভাবে TMCP অস্ত্র নিয়ে মজুত করে, এর জবাব তাকে দিতে হবে,যদিও সামগ্রিক ঘটনার পর ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী? জল্পনার মাঝে যা জানালেন পরেশ অধিকারী!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বঙ্গ রাজনৈতিক মহলের অন্দরে জল্পনা, বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক তথা রাজ্যে প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারী। এরপরেই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। তবে কি উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের বড়সড় ধাক্কা! এবার এই নিয়ে প্রথম এই সময় ডিজিটালে মুখ খুললেম পরেশ। এপ্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, এই যাবতীয় গুজব ভিত্তিহীন। বিজেপিতে যোগদান করছেন না তিনি। তাঁর আরও সংযোজন, 'শুভেন্দু অধিকারীর সভার আগে এই সমস্ত গুজব ইচ্ছাকৃতভাব রটানো হচ্ছে। আমি বিজেপিতে যোগদান করছি না।'উল্লেখ্য, আগামী ১৯ জানুয়ারি মেখলিগঞ্জে সভা করার কথা রয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু

অধিকারীর। শোনা যাচ্ছিল, এই দিনই নাকি তাঁর হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাবেন উত্তরবঙ্গের এই দাপুটে নেতা। যদিও যাবতীয় গুঞ্জন খারিজ করে দিয়েছেন পরেশ স্বয়ং। উল্লেখ্য, এই গুঞ্জন প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, 'এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। বিজেপির এই অভ্যাস আছে। যাঁদের বিরুদ্ধে CBI-ED অভিযোগ থাকে তাঁদের দলে নিতে বিজেপি চাপ দেয়। কিন্তু, পরেশ অধিকারীরকে নিয়ে এই মুহূর্তে কোনও মন্তব্য করছি না। আমার মনে হয় পরেশবাবু নিজেই কিছু বলবেন।' এদিন পরেশ বাবু পরিস্কার জানিয়ে দেন তিনি কোথাও যাচ্ছেন না।

'স্বজল গ্রাম'-র হোর্ডিং তো আছে!জল কী আদোও পৌঁছেছে?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কেতুগ্রাম-২ ব্লকের সীতাহাটি পঞ্চায়েতের শাখাই কে সজল গ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রামজুড়ে লাগানো হয়েছে হোর্ডিং। কিন্তু সব বাড়িতে জলের ব্যবস্থা কোথায়, উঠছে প্রশ্ন।স্থানীয় পঞ্চায়েতের বক্তব্য, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ থেকে এই হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের কিছু জানানোই হয়নি। ব্লকের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের পাল্টা বক্তব্য, প্রধানের সম্মতিতে তার সইয়ের পরই সজল গ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে এই ঘটনাকে সামনে রেখে শুরু রাজনীতির কচকচানিও।বিজেপির দাবি, কেঃদ্র টাকা দিচ্ছে। অথচ এসব চলছে। কেঃদ্রকে তা জানানো হবে। স্থানীয় বিজেপি নেতা অরবিঃ দ দে বলেন, এখানে সব বাড়িতে জল নেই। অথচ সজল ধারা বোর্ড লাগানো হয়ে গেল গ্রামে। কেঃদ্রের সরকারের টাকা নয়ছয় করছে। আমরা জানাব এটা। ব্লক জনস্বাস্থ্য আধিকারিক হায়দার আলি বলেন,

সজল গ্রামের প্রথম সইটা কিন্তু প্রধানই করেছেন। কানেকশন বাকি আছে সেটা আমি জানি। কিছু বাড়িতে জল পড়ে না, সেটাও শুনেছি। ওখানে আলাদা করে মিনি প্রজেক্টও করা হবে। কিন্তু রাতারাতি গ্রামময় হোর্ডিং কারা লাগাল? হায়দার আলি বলেন, তাঁরা জানেন না। সাবডিভিশন থেকে এজেন্সি মারফত করা হতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।উপপ্রধান প্রবীর দাস বলেন, দিনেরবেলা এসেছিল হোর্ডিং লাগাতে। বলল এজেন্সির লোক। আমি আবার বলি, সব বাড়িতে জল নেই। এই বোর্ড লাগাতে না। এরপর রাতের অন্ধকারে এসে লাগিয়ে চলে গিয়েছে। এটা পিএইচই করেছে। সব বাড়িতে জল না গেলে এই হোর্ডিং তো লাগানো যায় না।

বিড়ি শ্রমিকরা ডিএম অফিসে বিক্ষোভ দেখালো

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ জানুয়ারি ঃ বারং বার স্মারক লিপি প্রদান করলেও , আমাদের দাবি পূর্ণ হচ্ছে না । এরূপ বক্তব্যকে সামনে রেখে , আজ কুচবিহারের ডিএম অফিসার সামনে পথযাত্রার মাধ্যেমে বিক্ষোভ ও স্মারলিপি প্রদান কর্মসূচি করে থাকে, কুচবিহারের বিড়ির শ্রমিকরা । এই বিষযে. স্মারকলিপি প্রদান কারি এক ব্যাক্তি জানান যে , কাজের বিনিময়ে .যে পারিশ্রমিক দরকার টা পাচ্ছে না , বিড়ির শ্রমিকরা । বিড়ির শ্রমিকদের নানা অসুবিধার সম্মুখে পড়তে হচ্ছে প্রায় প্রত্যেকদিন। আমাদের বিভিন্ দাবী নিযে, আমরা এর আগেও স্মারকলিপি প্রদান করেছিলাম ডিএম সাহেবকে কিন্তু তা কার্যকরী হযনি । যদি এরুপ আমাদের সাথে বঞ্চনা হতে থাকে, তবে আমরা আরো বৃহকার আন্দোলনে নামবো

জনসংযোগ সারছেন দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১৬ জানুয়ারি ঃ লোকসভা নির্বাচনের এখনো দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি তবে তার আগে প্রতিনিয়ত দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন জায়গাতে জনসংযোগ সারছেন দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি তথা জি২০ এর চিফ কর্ডিনেটর হর্ষবর্ধন শৃঙ্গা। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির মালাগুড়ি এলাকায় অবস্থিত হনুমান মন্দিরে এসে পূজো দেওয়ার পাশাপাশি এলাকার মানুষের সাথে জনসংযোগ সারেন তিনি। এদিন সংবাদমাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন তিনি দার্জিলিং জেলারই বাসিন্দা। দার্জিলিং এর মানুষের দাবি দীর্ঘদিনের সেই দাবী পূরণ হওয়া উচিত।

ডুয়ার্সের পিকনিক স্পটে মানুষের ঢল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জানুয়ারি ঃ ডুয়ার্সের পর্যটন কেন্দ্রে চলতি মরশুম থেকেই দেখা যাচ্ছে পর্যটকদের ঢল। বিশেষ করে জানুয়ারি মাসের রবিবার গুলিতে ডুয়ার্সের বিভিন্ন পিকনিক স্পট গুলিতে উপচে পড়ছে মানুষের ভিড়। লাটাগুড়ি গরুমারা জলদাপাড়াতে রবিবার ও ছুটির দিনগুলোতে মানুষের ঢল নামছে। প্রসঙ্গত ডুয়ার্সের অন্যতম সেরা পিকনিক স্পট হলো রকি আইল্যান্ড। এই পিকনিক স্পট এর প্রতি মানুষের আগ্রহ। এই পিকনিক স্পট এর মূল আকর্ষণ হল নদীর মধ্যে বড় বড় পাথরের অবস্থান। আশেপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অত্যন্ত মনোরম। তবে উল্লেখ্য এবার এই পিকনিক স্পটকে রীতিমতো পাল্লা দিচ্ছে মেটেলি ব্লকের অন্তর্গত সামসিং লালিগুরাস পিকনিক স্পট। এই পিকনিক স্পট এর সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে প্রচুর মানুষ সপ্তাহের রবিবার অথবা ছুটির দিনগুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন। অনেকেই রকে আইল্যান্ডের পরিবর্তে চলে যাচ্ছেন এই পিকনিক স্পটে। দুর্দান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ সবমিলিয়ে সকলের কাছে ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই পিকনিক স্পট।

মালদায় এক টোটো চালকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জানুয়ারি ঃ ফের মালদায় রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার এক টোটো চালকের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনী এলাকায়। মৃতদেহ আনা হলো ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে।মৃত টোটো চালকের নাম সঞ্জয় চৌহান বয়স(২২)বছর। পরিবারে রয়েছে স্ত্রী প্রিয়াংকা চোহান ও এক মেয়ে। সঞ্জয় পেশায় একজন টোটো চালক। মৃত টোটো চালকের বাড়ি বালুরঘাটের কাদিরপুর বটতলা এলাকায়। কর্মসূত্রে বিয়ের পর থেকেই সঞ্জয় শ্বশুরবাড়ি মালদা জেলার নেতাজি কলোনি এলাকায় থাকতেন পরিবার নিয়ে। অন্যান্য দিনের মতো গতকালকেও টোটো চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে কে বা কারা তাকে রাস্তায় ধরে বেধড়ক মারধর করে ধারলো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে সারা শরীরে। পরিবারের লোকেরা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে আজ সকালে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে জরুরি বিভাগে চিকিৎসকেরা ওই টোটো চালককে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরিবারের অভিযোগ কে বা কারা হয়তো রাস্তায় ওই টোটো চালককে বেধরক মারধর করে গলায় ব্লেড ও সারা শরীরে ব্লেড মেরে আঘাত করে বলে অভিযোগ। পরিবারের আরো দাবি থাকে খুন করে লুটপাট করে রাস্তায়। এই বিষয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মৃতের পরিবারের তরফ থেকে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Ex.Eng. (WS), BPS invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/WS/BBPS/23-24/15/1st Call Name of work : **Restoration of Pumping System by installing 03 Nos. 20 HP Submersible Pump at Behala BPS in Ward-128.** Estimated Amount : **Rs.2,87,961.00.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.** Period of Completion : **21 Days.**

2. NIT NO. : KMC/WS/BBPS/23-24/14/1st Call Name of work : **Supply, isntalation and commissioning of 3 Nos. of 2.0 TR Split Type Air Conditioners for HT Panel Room and Control Room at Behala BPS in Ward 128.** Estimated Amount : **Rs.2,87,623.76.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.** Period of Completion : **15 Days.**

3. NIT NO. : KMC/WS/PPBPS/23-24/02/1st Call Name of work : **Improvement of performance with supply of spares and accessories of 11 KV Motor Feeder Panels at Prafullapark BPS.** Estimated Amount : **Rs.2,30,718.34.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

4. NIT NO. : KMC/WS/BBPS/23-24/19/1st Call Name of work : **Installation of Light Fittings at Behala BPS.** Estimated Amount : **Rs.2,96,095.64.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **7 Days.** Start date of Submission of Bid : **20.01.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** Last date of Submission of Bid : **07.02.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** Tender will be opned on : **09.02.2024 at 2 p.m.(for Sl.No.1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 4).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 4).**

The Dy. C.E.(M)/Sewer cleansing wing under S&D Department, invite tender online quotation two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/S_D/SCD(S)/2023-2024/11 Name of work : **Thorough overhauling & repairing of bucket machine set engine no. (11-12) with allied works under M.S.C.D. (South).** Estimated Cost : **Not Applicable.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **07 Days.** Last date and time of submission of Bid : **29.01.2024 at 1.30 p.m.** Bid opening date for technical proposal : **31.01.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **20.01.2024 at 9 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. C.E.(SWM-I), KMC invites tender percentage rate two bid systems for following works :-

1. NIT NO. : KMC/SWM-I/EE/MG/06/23-24 Name of work : **Construction of battery operated Hydraulic Dumper (BOHD) Shed, at Garden Reach Road, near KMC Pay & Use Toilet, under SWM-I Department, in Ward No.137, under Br.-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.3,70,685.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Time of Completion : **30 Days.**

2. NIT NO. : KMC/SWM-I/DDG/M/09/23-24 Name of work : **Construction of Collapsed Boundary Wall infront of Dozer Shed at Dhapa Dumping Ground.** Estimated Amount : **Rs.2,94,266.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Completion Time : **20 Days.**

3. NIT NO. : KMC/SWM-I/BR-IV/03/23-24 Name of work : **Protection of Compactor Station and other Ancillary Civil Works at Nimtala Ghat Compactor Station in Ward No.21 under Borough-IV.** Estimated Amount : **Rs.2,70,694.00.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Completion Time : **10 Days.** Price of tender : **Nil (for Sl.No. 1 to 3).** Bid submission start (online) date : **15.01.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1) and 22.01.2024 at 1 p.m. (for Sl.No. 2 & 3).** Bid submission closing (online) date : **25.01.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1).** Bid opening for technical proposal (online) date : **27.01.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1).** Last date and time of Bid submission (online) : **29.01.2024 at 1 p.m. (for Sl.No. 2 & 3).** The tender documents will be available on and from **13.01.2024 at 6 p.m. (for Sl.No.1) and 18.01.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** The website **https://wbtenders.gov.in and www.kmcgov.in (for Sl.No.1) and http://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 2 & 3).**

The Controlling Officer/EWS invites e-Tender for the following work :-

NIT NO. : KMC/ET/22/CL/02/2023-2024 Name of work : **Proper checking, servicing and thorough maintains the lubricating system and other allied works of heavy duty very old model machines under EWS.** Estimated Cost : **Rs.2,13,519.00.** Earnest Money : **Rs.4,500.00.** Last Date and Time of Submission of Bid (online) : **25.01.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The D.G.(S&D), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/(S_D)/VIII/23-24/04 Name of work : **Restoration and raising of M.H. and Gullypit at different places under Br.-VIII.** Estimated Cost : **Rs.3,70,778.71.** Earnest Money : **Rs.7,500.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT NO. : KMC/SANDD/TDPS/12/23-24 (1st Call) Name of work : **Dismantling, repairing, overhauling and re-installation with replacement of worn out components of 1670 LPS vertical pump unit no.1 at Topsia Point A Drainage Pumping Station.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money : **2% of quoted rate.** Period of Completion : **21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **29.01.2024 at 3 p.m. (for Sl.No.1) and 31.01.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.2).** The bid forms and other details are available on and from **19.01.2024 at 3 p.m. (for Sl.No.1) and 20.01.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen **(for Sl.No.2).**

The Dy. C.E(E)/S&D, KMC invites item rate two bid system e-tender for following works :-

1. NIT NO. : KMC/S_D/KGPS-10/23-24 Name of work : **Repairing and Overhauling of 445 LPS capacity pump unit no.3 at Keorapukur MPS under Kudghat Unit/S&D Department.** Estimated Amount : **Open to be quoted by the participating party.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT NO. : KMC/S_D/KGPS-11/23-24 Name of work : **Supply, fitting, fixing of 03 Nos. 200 mm Dia Double Flange Non Return Valve at Canal Road under Kudghat Unit/S&D Department.** Estimated Amount : **Open to be quoted by the participating party.** Earnest Money : **Rs.4,650.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last date & time of submission of bid : **25.01.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The Bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The website : **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (O&M-III), GRWW, KMC invites e-Tender for the following work :-

NIT NO. : EE/O-M-III/20OF2023-24/11/2 Name of work : **Renovation of Flocculator Motor with Allied Accessories for Clariflocculator No-4 at WTP-1, GRWW.** Estimated Amount : **Rs.2,89,492.00.** Earnest Money : **Rs.5,790.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **25.01.2024 at 2 p.m./ 27.01.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://wbtenders.gov.in**

1283 / 23-24

সাগর সঙ্গমে পৌষের শেষ রাত্রে মকর সংক্রান্তির পূণ্যস্নানের মাধ্যমে তীর্থ যাত্রীদের পরিষেবা কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, ১৬ জানুযারি ঃ দ্যা ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি'র (ইমস্চ) এর উদ্যোগে ১২ ই জানুয়ারী ২০২৪ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অর্ন্তগত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধীন লট নং-৮ সাগর মেলা পুন্য স্নানের মাধ্যমে তীর্থযাত্রীদের বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, গৃহ পরিবেশের স্বাস্থ্য বিধান পরিষেবা, বিনামূল্যে ফল, দুধ, শুকনো খাবার, মধ্যাহ্ন আহার পরিষেবা তৎসব স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মলমূত্র ত্যাগ ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অপসারণ ব্যবস্থা এবং বজ্য জলের পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় ১০৪৬ জন পূণ্যার্থী অংশ নেয়। ১৩ই জানুয়ারী, ২০২৪ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অর্ন্তগত দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার অধীন কুচবেরিয়ায় সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে মানুষের আস্থা এবং আবেগের এক চিরন্ন মেলবন্ধন গঙ্গাসাগর। বঙ্গোপসাগরের অনন্ত জলরাশির সঙ্গে যেখানে এসে মিশেছে পবিত্র গঙ্গা, সেই সাগর সঙ্গমে পৌষের শেষ রাত্রে মকর সংক্রান্তির দিন পূন্য স্নানের মাধ্যমে তীর্থ যাত্রীদের পূন্য লাভের মধ্য দিয়ে নিজেদের ধার্মিক বিশ্বাসের উপর আস্থা রেখে তাহারা পূন্য স্নান করেন। এই বিশেষ তিথি লগ্নে উক্ত পূণ্যার্থীদের দুধ, ফল, শুকনো খাবার, রান্না করা খাবার বিতরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ১৪৫২ জন তীর্থযাত্রী অংশগ্রহণ করে। গঙ্গাসাগর মেলা ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ধর্মকেঃদ্রিক মেলাগুলির মধ্যে একটি। লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃংদপ্রতিবছর ভারতবর্ষ এবং বিদেশের দুর দুরান্ থেকে আসেন পুন্যস্নানের জন্য। বিভিন্ন রকমের মানুষ, বিভিন্ন জাতি এবং তাদের বিভিন্ন রকমের ভাষা ক্তিন্ গন্ব্য এক গঙ্গাসাগর। ১৪ জানুয়ারী, ২০২৪ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অর্ন্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধীন চেমাগুড়ি সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে মুড়ি গঙ্গা নদী পার হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সকল গঙ্গাসাগর পূণ্য

স্নান পূন্যার্থীদের বিনামূল্যে আশ্রয় তৎসহ মধ্যাহ্নভোজ এবং নৈশভোজ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ১৫৮৪ জন পূন্যস্নান পূন্যার্থী অংশ নেয়। কোলকাতা থেকে প্রায় ১২৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রান্ত করে গঙ্গাসাগরে পাড়ি দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ পূন্যার্থী। সাগর সঙ্গমে ঢোকার সময়ে ১০০ মহিলার শঙ্খের পবিত্র ধ্বনিতে এবং পুরোহিতদের পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে আরতির পুন্যঅগ্নীশিখা ছড়িয়ে দিল পূন্যার্থীর মনে। ১৫ই জানুয়ারী, ২০২৪ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অর্ন্তগত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধীন সাগরদ্বীপে পুন্যার্থী দের বিনামূল্যে চিকিৎসা, শুকনো খাবার, ফল, মিষ্টি বিতরণ কর্ম শালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৩৭২৬ জন পুন্যার্থী অংশগ্রহণ করে। পুরাণ মতে , সাগর রাজা ৬০ হাজার সন্তানকে জীবন ফিরিয়ে দিতে ভগীরথ মর্তলোকে গঙ্গাকে নিয়ে এসেছিলেন। তাই মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা এবং সাগরের সঙ্গমে স্নান করলে অসীম পূন্যের কথা বর্ণিত হয়েছে পুরাণে। গঙ্গাসাগর মেলা পূর্ব ভারতে বৃহত্তম এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মিশনের মহাসচিব তথা ভারতীয় গোয়েন্দা এবং তদন্ত সংস্থার (আই. ডি. আই. ও) মুখ্য সচিব শ্রী দেবাশীষ ঘোষ, মলি বাগ্চী- সভাপতি, দ্যা ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি'র (ইমস্চ), শ্রী কানাইহা কুমার- সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সাগর, শ্রী রিত গোস্বামী-সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, কাকদ্বীপ, শ্রী সুমিত গুপ্তা- জেলা শাসক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডঃ মুক্তি সাধন মাইতি-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডাঃ জয়দীপ মুখার্জী, ডাঃ অভিজিং চ্যাটার্জী, ডাঃ দেবব্রত রায়, শ্রী অর্ণব ব্যানার্জী, শ্রীমৎ স্বামী মৃন্ময়ানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী শিবাব্রতনন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী আত্মাপ্রিয়ানন্দ মহারাজ প্রমুখ।

একশো টেস্ট খেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাহানে, দলে ফেরা সম্ভব?

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টানা দু-বার টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত। ২০১৮-র সিরিজ জয় বিশেষ তাৎপর্য ছিল। সে বারই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের টেস্ট জয়। বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ইতিহাস গড়েছিল ভারতীয় দল। তবে গত সিরিজটাও একইরকম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এরও বিশেষ কারণ রয়েছে। বিদেশের মাটিতে প্রথম বার গোলাপি বলে দিন রাতের টেস্ট খেলেছিল ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে মাত্র ৩৬ রানে অলআউটের লজ্জা। এরপরও সিরিজ জিতে ফিরেছিল ভারত। সেটা হয়েছিল অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বে। ভারতীয় দলে এখন যদিও ব্রাত্য। রাহানে অবশ্য স্বপ্ন দেখছেন একশো টেস্ট খেলার। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম টেস্ট খেলে দেশে ফিরেছিলেন নিয়মিত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। অজিঙ্ক রাহানের সেঞ্চুরি এবং অনবদ্য নেতৃত্ব। দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সমতা ফেরায় ভারত। সিডনিতে চোয়ালচাপা লড়াইয়ে ড্র। ব্রিসবেন টেস্টে মহাকাব্যিক জয়। কার্যত বি টিম নিয়ে সিরিজ জিতেছিল রাহানের ভারত। দীর্ঘ সময় সহ অধিনায়ক ছিলেন, নেতৃত্বও দিয়েছেন। আবার বাদও পড়েছেন, ফিরেও এসেছেন। এ বার সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। দীর্ঘ ১৮ মাসের বিরতিতে সরাসরি গত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে খেলেছিলেন রাহানে। দুই ইনিংসেই ব্যাট হাতে অবদান রেখেছিলেন। ভারত যদিও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেও স্কোয়াডে ছিলেন রাহানে। সীমিত সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। সে সময় ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর বলেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় রাহানের মতো অভিজ্ঞ ব্যাটারকে প্রয়োজন। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে স্কোয়াডে জায়গাই হয়নি রাহানের! এমনকি ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই টেস্টের স্কোয়াডেও নেই। এর থেকেই যেন পরিষ্কার হওয়া যায়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইতি। রাহানে অবশ্য হাল ছাড়ছেন না। রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বইয়ের অধিনায়ক তিনি। চোটের কারণে প্রথম ম্যাচ খেলতে পারেননি। দ্বিতীয় ম্যাচে দল জিতলেও ব্যাটার রাহানের অবদান শূন্য। ৮৫টি টেস্ট খেলা রাহানে বলছেন, ''রঞ্জি ট্রফিতে ভালো পারফর্ম করা যেমন লক্ষ্য, তেমনই আমার নজরে আরও বড় দিক। দেশের হয়ে একশো টেস্ট খেলতে চাই। মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে এক পা করে এগতে চাই।'' রাহানের চাওয়া বা এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে ৩৫ বছরে দল থেকে বাদ পড়ার পর আর ফেরাটাও কঠিন।

ইস্টবেঙ্গলে আসছেন বাংলাদেশের 'পোস্টার গার্ল' সানজিদা

মনে করাচ্ছেন মুন্নাদের স্মৃতিকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারিঃ একটা সময় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে নিজেদের কৃতিত্বে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন মুন্না, আসলামরা। লাল হলুদ জার্সিতে একের পর এক সাফল্য পেয়েছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন লাল হলুদ সমর্থকদের নয়নের মণি। এবার মহিলাদের আই লিগে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলতে আসছেন বাংলাদেশ ফুটবলের পোস্টার গার্ল সানজিদা আক্তার। ময়মনসিংহের কলসিন্দুরের এই মেয়েটি ইতিমধ্যেই তারকা ঢাকা লিগে। তিনি আদতে মিডফিল্ডার হলেও গোল করতেও সমান সিদ্ধহস্ত। লাল হলুদ কর্তারা মনে করছেন, সানজিদা চলে এলে দল আরও শক্তিশালী হবে। এর আগে বাংলাদেশের কোনও মহিলা ফুটবলারকে নেয়নি ময়দানের ক্লাব। ২০ বছরের মেয়েটি সেদিক থেকে ইতিহাস তৈরি করছেন। যেহেতু ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে বাংলাদেশ ফুটবলের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে, তাই সানজিদাকে তারা নিতে পেরেছে। কলকাতা ফুটবলে সানজিদাই প্রথম কোনও মহিলা বিদেশি তারকা। মূলত তিনমাসের চুক্তি করা হয়েছে। প্রতি মাসে লক্ষাধিক টাকা তাঁকে দেওয়া হবে। সানজিদা গত তিনবছর ধরে খেলেছেন বসুন্ধরা কিংসের হয়ে। যে ক্লাবের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের মৌ চুক্তিও হয়েছে। একটা সময় লাল হলুদের হয়ে মুন্না, আসলামদের খেলায় মাতোয়ারা হতো গ্যালারি। সেই স্মৃতি ফিরিয়ে সানজিদা কতটা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন, সেটাই এখন দেখার। সানজিদা হলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় তারকা, যিনি সোশ্যাল মাধ্যমেও সমান সক্রিয়। তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টেও ফলোয়ার্স প্রায় ৫০ হাজার। তিনি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ''লাল হলুদ ক্লাবের হয়ে খেলাটা আমার কাছে স্বপ্ন। আমি নিজের সেরাটা দিতে চাই আই লিগে।''

যারা মস্তানি করবে তারাই জিতবে ডার্বি

শুরু হয়ে গেল মোহন-ইস্ট কথার লড়াই

ভুবনেশ্বর, ১৬ জানুয়ারিঃ শুক্রবার ১৯ জানুয়ারি ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা ডার্বি। সেই ম্যাচের আঁচ পড়েছে কলকাতার ময়দানে। শুরু হয়ে গিয়েছে দুই ক্লাবের কথার লড়াই। মরশুমে এই নিয়ে তৃতীয়বার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতা ফুটবলের ডার্বি।

এর আগে ডুরান্ড কাপে দুবার মুখোমুখি হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। গ্রুপ পর্বের ডার্বি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। যদিও ডুরান্ড ফাইনালে ডার্বি জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান। ফলে চলতি মরশুমে এখনও ডার্বির ফল ১-১। সুপার কাপে গ্রুপ পর্বের ডার্বি এখন দুই দলের কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গ্রুপ থেকে একটিই দল সেমিফাইনালে যাবে। ডার্বিতে যে দল জিতবে সেই সেমিফাইনালে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও ড্র হলে ইস্টবেঙ্গল নক আউটে উঠে যাবে। মোহনবাগানকে জিততেই হবে। সুপার কাপে নিজেদের প্রথম দু-ম্যাচে তুলনামূলক ভালো খেলেছে ইস্টবেঙ্গল। ডার্বিতেও নিজেদের বিধ্বংসী পারফরম্যান্সের বজায় রাখতে চায় লাল হলুদ ব্রিগেড। শুক্রবারের ডার্বি প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, ''ডার্বিতে যে মস্তান সে জিতবে। আমার ছেলেরা যদি মনে করে ডার্বিতে মস্তানি করব, তাহলে জিতব।'' ইস্টবেঙ্গল কর্তা আত্মবিশ্বাসী হলেও মোহনবাগান শিবির যেন কিছুটা শান্ত! মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত দলের আসল ছবিটা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ''আমাদের ৮ জন ফুটবলার নেই। ৭জন জাতীয় দলে। আর আশিকের চোট। আরও তিন ফুটবলার চোটের কবলে। মোট ১১ জন ফুটবলার বাইরে। এটা প্রথম একাদশের চেহারা। তাতে যদি মস্তানি করতে না পারে, কবে করবে? এখন টিমটা নেই বলেই মস্তানি করার স্বপ্ন দেখছে। সেখানে ওদের ফুল টিম। আর এই টিম নিয়ে যদি মস্তানি করার সুযোগ না হত, তাহলে ওদের টিম না করলেই ভালো হত। এতগুলো প্লেয়ার নেই। আমরা নিশ্চয়ই এখন হ্যান্ডিক্যাপ।'' আসলে আসন্ন ডার্বির আগে বেশ চাপে রয়েছে মোহনবাগান। আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিক দিয়ে বছর শেষ করেছিল মোহনবাগান। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কোচ জুয়ান ফেরান্দোকে। মরশুমের শুরু থেকে টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের দায়িত্ব সামলানো আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে কোচ করা হয়েছে। সুপার কাপে প্রথম দু-ম্যাচে বেঞ্চে না থাকলেও ডার্বিতে থাকবেন তিনি। মঙ্গলবারই টিমের সঙ্গে যোগ দেন হাবাস। দলের ফুটবলাররাও চোট আঘাতে জর্জরিত। এর পাশাপাশি জাতীয় শিবিরে রয়েছেন একাধিক ফুটবলার। এমন অবস্থায় সবুজ মেরুন শিবির কী করে সেটাই দেখার। এদিকে ধারাবাহিকতাতে বেশ কিছুটা এগিয়ে লাল-হলুদ শিবির। আইএসএল এবং সুপার কাপ মিলিয়ে টানা অপরাজিত তারা।

অস্ট্রেলিয়ায় অঘটন!

৩২ নম্বরকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারতের সুমিত নাগাল

মেলবোর্ন, ১৬ জানুয়ারিঃ বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম ইভেন্টে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়ের দাপট। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে জিতে মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছিলেন সুমিত নাগাল। এর আগেও বেশ কিছু টুর্নামেন্টে স্মরণীয় জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। তবে এ বারের জয় স্পেশাল। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে আলেকজান্ডার বুবলিককে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নিলেন ভারতের এই টেনিস প্রতিভা। বিশ্ব ক্রমতালিকায় ৩২ নম্বরে রয়েছেন বুবলিক। এই প্রথম বিশ্ব ক্রমতালিকায় ৫০-এর মধ্যে থাকা কোনও

টেনিস তারকাকে হারালেন সুমিত। দ্বিতীয় বার কোনও গ্র্যান্ড স্লাম ইভেন্টে প্রথম রাউন্ডের বাধা পেরোলেন সুমিত নাগাল। শুরুতেই অঘটন দেখল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন! তা কিন্তু নয়। সুমিত নাগাল গত কয়েক বছর ধরেই ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করছেন। বিশ্ব ক্রমতালিকায় ৩২ নম্বর টেনিস তারকাকে হারানোটা অঘটন মনে হলেও যোগ্য হিসেবেই জিতেছেন সুমিত। তাঁর পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-৪, ৬-২, ৭-৬ (৭-৫)। সুমিতের বিরুদ্ধে কাজাখস্তানের টেনিস তারকা পেরে না ওঠায় মেজাজও হারান। আক্রমণাত্মক টেনিসের জন্যই পরিচিত বুবলিক। বিশ্ব ক্রমতালিকায় ১৩৭ নম্বরে থাকা সুমিতের বিরুদ্ধে ফেভারিট হিসেবেই নেমেছিলেন। বেস লাইন টেনিস দিয়ে বুবলিকের যাবতীয় আক্রমণ রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেন সুমিত নাগাল। তাতে তিনি সফল। পাল্টা চাপে বেশ কিছু আনফোর্সড এরর করেন বুবলিক। প্রথম সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। পিছিয়ে পড়ে তৃতীয় সেটে মরিয়া লড়াই চালান বুবলিক। শেষ অবধি টাইব্রেকারে যায় তৃতীয় সেট। ম্যাচ জিতেই কোর্ট ছাড়েন সুমিত।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'বাজবল' খেলতে চান শ্রেয়স আইয়ার

মোহালি, ১৬ জানুয়ারিঃ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ব্যাট হাতে খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি শ্রেয়স আইয়ার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ রয়েছে। আপাতত প্রথম দু-ম্যাচের

স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। রয়েছেন শ্রেয়স। কিন্তু একাদশে জায়গা মিলবে কিনা, এই নিয়ে প্রবল ধোঁয়াশা। দক্ষিণ আফ্রিকায় কিপিং করেছিলেন লোকেশ রাহুল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্পেশালিস্ট কিপারই খেলাবে টিম ম্যানেজমেন্ট। রাহুল খেলবেন ব্যাটার হিসেবে। এরপর শ্রেয়সের জায়গা পাওয়া কঠিন। যদিও শ্রেয়স আইয়ার আশাবাদী এই সিরিজ নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেই রঞ্জি ট্রফিতে নেমে পড়েন শ্রেয়স আইয়ার। মুম্বইয়ের ১০ উইকেটে জয়ে ব্যাটিংয়ের খুব বেশি সুযোগ হয়নি। একশো স্ট্রাইকরেটে ৪৮ রান করেছেন শ্রেয়স। অন্ধ্র প্রদেশের বিরুদ্ধে পাঁচে নেমে এই ইনিংস খেলেছেন শ্রেয়স। শর্ট বলের বিরুদ্ধে তাঁর যে দুর্বলতা রয়েছে, বারবার সেটা ধরা পড়েছে। রঞ্জিতে অনেকটাই শুধরে নিয়েছেন। অন্ধ্রর বিরুদ্ধে ইনিংসে ৭৫ শতাংশ রান এসেছে লেগ সাইডে। সাতটি বাউন্ডারির মধ্যে একটি মাত্র অফ সাউডে। শর্ট পিচেও অস্বস্তিতে পড়েননি। নির্দ্বিধায় পুল শট খেলেছেন। টেস্ট ক্রিকেটেও এই মানসিকতা নিয়েই ব্যাট করতে চান, পরিষ্কার করে দিলেন শ্রেয়স। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে এক সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স বলেন, ''পরিস্থিতি যেমনই হোক, আমি আক্রমণাত্মক ব্যাটিংই করব। কেউ যদি নেগেটিভ বোলিং করে সুরক্ষিত থাকতে চায়, নিজের মানসিকতা বদলাব না।'' ম্যাচের বেশ কিছু মুহূর্তে শর্টপিচে বিব্রত করার চেষ্টা হয়েছে। শ্রেয়স বলছেন, ''আমার কোনও সমস্যা নেই।'' টি-টোয়েন্টি টিম থেকে বাদ পড়েছেন। বিশ্বকাপে সুযোগ মিলবে কিনা নিশ্চিত নয়। শ্রেয়স বর্তমান নিয়েই থাকতে চান। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার সুযোগ পেলে পরিকল্পনা কী হবে? শ্রেয়সের কথায়, ''আমি একটা ম্যাচ ধরে এগতে চাই। আপাতত দু-ম্যাচের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে। সুযোগ পেলে প্রথম দু-ম্যাচে পারফর্ম করাই লক্ষ্য থাকবে। বল ছাড়াটা আমার কাছে একঘেয়ে। অ্যাটাকিং ক্রিকেটেই মনোসংযোগ করব।''

তাঁরই রেকর্ড ভাঙা প্রখর চতুর্বেদীকে শুভেচ্ছাবার্তা যুবরাজের

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারিঃ রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্যই। তবে অনেক রেকর্ড দীর্ঘসময় অক্ষত থেকে যায়। যেমন যুবরাজ সিংয়েরই সেই রেকর্ড! ১৯৯৯ সালে কোচবিহার ট্রফিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির টিমের বিরুদ্ধে ৩৫৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন যুবরাজ সিং। অনূর্ধ্ব ১৯ স্তরে সেই রেকর্ড এত দিন যুবির দখলেই ছিল। গত কাল সেই রেকর্ড ভেঙেছেন কর্ণাটকের ওপেনার। তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে ভুললেন না কিংবদন্তি যুবরাজ সিং। কোচবিহার ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল কর্ণাটক ও মুম্বই। এর আগে কখনও এই টুর্নামেন্ট জেতেনি কর্ণাটক। গত বার সেমিফাইনালে বিদায় নিয়েছিল। সেই আক্ষেপ কাটল এ বার। সৌজন্যে প্রখর চতুর্বেদীর রেকর্ড ইনিংস। অপরাজিত ৪০৪ রান করেন প্রখর চতুর্বেদী। সেই কিংবদন্তিই শুভেচ্ছা জানালেন কর্ণাটকের কিশোরকে। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডলে যুবরাজ লিখেছেন 'খুবই ভালো লাগছে। রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্যই। দেখে ভালো লাগছে, ভারতীয় ক্রিকেট সুরক্ষিত হাতেই রয়েছে।'

সচিনের আপত্তি থাকলেও পাত্তা দেননি ক্যাপ্টেন সৌরভ

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারিঃ উত্তেজনার চোরাস্রোত বইছে গায়ের রক্ত গরম হচ্ছে সুদূর লর্ডসের ব্যালকনিতে উত্তেজনার বশে জার্সি খুলে ওড়াতে শুরু করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সালটা ২০০২। আর দিনটা ছিল ১৩ জুলাই। লর্ডসের ব্যালকনি দেখেছিল সৌরভের আসল দাদাগিরি। ওই দৃশ্য কোনও ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমী আজও ভোলেননি। দেশের মাটিতে ভারতীয় দল একাধিক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতেছে। বিদেশের মাটিতেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে ভারতের জেতার উদাহরণ কম নেই। কিন্তু ২০০২ সালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ভারতের ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয় বরাবরই বিশেষ ম্যাচের তালিকায় থাকবে। আর লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভের সেই জার্সি ওড়ানোর দৃশ্য যা কখনও ভোলার নয়। সে দিন তাঁর পাশেই লর্ডসের গ্যালারিতে ছিলেন রাজীব শুক্লা। সম্প্রতি তিনি শোনালেন এক অজানা গল্প। সে দিন সৌরভ হঠাৎ করে জার্সি ওড়ানোর সিদ্ধান্ত নেননি, বরং তা ছিল মহারাজের পূর্ব পরিকল্পিত। 'Unfiltered by Samdish' ইউটিউব চ্যানেলে এক খোলামেলা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন রাজীব শুক্লা। বর্তমানে বিসিআইয়ের তিনি সহ-সভাপতি। ২০০২ সালে ভারত যে ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জিতেছিল, সেই সময় রাজীব শুক্লা দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি সেই সময় ভারতীয় দলের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর কাছে সেই বিশেষ দিনের এক অজানা গল্প শোনা গিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, সৌরভ চেয়েছিলেন দলের সকলে ম্যাচ জেতার পর জার্সি খুলে ওড়াক। কিন্তু তাতে সচিনের মতে সিনিয়র ক্রিকেটার সায় দেননি। এরপর যা হয়েছিল, তা ক্রিকেট বিশ্বের অমরগাথায় রয়েছে। রাজীব শুক্লা বলেন, ''২০০২ সালের ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির সময় আমি ভারতীয় দলের ম্যানেজার ছিলাম। ফাইনালে আমি সৌরভের পাশেই লর্ডসের ব্যালকনিতে ছিলাম। ও সেই সময় ভারতের অধিনায়ক ছিল। আমার ব্লাড প্রেসার বাড়ছিল। ওই সময় আমি ওষুধও খেয়েছিলাম। আমাকে সৌরভ এরপর বলে 'রাজু ভাই এটা শুধু আমার

সঙ্গেই কেন হয়? যে লিগের সব ম্যাচ জিতি, আর ফাইনালে এসে হেরে যাই।' এরপরই ও বলে আর তো মাত্র ৫২ রান বাকি। আর অনেক বলও বাকি। তাই মনে হয় এই ম্যাচটা আমরা জিততে পারি। তখন আমি ওকে বলেছিলাম, তা হলে বার্তা পাঠাও ধীরে ধীরে স্ট্রাইক রোটেট করো। যে সময় মনে হল দল জিততে পারে, তখন সৌরভ আমাকে বলেছিল, 'রাজু ভাই দলের সকলে টি শার্ট ওড়াক।' তখন আমি আর সচিন বলেছিলাম তেমনটা করা ঠিক হবে না। এটা একটা জেন্টলম্যান্স গেম। সৌরভ তখন জানায়, ও সেটা করবে। এবং করেওছিল।''

ফিফা 'দ্য বেস্ট'

হলান্ড-এমবাপেকে হারিয়ে বর্ষসেরা মেসি

লন্ডন, ১৬ জানুয়ারিঃ তারার মেলা তো ছিলই। ব্রাজিলের কাফু, রবার্তো কার্লোস থেকে জার্মানির পল ব্রেইটনারও ছিলেন দর্শকসারিতে। আর ছিল চমক। কেউ কেউ বিতর্কও বলতে পারেন। ২০২৩ ফিফা 'দ্য বেস্ট' ছেলেদের বর্ষসেরা পুরস্কার জয়ে বিশ্লেষকদের বিচারে আর্লিং হলান্ড ছিলেন এগিয়ে। কিন্তু পুরস্কারটি শেষ পর্যন্ত জিতেছেন মেসি। এবার তাঁর টানা দ্বিতীয়, সব মিলিয়ে তৃতীয়বার। লন্ডনে ফিফা 'দ্য বেস্ট' এর জমকালো এই রাতে মেসি উপস্থিত থাকতে পারেননি। সঞ্চালকের ভূমিকায় নামা ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি তাঁর পুরস্কারটি নেন। সহ-সঞ্চালক রেশমিন চৌধুরির প্রতি একটু কৌতুকের সুরে অঁরি বললেন, ''আমি নিচ্ছি। কারণ কখনও এটা জিততে পারিনি।'' দর্শকসারিতে বসা আলিং হলান্ডের বাবা প্রাক্তন ফুটবলার আলফি হলান্ডের মুখখানা তখন একটু থমথমেই। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে তাঁর ছেলে 'ট্রেবল' জিতেও যে 'বেস্ট' হতে পারেনি! সংক্ষিপ্ত তালিকায় মেসি ও হলান্ডের সঙ্গে অন্যজন পিএসজি ও ফ্রান্সের তারকা কিলিয়ান এমবাপে। ফিফার ওয়েবসাইটে 'দ্য বেস্ট' এর লাইভ বিবরণী জানাল, মেসি ও হলান্ডের মধ্যে ভোটের লড়াই হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি। দুজনেরই পয়েন্ট ৪৮। কিন্তু মেসি জিতেছেন জাতীয় দলের অধিনায়কদের ভোটে প্রথম পছন্দের তালিকায় এগিয়ে থাকায়। ফিফার 'রুলস অব অ্যালোকেশন' এর ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত। এমবাপে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়। মেসির বিজয় এবারে 'দ্য বেস্ট' এর হয়তো শিরোনাম, তবে রাতটা ছিল মেয়েদের। গোটা অনুষ্ঠানটিই সাজানো হয়েছিল মহিলা ফুটবলকে উদযাপনের ছায়া ধরে রেখে। আর তাতে আইতানা বোনমাতির মেয়েদের 'দ্য বেস্ট' বর্ষসেরা হওয়া সেরা মুহূর্ত। স্পেন ও বার্সেলোনার এই ফরোয়ার্ড মঞ্চে নিজের উদযাপনের সেই মুহূর্তে একাই ছিলেন। সেটা সম্ভবত সর্বশেষ মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবলের বিজয়মঞ্চে লুইস রুবিয়ালেসের সেই

লন্ডনে জমকালো অনুষ্ঠানে মেসির অনুপস্থিতিতে তাঁর বর্ষসেরা 'দ্য বেস্ট' ট্রফিটি নেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও ফ্রান্সের কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি।

চুমু-কাণ্ডেরই এক তির্যক ইঙ্গিত। বোনমাতি সতীর্থ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ কথায় বলেছেন, ''আমি সেই শক্তিশালী মহিলাদের প্রজন্মের একজন, যাঁরা এই খেলার সঙ্গে বিশ্বকেও পাল্টে দিচ্ছে।'' ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে ট্রেবল জেতা কোচ পেপ গার্দিওলার হাতেই উঠেছে ছেলেদের 'দ্য বেস্ট' কোচের পুরস্কার। সংক্ষিপ্ত তালিকায় গার্দিওলার সঙ্গে মনোনয়ন পেয়েছিলেন ইন্টার মিলানের কোচ সিমোন ইনজাঘি ও ইতালির কোচ লুসিয়ানো স্প্যালেত্তি। ট্রফিটি গার্দিওলা ভাগ করে নিতে চেয়েছেন এই দুজনের সঙ্গে। অঁরি এ সময় গার্দিওলার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর কোচিং করানো বার্সেলোনার সেই দল এবং সিটির ট্রেবলজয়ী এই দলের মধ্যে সেরা কারা? গার্দিওলা বলেছেন, ''বার্সেলোনা সব সময় আমার হৃদয়ে থাকবে। আমার প্রথম ভালোবাসা। তবে সিটির সঙ্গে এই পুরস্কার জয়টা বিশেষ কিছু। কারণ আমরা আগে এই সাফল্য পাইনি।'' অনুষ্ঠানের মাঝে গত বছর প্রয়াত তিন কিংবদন্তি মারিও জাগালো, ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার ও ববি চার্লটনের প্রতি শ্রদ্ধাও জানানো হয়। বেকেনবাওয়ারকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন জার্মানির প্রাক্তন মিডফিল্ডার ব্রেইটনার। মেয়েদের 'দ্য বেস্ট' কোচের পুরস্কার জিতেছেন ইংল্যান্ড মহিলা দলের ডাচ কোচ সারিনা ভাইগমান। সিটির হয়ে ট্রেবলজয়ী ব্রাজিলিয়ান গোলকিপার এদেরসনের হাতে উঠেছে ছেলেদের 'দ্য বেস্ট' গোলকিপারের পুরস্কার। সংক্ষিপ্ত তালিকায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মরক্কো ও আল হিলালের গোলকিপার ইয়াসিন বুনু এবং রিয়াল মাদ্রিদের গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া। ইংল্যান্ড ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের গোলকিপার মেরি আর্পস টানা দ্বিতীয়বারের মতো জিতেছেন মেয়েদের 'দ্য বেস্ট' গোলকিপারের ট্রফি। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালি অবস্থানের জন্য ফিফা ফেয়ারপ্লে পুরস্কার পেয়েছে ব্রাজিল ছেলেদের জাতীয় দল। রবার্তো কার্লোস ও রোনাল্ডোদের নিয়ে ট্রফিটি নিয়েছেন ব্রাজিলেরই বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি কাফু। আর্জেন্টিনার ক্লাব কোলনের সমর্থক হুগো দানিয়েল ইনিগুয়েজ জিতেছেন ফিফা ফ্যান পুরস্কার। গত বছর আর্জেন্টিনার শীর্ষ লিগে বারাকাস-কোলন ম্যাচে নিজের বাচ্চা শিশুকে বোতলে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে ম্যাচ দেখছিলেন তিনি। মঞ্চে ওঠার পর তাঁর বাচ্চা অবশ্য কেঁদে দিয়েছে। অনুষ্ঠানের মাঝে এক ফাঁকে অঁরি জানান, আগামী বছর থেকে মেয়েদের ফুটবলে সেরা গোলের পুরস্কারের নাম হবে 'মার্তা অ্যাওয়ার্ড।' ব্রাজিলের 'স্কার্ট পরা পেলে'খ্যাত মার্তাকে এই অনুষ্ঠানে বিশেষ ট্রফিও দেওয়া হয়। ট্রফিটি দেন ব্রাজিলের প্রয়াত কিংবদন্তি পেলের স্ত্রী মার্সিয়া আইওকি। বোটাফোগো-এসপির হয়ে গত বছর ব্রাজিলের দ্বিতীয় বিভাগে বাইসাইকেল কিকে করা গিলের্মে মাদুরগার গোলটি পেয়েছে পুসকাস অ্যাওয়ার্ড।

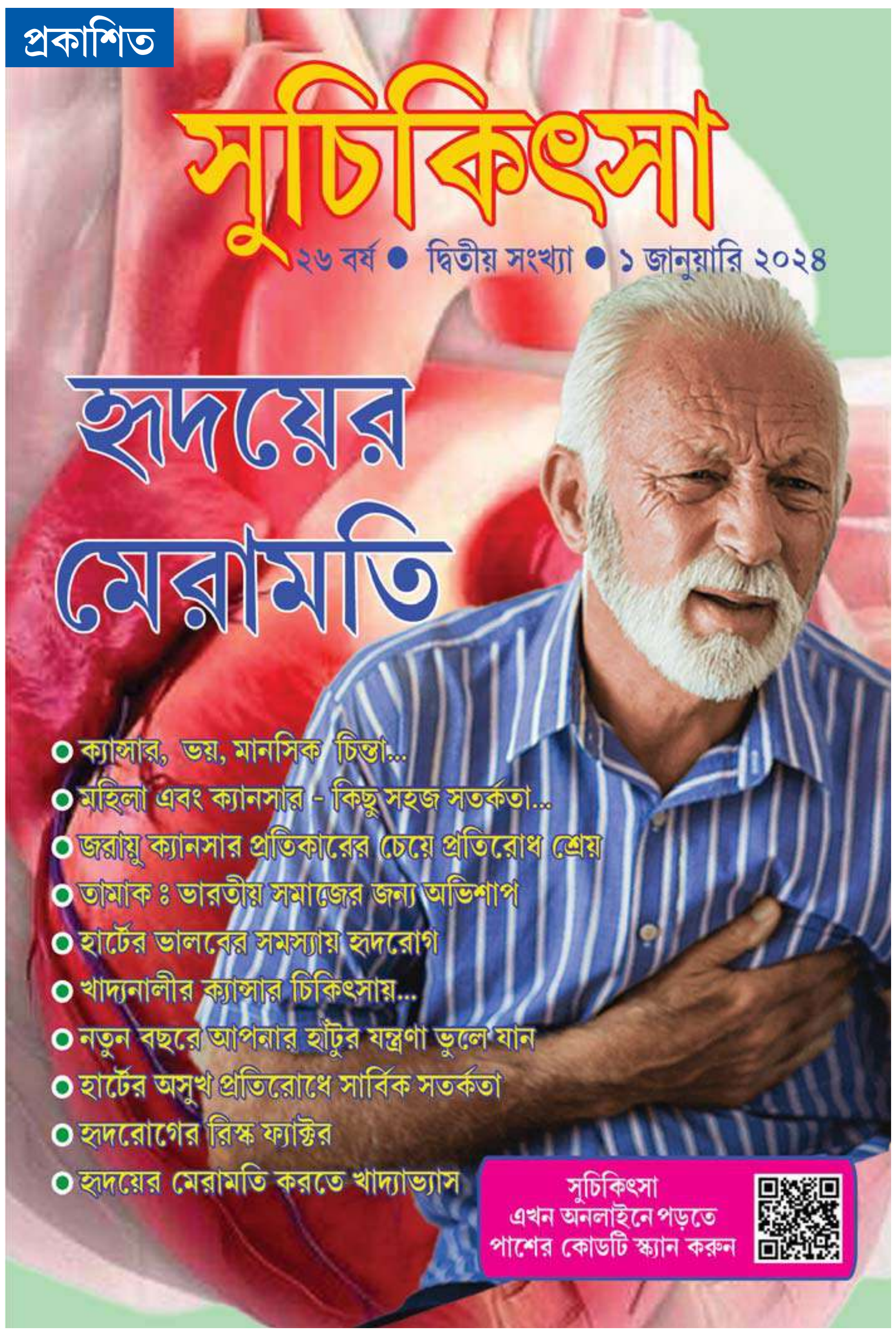

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com